সংস্কৃত প্রবন্ধ সাহিত্য

এম. ফিল. ডিগ্রির জন্য উপস্থাপিত অভিসন্দর্ভ

গবেষক

নারায়ণ চক্রবর্তী

তত্ত্বাবধায়ক

ড. পরেশ চন্দ্র মণ্ডল

প্রফেসর, সংস্কৃত ও পালি বিভাগ,

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।

১৯৯৯

সংস্কৃত ও পালি বিভাগ,

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।

RB
B
891.24
CHS
C-3

Dhaka University Institutional Repository

M.Phil.

382716

ঢাকা
বিশ্ববিদ্যালয়
গ্রন্থাগার

Dhaka University Institutional Repository

সংস্কৃত প্রবন্ধ সাহিত্য

এম.ফিল. ডিগ্রির জন্য উপস্থাপিত অভিসন্দর্ভ

গবেষক

নারায়ণ চক্রবর্তী

GIFT

তত্ত্বাবধায়ক

ড. পরেশ চন্দ্র মণ্ডল

প্রফেসর, সংস্কৃত ও পালি বিভাগ,

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।

Dhaka University Library
382716

382716

ঢাকা
বিশ্ববিদ্যালয়
গ্রন্থাগার

১৯৯৯

সংস্কৃত ও পালি বিভাগ,

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।

Dhaka University Institutional Repository

সংস্কৃত প্রবন্ধ সাহিত্য

382716

ঢাকা
বিশ্ববিদ্যালয়
গ্রন্থাগার

Dhaka University Institutional Repository

SANSKRIT & PALI DEPARTMENT
UNIVERSITY OF DHAKA
DHAKA-1000, BANGLADESH
PABX : 9661900-59 Ext. 6240

সংস্কৃত ও পালি বি
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
ঢাকা-১০০০, বাংলাদেশ
পি,এ,বি,এক্স : ৯৬৬১৯০০-৫৯
সম্প্রসারণ : ৬২৪০

Date..............................19

No.............................

তাং ২৭/১২/৯৯

সংস্কৃত ও পালি বিভাগের এম,ফিল গবেষক নারায়ণ চক্রবর্তী 'সংস্কৃত প্রবন্ধ সাহিত্য' শীর্ষক অভিসন্দর্ভটি ঢাকা বিশ্বদ্যিালয়ের এম.ফিল. ডিগ্রির জন্য প্রস্তুত করেছে। এটি তাঁর দীর্ঘ দিনের গবেষণা লব্ধ ফসল। আমার তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশানুসারে সে গবেষণাকর্মটি সম্পন্ন করেছে। এই গবেষণা কর্মের বিষয়টি নিয়ে ইতোপূর্বে কোন গবেষণা কর্ম হয়েছে বলে আমার জানা নেই। এখানে আরো উল্লেখ্য, গবেষক নারায়ণ চক্রবর্তীর 'সংস্কৃত প্রবন্ধ সাহিত্য' শীর্ষক অভিসন্দর্ভটির কোন অংশ বিশেষ বিশ্ববিদ্যালয়ে বা অন্য কোন প্রতিষ্ঠানের ডিগ্রির জন্য উপস্থাপিত হয়নি। গবেষক এম.ফিল. অভিসন্দর্ভ রচনা সম্পর্কিত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রীতি নীতি যথাযথ অনুসরণ করেছে।

(ড. পরেশ চন্দ্র মন্ডল)
তত্ত্বাবধায়ক

382716

ঢাকা
বিশ্ববিদ্যালয়
গ্রন্থাগার

Dhaka University Institutional Repository

সূচিপত্র

ভূমিকা

প্রথম অধ্যায়
সাহিত্যে প্রবন্ধ শব্দের প্রয়োগ

দ্বিতীয় অধ্যায়
সংস্কৃত প্রবন্ধ সাহিত্যে বল্লাল রচিত 'ভোজ প্রবন্ধের'
সংক্ষিপ্ত পরিচিতি ও সংক্ষিপ্ত কাহিনী বর্ণনা

তৃতীয় অধ্যায়
(ক) ধারাধিপতি ভোজের পরিচিতি
(খ) বিদ্যানুরাগী রাজা ভোজ
(গ) ভোজদেব ও তাঁর রচিত গ্রন্থাবলী
(ঘ) ভোজ প্রবন্ধের রচয়িতা বল্লাল
(ঙ) ভোজ প্রবন্ধের রচনা কাল
(চ) ভোজ প্রবন্ধের শ্রেণী বিচার

চতুর্থ অধ্যায়
(ক) সংস্কৃত গল্প- সাহিত্যের আঙ্গিক প্রকরণ এবং
বল্লাল রচিত ভোজ প্রবন্ধের তুলনামূলক বৈশিষ্ট্য
(খ) ভোজ প্রবন্ধের কাব্য সৌন্দর্য
(গ) রস
(ঘ) সমাজচিত্র
(ঙ) ঐতিহাসিক মূল্য
(চ) সুভাষিত

উপসংহার

Dhaka University Institutional Repository

ভূমিকা

সংস্কৃত সাহিত্যে 'প্রবন্ধ' শব্দটির অর্থদ্যোতনা এবং ব্যাপকতা অসামান্য। 'প্রবন্ধ' অভিধায় গোটা সাহিত্যতত্ত্বকে বিশ্লেষণ করার ও রসাস্বাদনের অবকাশ আছে। এই পরিপ্রেক্ষিতে 'প্রবন্ধ' শব্দটিকে শাব্দিক বিচারের ঊর্ধ্বে এনে,অর্থ ব্যঞ্জনায় বিশ্লেষণ করতে গিয়ে প্রাসঙ্গিকতায় 'ভোজপ্রবন্ধের' বিষয়টি এসে দাঁড়ায়। সংস্কৃত সাহিত্যে বল্লাল রচিত 'ভোজ প্রবন্ধ' একটি বিশেষ স্থান অধিকার করে আছে। বল্লালের 'ভোজপ্রবন্ধ' মূলত সংস্কৃত কথা সাহিত্য বা গল্প সাহিত্যে একটি ঋদ্ধ সংযোজন। 'প্রবন্ধ' শব্দের পরিধিতে সমগ্র সাহিত্য বিচার্য হলেও সংস্কৃত সাহিত্যে গল্পকে বলা হয়ে থাকে 'কথা'। সংস্কৃত কথা সাহিত্যের উদ্ভব ও বিকাশ সাধিত হয়েছে খ্রীষ্টপূর্ব কালে। (সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাস/ ড.ধীরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় পৃঃ ৪৯৬) ফলে 'প্রবন্ধ' বিষয়ে আলোকপাত করতে 'ভোজ প্রবন্ধ' তথা সংস্কৃত কথা সাহিত্যের আলোচনা পরিপূরক হিসেবেই গ্রহণীয়।

ভোজপ্রবন্ধের রচয়িতা বল্লাল ষোড়শ শতকের সাহিত্যিক। কিন্তু বল্লাল রচিত 'ভোজপ্রবন্ধ' ছাড়াও আরো কয়েকটি ভোজপ্রবন্ধের পরিচয় পাওয়া যায়। মেরুতুঙ্গ রচিত 'ভোজপ্রবন্ধ', রাজবল্লভ রচিত 'ভোজপ্রবন্ধ', বৎসরাজ বিরচিত 'ভোজপ্রবন্ধ', শুভাশীলের 'ভোজপ্রবন্ধ' ও পদ্মগুপ্ত রচিত 'ভোজ প্রবন্ধ' অন্যতম। এছাড়াও 'পদ্যতরঙ্গিণী' কাব্যের কবিব্রজনাথ রাজশেখর রচিত অপর একটি ভোজ প্রবন্ধের নাম উল্লেখ্য। রাজা ভোজের জীবনী অবলম্বনে বেদান্ত বাগীশ ভট্টাচার্য 'ভোজ চরিত' ও 'ভোজরাজ সচ্চরিত' নামে একটি দু'অঙ্কে বিভক্ত নাটকও রচনা করেছেন। (বল্লাল/ ভোজ প্রবন্ধ, সংস্কৃত সাহিত্য সম্ভার (১৭ তম খণ্ড) অনুবাদ, চিন্ময়ী চ্যাটার্জী-পৃঃ ১২৫)।

সংস্কৃত প্রবন্ধ সাহিত্য অভিধায় বল্লাল বিরচিত 'ভোজ প্রবন্ধই' অধিকতর খ্যাত ও সমৃদ্ধ। সহৃদয়হৃদয়সম্বাদী পাঠকের চিত্তে বল্লালের 'ভোজপ্রবন্ধ' কেবল সমাদৃতই নয়, স্থায়ী স্থান করে নিয়েছে। তাই সংস্কৃত প্রবন্ধ সাহিত্য সমীক্ষায় বল্লাল রচিত 'ভোজ প্রবন্ধ'ই গবেষণা অভিসন্দর্ভ ভুক্ত করা হলো।

Dhaka University Institutional Repository

এ গবেষণা কর্মে প্রত্যক্ষভাবে তথ্য, উপাত্ত, উপদেশ ও নির্দেশনা দিয়ে আমাকে প্রতিনিয়ত প্রতিকূলতার পথ অতিক্রমণে প্রদর্শকের দায় বহন করেছেন, আমার পরমশ্রদ্ধেয় শিক্ষাগুরু, গবেষণাতত্ত্বাবধায়ক, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃত ও পালি বিভাগের প্রফেসর, ড. পরেশ চন্দ্র মণ্ডল। এতদ প্রসঙ্গে গভীর শ্রদ্ধায় ও কৃতজ্ঞ চিত্তে স্মরণ করছি আমার অন্যতম শিক্ষক, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃত ও পালি বিভাগের প্রফেসর, ড. দিলীপ কুমার ভট্টাচার্য্যকে যিনি আজ এ অনিত্যলোক ছেড়ে নিত্য আনন্দলোকবাসী। জীবিত কালে যাঁর সাহচর্য ও উপদেশ পঙ্গুকে গিরি লঙ্ঘনে অনুপ্রাণিত করেছে। শ্রদ্ধেয় শিক্ষক, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃত ও পালি বিভাগের প্রফেসর, ড.নারায়ণ চন্দ্র বিশ্বাস, প্রফেসর, ড. ফয়জুন্নেছা বেগম, শ্রীচুনীলাল রায়চৌধুরী, সংস্কৃত ও পালি বিভাগের সম্মানিত চেয়ারম্যান, শ্রীনিরঞ্জন অধিকারী, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাচ্যভাষা বিভাগের প্রফেসর, ড. ভুবন মোহন অধিকারী, খুলনা সরকারি মহিলা কলেজের বাংলা বিভাগের সহকারী অধ্যাপক, শ্রী সুশান্ত সরকার, আমার অগ্রজ শ্রী অদিতিরঞ্জন চক্রবর্তী (সহকারী কলেজ পরিদর্শক, মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, কুমিল্লা।) প্রমুখ আমার এই গবেষণা কর্মে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে সহায়ক শক্তি হিসেবে কাজ করেছেন। তাঁদের সবার প্রতি সকৃতজ্ঞ ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

গোপালগঞ্জ সরকারি বঙ্গবন্ধু কলেজের আমার সহকর্মী বৃন্দকে কৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ করছি। তাঁদের সর্বাঙ্গীণ সহযোগিতার ঋণ অপরিশোধ্য। বিশেষভাবে অধ্যক্ষ, প্রফেসর মোঃ আবুল কালাম আজাদ, আমার দৈনন্দিন কাজের মধ্যেও এই গবেষণাকর্মে প্রবৃত্ত ও অনুপ্রাণিত করেছেন। বাংলা বিভাগের সহকারী অধ্যাপক, জনাব শাহ্ মোঃ আনিসুর রহমান, দর্শন বিভাগের সহকারী অধ্যাপক, শ্রী সমরেশ দেবনাথ, ঐ বিভাগের প্রভাষক, শ্রী তন্ময় কুমার সরকার প্রমুখের সাথে গবেষণা কর্মের বিষয়গত আলাপ আলোচনায় আমি প্রতিনিয়ত নিজেকে সমৃদ্ধ করেছি। আমার এই গবেষণাকর্মে অমৃতলোকবাসী আমার পিতা-মাতার আশীর্বাদ আমাকে এগিয়ে যেতে সহায়তা করেছে। আমার সহধর্মিণী শ্রীমতী কাবেরী চক্রবর্তী তাঁর পেশাগত দায়ের সাথে সম্পূর্ণ সাংসারিক দায়বহন করে আমাকে নিরলস কাজ করার অবকাশ তৈরি করেই দেয়নি, প্রতিনিয়ত সহ্য করেছে আমার নানাবিধ অহেতুক অজুহাত। আমার একমাত্র অবুঝ আত্মজ শ্রীমান জ্যোতিব্রত কোন খেয়ালে তার দুরন্তপনাকে

Dhaka University Institutional Repository

একেবারেই স্তিমিত করে আমাকে একাগ্র করেছে জানিনা। তাদের সাথে আমার যে সম্পর্ক তাতে কৃতজ্ঞতা প্রকাশের অবকাশ নেই।

এ গবেষণা কর্মে যেসব গ্রন্থের সহায়তা নিয়েছি সে সব গ্রন্থের লেখকদের প্রতি ঋণ স্বীকার করছি।

এ গবেষণাকর্মে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃত ও পালি বিভাগের প্রধান সহকারী, শ্রী সুকুমার চৌধুরীর আন্তরিক সহযোগিতার জন্য তিনি ধন্যবাদার্হ। খুলনা উইন কম্পিউটারের কর্মকর্তা জনাব এস. এ. এম আল-আমীন ও জনাব মাহমুদুল হাসান অভিসন্দর্ভটি নির্ভুল ভাবে মুদ্রণের কাজে যথেষ্ট শ্রম ও সহযোগিতা দিয়েছেন। তাঁদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি।

আমি জানি, কোন কথাই শেষ কথা নয়। তবুও গবেষকের শেষের প্রত্যাশায় না থেকে স্বতঃলব্ধ সত্যকে উদ্‌ঘাটন তাঁর দায়িত্ব। এ সত্যকে সামনে রেখে গবেষণাকর্মে প্রবৃত্ত থেকেছি আন্তরিকভাবে।

বিনীত

নারায়ণ চক্রবর্তী

Dhaka University Institutional Repository

প্রথম অধ্যায়

সাহিত্যে প্রবন্ধ শব্দের প্রয়োগ

আধুনিক বাংলা গদ্যের একটি বিশিষ্ট শিল্পরূপ বা মুখ্য সাহিত্য রূপ হচ্ছে প্রবন্ধ। ইংরেজি সাহিত্যে Essay অর্থে যে বিশেষ সাহিত্য কৃতি বুঝায়, বাংলায় তার সমার্থক হিসেবে 'প্রবন্ধ' নাম প্রচলিত হয়েছে। ইংরেজি Essay যেমন বিস্তৃত ও বিচিত্র তেমনি বাংলা প্রবন্ধ -সাহিত্যের পরিধিও ব্যাপক ও বিশাল।

ইংরেজি Essay-র মত বাংলা প্রবন্ধেরও স্বরূপ-লক্ষণ, অর্থাৎ এর বিশেষ সংজ্ঞা ও সঠিক ক্ষেত্র নির্দেশ করা সহজ নয়। ইংরেজি Essay -র মত বাংলা প্রবন্ধেরও বৈচিত্র্য ও বিস্তৃতির কারণে এর স্বরূপ ধর্ম সাধারণের নিকট সুস্পষ্ট নয়। ইংরেজি Essay-র বিষয় বস্তুতেই শুধু নয়, রূপবন্ধেও কিছু বৈচিত্র্য দেখা যায়। Montaigne যে রূপ রীতিতে তাঁর রচনা প্রকাশ করেছেন, Bacon কিন্তু তাঁর রচনা সেরূপ ভাবে শেষ করেননি। JohnLock -এর Essays Concerning Human Understanding নামক গভীর চিন্তাশ্রিত রচনা যেমন Essay, তেমনি Charles Lamb রচিত সুকুমার ভাবাশ্রয়ী রচনা Essay of Elia ও Essay, অর্থাৎ উভয়ই একই শিরোনামায় সমগোত্রীয় রচনা বলে অভিহিত হয়ে থাকে। ইংরেজির মত বাংলা প্রবন্ধেও দৃষ্টান্ত স্বরূপ উল্লেখ করা যেতে পারে যে, সাহিত্য সম্রাট বঙ্কিম চন্দ্রের তথ্য ও যুক্তি প্রধান রচনা 'বঙ্গ দেশের কৃষক'ও যেমন প্রবন্ধ অভিধা লাভ করেছে তেমনি কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের 'নববর্ষা' 'শ্রাবণ সন্ধ্যা' 'পাগল' প্রভৃতি নিছক আত্মভাব মূলক রচনাও প্রবন্ধ শিরোনামায় ভূষিত হয়েছে। অতএব ইংরেজি Essay ও বাংলা প্রবন্ধ এই উভয়েরই সংজ্ঞা নির্দেশের ক্ষেত্রে একই জটিলতা বর্তমান। সুতরাং ইংরেজি Essay -র প্রতিশব্দ যে প্রবন্ধ এ বিষয়ে দ্বিমতের অবকাশ নেই।

বিচার বিতর্কাশ্রিত প্রবন্ধ ইংরেজি সাহিত্যে সাধারণত 'Treatise', Tract বা 'Dissertation' নামে অভিহিত। বাংলা প্রবন্ধ সাহিত্যের ক্ষেত্রে রামমোহন পর্বের রচনা প্রধানত ইংরেজি 'Dissertation' বা Discourse' জাতীয় রচনার অনুরূপ।[১]

প্রবন্ধ নামধেয় বর্তমান সাহিত্য রূপটি প্রধানত আধুনিক কালের দান এবং English Literature এর প্রত্যক্ষ প্রভাবেই বাংলা সাহিত্যে এর সূচনা হয়েছে। কিন্তু প্রবন্ধ এই শব্দটি অতি প্রাচীন। কারণ প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্যে বহু গ্রন্থের নামে 'প্রবন্ধ' শব্দটির প্রয়োগ পরিলক্ষিত হয়। কিন্তু আধুনিক বাংলায় 'প্রবন্ধ' শব্দটি একটি বিশিষ্ট সাহিত্যরূপই নির্দেশ করে অর্থাৎ প্রধানত যুক্তি চিন্তা ভাবসমৃদ্ধ শৃঙ্খলাবদ্ধ গদ্য রচনা বুঝায়। কিন্তু সংস্কৃতে 'প্রবন্ধ' শব্দ এবম্বিধ অর্থের দ্যোতনা নয়। 'প্রবন্ধ' শব্দটির

Dhaka University Institutional Repository

সাধারণ ব্যুৎপত্তিগত অর্থ নির্দেশিত হয়েছে 'প্রকৃষ্ট বন্ধন' অর্থাৎ যে কোন প্রকৃষ্ট বন্ধনযুক্ত রচনাই প্রবন্ধ। সংস্কৃতে গদ্যে পদ্যে উভয় রীতিতেই প্রবন্ধ লেখা হয়েছে। কেবল গদ্য রীতিই এর একমাত্র বা আবশ্যিক বাহন ছিল না। বিশেষভাবে উল্লেখ্য যে, সংস্কৃত সাহিত্যে 'প্রবন্ধ' অর্থাৎ প্রকৃষ্ট বন্ধন যুক্ত রচনার পেছনে বিভিন্ন অর্থ উপলক্ষিত হয়েছে। ছন্দোগত বন্ধন, বিষয় বস্তুর সুষ্ঠু সম্বন্ধ-রূপ বন্ধন, সর্গ-পর্ব অধ্যায়াদির বন্ধন, রচনা- ক্রমেই ধারাবাহিক পারম্পর্য-রূপ বন্ধন ইত্যাদি বিভিন্ন প্রকারের বন্ধন সমন্বিত গদ্য পদ্য উভয় রীতির রচনাতেই সংস্কৃতে 'প্রবন্ধ' শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে। প্রবন্ধের এবম্বিধ অর্থসূচক অভিধাগ্রহণ করে সংস্কৃতজ্ঞ আলঙ্কারিক পন্ডিতগণ 'রামায়ণ', 'মহাভারত', 'মালতী মাধব', 'রত্নাবলী' প্রভৃতি কাব্য, নাটক সব রচনাকেই প্রবন্ধ আখ্যায় ভূষিত করেছেন। প্রমাণ স্বরূপ পন্ডিত বিশ্বনাথ কবিরাজের মন্তব্য উল্লেখ করা যায়-

বর্ণ রচনয়োরুদাহরিষ্যতে। প্রবন্ধে যথা মহাভারতে শান্তঃ।

রামায়ণে করুণঃ। মালতী-মাধবরত্না বল্যাদৌ শৃঙ্গারঃ। এবমন্যত্র।[২]

সংস্কৃতে বিভিন্ন প্রকারে বন্ধনীকৃত সাহিত্যই যে কেবল 'প্রবন্ধ' শব্দের দ্বারা চিহ্নিত হয়েছে তা নয়, বিভিন্ন প্রকার সাহিত্যের রচনা-সৌন্দর্য ও গ্রন্থন- সৌকর্যের প্রসঙ্গেও 'প্রবন্ধ' শব্দটির ব্যবহার হয়েছে। নাটক ও কাব্যের অন্তরঙ্গ ও বহিরঙ্গাশ্রয়ী উপাদানের যে পারস্পরিক সামঞ্জস্য বা সুষ্ঠু সঙ্গতি, সে সঙ্গতি অর্থে 'প্রবন্ধ' শব্দের প্রয়োগ ঘটেছে। সংস্কৃত সাহিত্যে 'প্রবন্ধ' শব্দের প্রতিশব্দ হিসেবে 'মহাবাক্য' শব্দটিরও প্রচলন দেখা যায়। পারস্পরিক সুসংবদ্ধ, সুসংহত বাক্য সমূহই সাধারণত 'মহাবাক্য' অভিধা লাভ করেছে। এই অর্থানুসারে 'মহাভারত' মহাকাব্য গ্রন্থটি একটি মহাবাক্য। এ প্রসঙ্গে সাহিত্য দর্পণে উল্লেখ আছে-

'প্রবন্ধে মহাবাক্যে। অনন্তরোক্ত দ্বাদশ ভেদোহর্থশক্ত্যথঃ

যথা মহাভারতে গৃধ্রগোমায়ু সংবাদে।[৩]

সংস্কৃত সাহিত্যে 'প্রবন্ধ' শব্দটির এরূপ বিচিত্র প্রয়োগ হেতু এটি যদিও কোন নির্দিষ্ট সাহিত্য কর্মের পরিচয় প্রকাশ করেনি, কিন্তু এতে যে একটি সুসঙ্গতিপূর্ণ রচনার আভাস পাওয়া যায়, তা অস্বীকার করার উপায় নেই।

প্রাচীন ও মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে 'প্রবন্ধ' শব্দটির প্রয়োগ কম নয়। হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত 'বঙ্গীয় শব্দ কোষে' 'প্রবন্ধ' শব্দের বিভিন্ন অর্থ উৎকলিত হয়েছে। 'প্রকৃষ্ট বন্ধন'- এ অর্থ ছাড়াও 'প্রবন্ধ' অর্থে উপায়, কৌশল, চেষ্টা, আরম্ভ, প্রকার, রীতি, চাতুরী, কুমন্ত্রণা প্রভৃতিও বুঝানো হয়েছে। 'শ্রীকৃষ্ণ কীর্ত্তন', কৃত্তিবাসী 'রামায়ণ', 'কবি কঙ্কন চণ্ডী', 'চৈতন্য মঙ্গল', 'মনসা মঙ্গল', 'ধর্মমঙ্গল', 'শিবায়ন',

Dhaka University Institutional Repository

'পদকল্পতরু', 'শ্রীশ্রী চৈতন্যচরিতামৃত', কাশীদাসী 'মহাভারত', প্রভৃতি কাব্যগ্রন্থে বিভিন্ন অর্থে 'প্রবন্ধ' শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে। উদাহরণ স্বরূপ প্রাচীন ও মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের দু'টি বিশিষ্ট কাব্যগ্রন্থ হতে 'প্রবন্ধ' শব্দের প্রয়োগগত বিভিন্ন অর্থের উল্লেখ করা যেতে পারে। বাংলাভাষায় 'প্রবন্ধ' শব্দটির প্রথম প্রয়োগ হয়েছে শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনে-

এসব কাজের আক্ষে জানি এ প্রবন্ধ।

এতেকে তোহ্মার তার হৈব নেহাবন্ধ।।[৪]

এখানে 'প্রবন্ধ' শব্দের অর্থ 'কৌশল' বা 'উপায়' বুঝান হয়েছে।

মধ্যযুগের অন্যতম বিশিষ্ট চরিত কাব্যগ্রন্থ 'শ্রীশ্রী চৈতন্য চরিতামৃতে' 'প্রবন্ধ' শব্দে 'আরম্ভ' ও 'পরস্পর অন্বয়যুক্ত বাক্যাবলীতে' দু'প্রকার অর্থ প্রকাশ করছে-

'এই সপ্তদশ প্রকার আদিলীলার প্রবন্ধ।

দ্বাদশ প্রবন্ধ তাতে গ্রন্থ মুখবন্ধ।।[৫]

উল্লিখিত শ্লোকে 'পূর্বাপর- সংগতিযুক্ত রচনা' এ অর্থে 'প্রবন্ধ' শব্দের ব্যবহার হয়েছে। অতএব এ থেকে একটি সঙ্গত সিদ্ধান্ত করা সম্ভব হয় যে, সংস্কৃত ও প্রাক্-আধুনিক বাংলা সাহিত্যে 'প্রবন্ধ' শব্দটির দ্বারা সাহিত্যের কোন বিশিষ্ট বিভাগের সুস্পষ্ট পরিচয় মেলেনি।

আধুনিক বাংলা গদ্যেই প্রথম 'প্রবন্ধ' শব্দটির অর্থ-বৈচিত্র্য লুপ্ত হয় এবং এতে কেবল ভাব সমৃদ্ধ মননশীল গদ্য রচনাকেই বুঝান হয়েছে। ঊনবিংশ শতাব্দীতে এই প্রকার রচনার সুত্রপাত হলেও, তা প্রথমে 'প্রবন্ধ' নামে অভিহিত হয়নি। 'প্রবন্ধ' শব্দের পরিবর্তে 'প্রস্তাব' শব্দের ব্যবহার হয়েছে। রামমোহন রায়, অক্ষয় কুমার দত্ত, এবং ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর প্রমুখ বিদগ্ধজন এ জাতীয় রচনা বুঝাতে 'প্রস্তাব' শব্দের ব্যবহার করেছেন। উল্লেখ করা যেতে পারে- সমসাময়িক চিন্তাশীল লেখক রাজনারায়ণ বসু, অক্ষয় কুমার দত্তের প্রবন্ধ সম্পর্কে সুচিন্তিত সিদ্ধান্ত সহ লিখেছেন-

"তাঁহার স্ব-কপোল রচিত প্রস্তাবই তাঁহার সর্বোত্তম রচনা।"[৬]

আধুনিক বাংলা সাহিত্যে অপেক্ষাকৃত গম্ভীর ভাবে অনুশীলিত গদ্যরীতির সহায়তায় যে বিষয় বা ভাবের অভিব্যক্তি ঘটে তাই সাধারণত 'প্রবন্ধ' নামে অভিহিত করা হয়। পন্ডিত ও সাহিত্যরসিক মহলে এই 'প্রবন্ধ' শব্দটি ব্যাপকভাবে প্রচলিত ও সমাদৃত হয়েছে। 'প্রবন্ধ' শব্দের সমার্থক শব্দ হিসেবে 'প্রস্তাব', 'নিবন্ধ', 'সন্দর্ভ', 'রচনা', এছাড়াও প্রবন্ধ অর্থে 'উপায়', 'কৌশল', 'চেষ্টা', 'আরম্ভ', 'প্রকার', 'চাতুরী', 'কুমন্ত্রণা' প্রভৃতি বুঝান হয়েছে।

মনসা-মঙ্গলে 'উপায়' বা 'কৌশল' অর্থে প্রবন্ধ শব্দের ব্যবহার-

Dhaka University Institutional Repository

'প্রবন্ধে রান্ধে ব্যঞ্জন নাম মনোহর।

খাইতে সুস্বাদ অতি দেখিতে সুন্দর।।

মৎস্যের ব্যঞ্জন রান্ধি করি অবশেষ।

মাংসের ব্যঞ্জন তবে রান্ধয়ে বিশেষ।।

("রন্ধন"- মনসা-মঙ্গল দ্বিজবংশীবদন- ১৬ শতাব্দী) [৭]

রাজারাম দত্তের ভাগবতে (১৭শ শতাব্দী) 'প্রবন্ধ' শব্দের প্রয়োগ-

সেজনে শরণ নিলে রাখয়ে আমারে।

প্রবন্ধ করিয়া যদি রাখিবারে পারে।।

(দণ্ডীরাজার উপাখ্যান) [৮]

এখানে 'প্রবন্ধ' শব্দটি কৌশল অর্থে ব্যবহৃত।

প্রাচীন এ 'প্রবন্ধ' শব্দটির একটি বনিয়াদি আভিজাত্যও আছে। সে তুলনায় অন্যান্য শব্দগুলো অপেক্ষাকৃত ম্লান বলে মনে হয়। ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ পর্যন্ত যে 'প্রস্তাব' শব্দটি বাংলা সাহিত্যে 'প্রবন্ধ' অর্থে প্রচলিত ছিল; তাই পরবর্তীকালে সাধারণত গ্রন্থের 'পরিচ্ছেদ' অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। 'নিবন্ধ' শব্দটির বেশি প্রয়োগ বাংলায় নেই। বরং প্রবন্ধ জাতীয় রচনা বুঝাতে হিন্দি সাহিত্যেই 'নিবন্ধ' শব্দটি প্রধানত গ্রন্থের টীকা-টিপ্পনী অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। আর 'সন্দর্ভ' শব্দটি আধুনিক বাংলায় সাধারণত 'সংগ্রহ' অর্থে প্রচলিত। যদিও সংস্কৃতে ধর্ম ও দার্শনিক তত্ত্বগর্ভ আলোচনায় 'সন্দর্ভ' নাম ব্যবহৃত হয়েছে। 'প্রবন্ধ' ইংরেজি Essay- র সমার্থক হিসেবে রচনা শব্দটি বিশেষভাবে ব্যবহৃত হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে 'রচনা' শব্দটির অর্থ অতি ব্যাপক। মননিষ্ট সুসংবদ্ধ ও সুকুমারভাব ঋদ্ধ-গদ্য রচনার ক্ষেত্রে 'প্রবন্ধ' নামই সঙ্গত ও সার্থক বলে গৃহীত হতে পারে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য বাংলায় প্রবন্ধ বা রচনার ইংরেজি প্রতিশব্দ Essay কথাটির প্রকৃতি প্রত্যয়গত অর্থ 'প্রয়াস'। এটি মূলত একটি ফরাসি শব্দ। ষোড়শ শতাব্দীর শেষার্ধে ফরাসি লেখক Michael-de-Montaigne ইউরোপীয় সাহিত্যে প্রথমে তাঁর আত্মভাব প্রধান গদ্য রচনা সমূহ ' Essais' (১৫৮০) নাম দিয়ে প্রকাশ করেন। এই ' Essais' হতেই ইংরেজি সাহিত্যে ' Essay' শব্দটির বহুল প্রয়োগ প্রচলিত হয়। [৯] 'প্রবন্ধ' বলতে বর্তমান বাংলা সাহিত্যে যে একটি সুস্পষ্ট স্বতন্ত্র সাহিত্যরূপ বুঝায় তা সংস্কৃত ও প্রাক্-আধুনিক বাংলা সাহিত্যে দেখা যায় না। পূর্বে বাংলা সাহিত্যের বাহন হিসেবে গদ্যের প্রচলন ছিল না। সংস্কৃতেও পদ্যের তুলনায় গদ্য রচনা অপেক্ষাকৃত অল্প ছিল। সব বিষয়ই পদ্য বন্ধে প্রকাশিত হত। প্রবন্ধগত বিষয় যেমন- রাষ্ট্রনীতি, সমাজনীতি, ধর্মতত্ত্ব, দর্শন, বিজ্ঞান প্রভৃতিরও সাধারণ বাহন ছিল ছন্দ। সুতরাং প্রবন্ধ

Dhaka University Institutional Repository

জাতীয় রচনা পদ্যেই প্রকাশিত হয়েছে। অতএব সংস্কৃত ও প্রাক্- আধুনিক বাংলা সাহিত্যে প্রবন্ধধর্মী রচনা যে ছিল না, তা নয়।

আলোচনা-ভূয়িষ্ঠ প্রবন্ধধর্মী রচনার পরিচয় সংস্কৃত ভাষ্যকারগণের যুক্তি-তর্ক ও নিজস্ব সিদ্ধান্ত সমন্বিত গদ্য রচনার মধ্যেও লাভ করা যায়। মহর্ষি পতঞ্জলি বিরচিত 'মহাভাষ্যের' ভূমিকা, শঙ্করাচার্যের 'বেদান্ত ভাষ্যের' মুখবন্ধ, সায়নের ঋগ্বেদ ভাষ্যের 'উপোদঘাত' বা 'প্রস্তাবনা' আলোচনা ভিত্তিক সমৃদ্ধ প্রবন্ধ অভিধা লাভের যোগ্য।

সংস্কৃত সাহিত্যের অন্যতম মহাকাব্য মহর্ষিকৃষ্ণদ্বৈপায়নবেদব্যাস প্রণীত 'মহাভারতে'র (অষ্টাদশ পর্ব) বিভিন্ন অংশকেও ভিন্ন ভিন্ন বিষয়ক প্রবন্ধ নামে আখ্যাত করা যায়। এদের মধ্যে অর্জুন-কৃষ্ণ সংবাদ, যুধিষ্ঠির-ভীম যোগ কথন, প্রভৃতি জাতীয় বিভিন্ন অংশগুলো সমাজ, ধর্ম, দর্শন, রাজনীতি ইত্যাদি প্রসঙ্গ আলোচনায় উৎকৃষ্ট প্রাবন্ধিক গুণ অর্জন করে। সংস্কৃত 'শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা' ও বিভিন্ন পুরাণ গ্রন্থের কোন কোন অংশেও দার্শনিক (Philosophical) ও ঐতিহাসিক (Historical) প্রবন্ধের বীজ লক্ষ করা যায়।

মধ্যযুগের সংস্কৃত সাহিত্যে বৈষ্ণব ধর্ম বা তত্ত্ব অবলম্বন করে স্বতন্ত্র ব্যাখ্যা নিপুণগ্রন্থ রচিত হয়েছে। এগুলোর মধ্যে সনাতন গোস্বামী প্রণীত 'উজ্জ্বল নীলমণি', 'ভক্তিরসামৃতসিন্ধু', শ্রীজীবগোস্বামী বিরচিত 'ষট্সন্দর্ভ', গোপাল ভট্ট লিখিত 'হরিভক্তি বিলাস' প্রভৃতির নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

সংস্কৃত সাহিত্যের মত প্রাচীন ও মধ্যযুগের বাংলা সহিত্যেও পদ্যবন্ধে রচিত বহু গ্রন্থের মধ্যে উৎকৃষ্ট প্রবন্ধগুণ সংবলিত রচনার সাক্ষাৎ মেলে। চৈতন্য ও চৈতন্যোত্তর যুগে প্রবন্ধ জাতীয় রচনার অপেক্ষাকৃত প্রাচুর্য ও প্রচার লক্ষ করা যায়। এ প্রসঙ্গে বৃন্দাবন দাসের 'চৈতন্য ভাগবত' শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজের 'চৈতন্য চরিতামৃত', নিত্যানন্দ দাস রচিত 'প্রেম বিলাস' প্রভৃতির নাম বিশেষভাবে উল্লেখ করা যেতে পারে।

চৈতন্যচরিতামৃতের এক-একটি বিশিষ্ট অংশ তত্ত্ব-গভীর উৎকৃষ্ট দার্শনিক প্রবন্ধের মর্যাদায় ভূষিত হয়েছে। পয়ার ছন্দে বিরচিত 'চৈতন্যচরিতামৃত' চরিতকাব্যগ্রন্থটি বিভিন্ন বিষয়াশ্রিত প্রবন্ধের একটি কোষ গ্রন্থ হিসেবেও উল্লেখ করা যায়।[১০]

শ্রী বৈষ্ণবদাস সংকলিত ' শ্রীকৃষ্ণতত্ত্বরসামৃত জ্ঞানমঞ্জরী' গ্রন্থে প্রবন্ধ শব্দের প্রয়োগ পরিলক্ষিত হয়।

ক- কলিযুগে শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য অবতার।

খ- খেলিবার <u>প্রবন্ধে</u> কৈল খোলকরতাল।।

(চৌত্রিশ পদাবলী, নরোত্তম দাস।)[১১]

এখানে প্রবন্ধ শব্দটি উদ্দেশ্য অর্থে ব্যবহৃত।

Dhaka University Institutional Repository

করুণা সাগর মোর গৌর নিত্যানন্দ।

দাস নরোত্তম কহে হাটের প্রবন্ধ।।

(হাট পত্তন, নরোত্তম দাস।) [১২]

এখানে প্রবন্ধ শব্দটি বর্ণনা অর্থে ব্যবহৃত।

শ্রী বাসুদেবরতিকেলিকথাসমেত

মেতং করোতি জয়দেব-কবি: প্রবন্ধম্।। ২।।

(গীত গোবিন্দ, প্রথম: সর্গ:- সামোদ - দামোদর:।)

করোতি জয়দেব কবি : প্রবন্ধম্ ।।(১/২),

মঙ্গলমুজ্জ্বল গীতিং।।(১/২৫),

মধুর কোমল কান্ত পদাবলীং (১/৩)। [১৩]

(অপীত মজুমদার সম্পাদিত, 'শ্রীশ্রীগীতগোবিন্দম্ ', কেন্দুলি- ১৩৯৫, পুঁথি থেকে সংকলিত, পৃঃ ১।)

বাংলা[illegible] যুগসন্ধিক্ষণের কবি জয়দেবের (খ্রীঃ দ্বাদশ শতকের কবি) গীত গোবিন্দ সাধারণ দৃষ্টিতে সর্গবন্ধ মহাকাব্য। কাহিনী-রাধা কৃষ্ণের প্রণয়। কিন্তু প্রাচীন সংস্কৃত মহাকাব্যের সঙ্গে তার অনেক পার্থক্য। কবি স্বয়ং তাঁর কাব্যকে 'প্রবন্ধ' পদাবলী 'মঙ্গল উজ্জ্বল গীতি' প্রভৃতি আখ্যা দিয়েছেন।

প্রখ্যাত সাহিত্যিক সুকুমার সেনের ''বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস'' গ্রন্থে (পৃষ্ঠা ২৩০) জয়দেবের গীত গোবিন্দ 'নাট্য প্রবন্ধ' অভিধা লাভ করেছে। যাকে অধুনা পরিভাষায় 'নাট্যগীতি' বলা হয়ে থাকে।

প্রবন্ধ- ১। সংগ্রহ, রচনা, সন্দর্ভ; কাব্যাদি গ্রথন। প্র-বন্ধ্ (বন্ধন করা) +অল্ কর্ম। ২। অবিচ্ছেদ; আরম্ভ; প্রকৃষ্ট বন্ধন; পূর্বাপর সংগতি। প্র-বন্ধ+অল্ ভাব। বিং পু।[১৪]

প্রবন্ধ - ১. বি. রচনা, নিবন্ধ, essay (সকলে না বুঝে এহি ফারসির তাব- পয়ার, প্রবন্ধে রচ এই পরস্তাব - আলাওল)।

২. বি. প্রকৃষ্ট বন্ধ, পূর্বাপর সঙ্গতি।

৩. বি. শুরু, আরম্ভ।

৪. বি. কৌশল, ফন্দি (জহর খিলায়া তাখে প্রবন্ধে মারিমু। - হায়াত)।

৫. বি. সুশোভিত, সুসজ্জিত (বিহার করিয়া যথ উদ্যান প্রবন্ধ। বিস্মরিয়া সব দুঃখ জন্মিবে আনন্দ -বাহরাম)।[১৫]

প্রবন্ধ শব্দের পরিবর্তে 'প্রস্তাব' শব্দের ব্যবহার-

ঈশ্বর চন্দ্র বিদ্যাসাগর (১৮২০-১৮৯১) প্রণীত মৌলিক প্রবন্ধ গ্রন্থ -

(১) সংস্কৃত ভাষা ও সংস্কৃত সাহিত্য বিষয়ক প্রস্তাব (১৮৫৩),

Dhaka University Institutional Repository

(২) বিধবা বিবাহ প্রচলিত হওয়া উচিত কিনা এতদ্বিষয়ক প্রস্তাব (১৮৫৫)।

রাজা রাম মোহন রায়ের (১৭৭৪-১৮৩৩)-

বাঙ্গালা ভাষা ও বাঙ্গালা সাহিত্য বিষয়ক প্রস্তাব (কলিকাতা - ১৩৪২)।

উল্লেখ্য 'প্রস্তাব' শব্দটি ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ পর্যন্ত বাংলা সাহিত্যে প্রবন্ধ অর্থে প্রচলিত ছিল।[১৬]

শ্রীরামপুর মিশনারীগণই সর্ব প্রথমে ধর্ম প্রচারার্থে প্রবন্ধ সাহিত্য সৃষ্টি করেন। তাঁদের ধর্ম প্রচারের চেষ্টা ব্যাহত করার জন্য রাজা রামমোহন রায়ের (১৭৭৪-১৮৩৩) বেদান্তসূত্র : (১৮১৫) প্রকাশিত হয়। ১৮৯৭ সালে প্রকাশিত মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কারের 'বেদান্ত চন্দ্রিকা' অনেকাংশে প্রবন্ধ লক্ষণাক্রান্ত।

উইলিয়াম কেরী, মার্শম্যান, রবিনসন, পিয়ার্সন প্রভৃতি মিশনারীগণ ধর্ম সম্বন্ধীয় বাক্-বিতণ্ডায় যোগদান করতে গিয়ে শিক্ষা বা ধর্ম সম্বন্ধীয় কতকগুলো প্রবন্ধ লিখেছিলেন। ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রবন্ধ-সাহিত্য পুষ্টির দিক দিয়ে উইলিয়াম কেরী সম্পাদিত 'দিগদর্শন', মার্শম্যান সম্পাদিত 'সমাচারদর্পণ', ঈশ্বর গুপ্তের 'সংবাদ প্রভাকর' ও মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'তত্ত্ববোধিনী' পত্রিকার দানও এস্থলে স্মরণীয়।[১৭]

Saintsbury প্রবন্ধকে 'Work of Proseart' বলে অভিহিত করেছেন। সাধারণত কল্পনা ও বুদ্ধি বৃত্তিকে আশ্রয় করে লেখক কোন বিষয়ে যে আত্মসচেতন নাতিদীর্ঘ সাহিত্যরূপ সৃষ্টি করেন, তাকেই প্রবন্ধ বলা হয়। প্রবন্ধের ভাষা ও দৈর্ঘ্য সম্বন্ধে বৈচিত্র্য থাকলেও প্রবন্ধ সাধারণত গদ্যে এবং নাতিদীর্ঘ করে লিখতে হয়। Lock এর An Essay on the Human Understanding, Mill এর Liberty, সাহিত্য সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্রের 'কৃষ্ণ চরিত্র' বা 'কমলাকান্তের দপ্তর' এবং কথা শিল্পী শরৎ চন্দ্রের 'নারীর মূল্য; পড়ার পরে মনে হবে যে, এসব রচনার দৈর্ঘ্য প্রবন্ধের পক্ষে অশোভন নয়। Pope এর Essay on Man, সুরেন্দ্র মজুদারের 'মহিলা কাব্য' সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের 'আমরা', কালিদাস রায়ের 'আসাম'[১৮] ও কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদারের 'প্রবাসীর জন্মভূমি দর্শন'[১৯] কবিতাও সত্যিকারের প্রবন্ধ বিশেষ। এমনকি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'ভাষা ও ছন্দ' কবিতাটিও বিষয়গত দিক থেকে প্রবন্ধ- লক্ষণাক্রান্ত।[২০]

অক্ষয় কুমার দত্ত (১৮২০-১৮৮৬) 'প্রস্তাব' শব্দটি প্রবন্ধ অর্থে ব্যবহার করেছেন -তাঁর 'ধর্মোন্নতি সংসাধন বিষয়ক প্রস্তাব' শীর্ষক গ্রন্থের চতুর্দশ পৃষ্ঠায়। কালিপ্রসন্ন ঘোষ (১৮৪৩-১৯১০) তাঁর 'নারী জাতি বিষয়ক প্রস্তাব' গ্রন্থে (১৮৬৯) প্রবন্ধের স্থলে প্রস্তাব শব্দের প্রয়োগ করেছেন।

ভূদেব মুখোপাধ্যায় (১৮২৫-১৮৯৪) প্রণীত প্রবন্ধ গ্রন্থ সমূহের মধ্যে তাঁর 'শিক্ষা বিধায়ক প্রস্তাব' গ্রন্থটি বিশেষ ভাবে উল্লেখ্য। শিক্ষা বিধায়ক প্রস্তাব, হুগলী -১২৮৮।

Dhaka University Institutional Repository

নন্দকুমার ন্যায়চঞ্চু (১৮৩৫-১৮৬২) ঈশ্বর চন্দ্র গুপ্ত সম্পাদিত, 'সংবাদ প্রভাকরে' একজন বিশিষ্ট লেখক ছিলেন এবং এই পত্রিকায় পঞ্জিকা সম্পর্কিত পান্ডিত্য পূর্ণ রচনার জন্যই তিনি বিশেষ খ্যাতি অর্জন করেন। তাঁর অন্যতম সার্থক সাহিত্য কর্ম 'সংস্কৃত প্রস্তাব' গ্রন্থে 'প্রস্তাব' শব্দটি মূলত প্রবন্ধ শব্দেরই দ্যোতক।

চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায় (১৮৪৯-১৯২২) একজন সুপন্ডিত ও সুরসিক সমালোচক ছিলেন। চন্দ্রশেখর প্রণীত 'উদ্‌ভ্রান্ত প্রেম' [২১] প্রিয়া-বিয়োগে ব্যথিত হৃদয়ের এক শোকগাথা। তাঁর গ্রন্থটি ভাবোচ্ছ্বাসপূর্ণ একটি সার্থক গদ্য কাব্য। এই গ্রন্থটিকে প্রস্তাবের সমষ্টি বলা হয়েছে। 'উদ্‌ভ্রান্ত প্রেম' সাতটি প্রস্তাবে বিরচিত। বাংলা সাহিত্যের কোন কোন সমালোচক এর প্রতিটি প্রস্তাব এক একটি উৎকৃষ্ট প্রবন্ধ বলে অভিহিত করেছেন। সুতরাং বলা যেতে পারে চন্দ্রশেখরের 'উদ্‌ভ্রান্ত প্রেম' যুগপৎ প্রবন্ধ ও 'প্রস্তাব' অভিধা লাভ করেছে। প্রখ্যাত সাহিত্যিক সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায় বিরচিত "পালামৌ" একটি উল্লেখযোগ্য ভ্রমণ কাহিনী মূলক গ্রন্থ। প্রথমে 'পালামৌ' এর ভ্রমণ কাহিনী গুলো পত্রিকায় প্রকাশিত হয় এবং কাহিনীগুলো প্রবন্ধ নামে ছাপা হয়। পত্রিকায় প্রকাশিত 'পালামৌ' ছয়টি পৃথক প্রবন্ধের আকারে বের হয়। শিরোনাম ছিল- যথা ক্রমে 'প্রথম প্রবন্ধ', 'দ্বিতীয় প্রবন্ধ', 'তৃতীয় প্রবন্ধ', 'চতুর্থ প্রবন্ধ', 'পঞ্চম প্রবন্ধ', ও 'ষষ্ঠ প্রবন্ধ'। এখানে 'প্রবন্ধ শব্দটি আসলে ভ্রমণ কাহিনীরই প্রতিরূপ।[২২]

পালামৌর প্রবন্ধগুলো ১৮৮০ থেকে ১৮৮২ খ্রীষ্টাব্দের 'বঙ্গদর্শন পত্রিকায়' ৬ কিস্তিতে প্র-না-ব (প্রমথ নাথ বসু) এ ছদ্মনামে প্রকাশিত হয়েছিল। এর শেষাংশ ১২৮৯ সালের ফাল্গুন সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। পরে 'সঞ্জীবনী সুধায়', ও বসুমতী কার্যালয় থেকে সঞ্জীবচন্দ্রের গ্রন্থাবলীতে তা পরিত্যক্ত হয়েছিল। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ থেকে প্রকাশিত 'পালামৌ' তে তা অন্যান্য অংশের নামে পুনরায় প্রকাশিত হয়েছে।

কালের বিবর্তনে দেখা গেল শব্দের বিবর্তন। সংস্কৃত ও বাংলা সাহিত্যে 'প্রবন্ধ' শব্দটির বিবর্তন হয়েছে শব্দার্থগত ও প্রায়োগিক দিক থেকে। 'প্রবন্ধ' শব্দে এক সময়ে সব ধরনের সাহিত্য কর্মকেই বুঝাতো। 'রামায়ণ' 'মহাভারত' থেকে শুরু করে 'মালতীমাধব' (প্রাগুক্ত) কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'শ্রাবণ সন্ধ্যা', এক কথায় গদ্যে হোক আর পদ্যে হোক সব ধরনের রচনায় প্রবন্ধশব্দের যে ব্যাপকতা ছিল অধুনা সাহিত্যকর্মে তা নেই। এখন এটি নির্দিষ্ট স্থানে নির্ধারিত অভিধা লাভ করেছে। বর্তমানে 'প্রবন্ধ' শব্দটি ব্যবহৃত হচ্ছে বাংলা গদ্যে। গদ্য সাহিত্যের বিশিষ্ট শিল্পরূপ হচ্ছে 'প্রবন্ধ'। অথচ এ প্রবন্ধ শব্দটি ব্যবহৃত হতো গদ্য, পদ্য, চম্পূ, রম্য-রচনা, কীর্তন

Dhaka University Institutional Repository

সবক্ষেত্রেই। 'প্রবন্ধ' শব্দটির প্রতিশব্দ হিসেবে এখন আর 'প্রস্তাব' 'মহাবাক্য' ব্যবহৃত হচ্ছে না। এখন 'প্রবন্ধ' শব্দটির প্রতিশব্দ হিসেবে ক্ষেত্র বিশেষে 'অভিসন্দর্ভ' 'নিবন্ধ'(Dissertation, Discourse, Essay) ব্যবহৃত হচ্ছে এবং অনিবার্যভাবেই গদ্য সাহিত্যে। প্রবন্ধ শব্দটির বিবর্তনের চূড়ান্ত পরিণতিতে 'শব্দটি প্রকৃষ্টরূপে বন্ধ' বা কল্পনা ও বুদ্ধিবৃত্তিকে আশ্রয় করে বস্তুনিষ্ঠ নাতিদীর্ঘ সাহিত্যরূপকে বুঝায়।

'প্রবন্ধ' শব্দটির বিচিত্র প্রয়োগ লক্ষ করার মতো প্রাচীন ও মধ্যযুগের সাহিত্যে। তখন 'প্রবন্ধ' শব্দটি ব্যবহৃত হতো 'ছল' 'চাতুরী' 'কুমন্ত্রণা' ও 'কৌশল' অর্থে। এখন প্রবন্ধ শব্দটির প্রয়োগ অভিধা পরিবর্তিত হয়ে নতুন রূপ পরিগ্রহ করেছে।

Dhaka University Institutional Repository

।। তথ্য নির্দেশ।।

১. ড. অধীর দে, "আধুনিক বাংলা প্রবন্ধ সাহিত্যের ধারা", উজ্জ্বল সাহিত্য মন্দির, কলিকাতা, ১৯৮৮ ইং পৃঃ ১৯।

২. ঐ, পৃঃ ২১৯।

৩. ঐ, পৃঃ ২১৫।

৪. মহাকবি চণ্ডীদাস, "শ্রীকৃষ্ণ কীর্ত্তন", তাম্বুল খণ্ড, বসন্ত রঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ. 'সম্পাদিত'; (বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষৎ, ১৩৪৯ বাং) উদ্ধৃত- ড. অধীর দে, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৫-৬।

৫. কৃষ্ণদাস কবিরাজ, "শ্রী শ্রী চৈতন্য চরিতামৃত", শ্রী রাধা গোবিন্দ নাথ 'সম্পাদিত' কলিকাতা, ১৩৫৫ বাং পৃঃ ৭৮৫। উদ্ধৃত- ড. অধীরদে, প্রাগুক্ত; পৃঃ ৬।

৬. ড. অধীর দে, প্রাগুক্ত; পৃঃ ৬৪।

৭. ড. দীনেশ চন্দ্রসেন, "বঙ্গ-সাহিত্য পরিচয়", (প্রথম খণ্ড), কলিকাতা, ১৯১৪ ইং পৃঃ ২২৪।

৮. ঐ, পৃঃ ৮৭৩।

৯. ড. অধীর দে, প্রাগুক্ত; পৃঃ ৮।

১০. ঐ, পৃঃ ৮।

১১. শ্রী বৈষ্ণবদাস, 'সংকলিত' "শ্রী কৃষ্ণতত্ত্ব রসামৃত জ্ঞানমঞ্জরী", রাজেন্দ্র লাইব্রেরী কলিকাতা, (প্রকাশকাল অনুল্লিখিত), পৃঃ ৩৩৮।

১২. ঐ, পৃঃ ৩৪৩।

১৩. অপীত মজুমদার সম্পাদিত শ্রীশ্রী গীত গোবিন্দম, কেন্দুলি, বীরভূম, ১৩৯৫, মূলগ্রন্থ পৃঃ ১ ও প্রণব বাহুবলীন্দ্র, গ্রন্থনা ও গদ্যভাষান্তর-জয়দেবের গীতগোবিন্দ- ময়না প্রকাশনী, কলিকাতা, ১৩৯৯ বাং পৃঃ ৩।

১৪. সুবল চন্দ্র মিত্র, 'সংকলিত' "সরল বাঙ্গালা অভিধান", নিউ বেঙ্গল প্রেস, কলিকাতা, ১৯৮৪ ইং, পৃঃ ৮৭২।

১৫. ড. মুহম্মদ এনামুল হক, 'প্রধান সম্পাদক' ও শিবপ্রসন্ন লাহিড়ী, সম্পাদক, "ব্যবহারিক বাংলা অভিধান" (ব্যঞ্জন বর্ণ অংশ),বাংলা একাডেমী ২য় সংস্করণ, ১৯৯২ ইং, পৃঃ ৭২৮।

১৬. ড. অধীর দে, প্রাগুক্ত; পৃঃ ৭৬।

১৭. শ্রীশ চন্দ্রদাশ, "সাহিত্য-সন্দর্শন", সুচয়নী পাবলিশার্স, ঢাকা, ১৯৯৭ ইং, পৃঃ ১২২।

১৮. ঐ পৃঃ ১১৮।

১৯. সুশান্ত সরকার, "কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার", বাংলা একাডেমী, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ, ১৯৮৯, পৃঃ ৪০।

২০. জ্যোতির্ময় ঘোষ, "রবীন্দ্রনাথের বিষয় ভাবনা" পশ্চিম বঙ্গ, তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ, রবীন্দ্র সংখ্যা -১৪০২, পৃঃ ১৩৫।

২১. ড. অধীর দে, প্রাগুক্ত; পৃঃ ৮৫।

২২. শ্রী প্রহলাদ কুমার প্রামাণিক, 'সম্পাদক', সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়, "পালামৌ", সুবর্ণ জয়ন্তী প্রকাশনা, কলিকাতা, ১৯৯৩, পৃঃ ৬২।

Dhaka University Institutional Repository

দ্বিতীয় অধ্যায়

বল্লাল বিরচিত ভোজ প্রবন্ধের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি

ষোড়শ শতকের কবি বল্লাল রচিত ভোজ প্রবন্ধ সংস্কৃত গল্প সাহিত্যে বা কথা সাহিত্যে বিশিষ্টস্থান অধিকার করেছে। ৮৫ (পঁচাশি) টি গল্পের সমন্বয়ে প্রবন্ধাবতারণা সহ ৩২৮টি শ্লোকে ভোজ প্রবন্ধ রচিত । (ভোজ প্রবন্ধের প্রবন্ধাবতারণায় শ্লোক সংখ্যা ৪৪ এবং মূল প্রবন্ধে শ্লোক সংখ্যা ২৮৪)। বল্লাল বা বল্লভ রচিত ভোজ প্রবন্ধ নামে খ্যাত গ্রন্থটি ধারাধিপতি ভোজকে কেন্দ্র করে নানা ঐতিহাসিক প্রসিদ্ধ ও গুণী ব্যক্তির চরিত্র সমাবেশে পরিকল্পিত বিবিধ গল্পের সমষ্টি। গল্প অনুযায়ী মহারাজ ভোজের বিদ্যানুরাগ, বদান্যতা গুণে আকৃষ্ট প্রসিদ্ধ কবি বিদগ্ধ জন তাঁর সভায় উপস্থিত । প্রত্যেকে আপন আপন কবিত্ব গুণে রাজাকে প্রীত করে যথাযোগ্য পারিতোষিক লাভ করেন । ভোজ প্রবন্ধের কেন্দ্রীয় চরিত্র ভোজরাজ বিদ্যোৎসাহী, বিদ্যানুরাগী। লেখক স্বেচ্ছায় স্থান-কালোচিত্য লঙ্ঘন করে ভোজের দরবারে মহাকবি কালিদাস, ভবভূতি, মাঘ, মল্লিনাথ প্রভৃতি বিশিষ্ট ব্যক্তিকে হাজির করে ছোট খাট ফক্কি বা চুট্‌কি ও হেঁয়ালি আকারের কথা ও কাহিনী সরস ভঙ্গিমায় পরিবেশন করেছেন।[১] প্রসঙ্গত মহাকবি কালিদাস, ভবভূতি যে যুগে আবির্ভূত হয়েছেন, সে যুগ সংস্কৃত সাহিত্যের সুবর্ণ যুগ। তাছাড়া তপস্বী ব্রাহ্মণ সহ এমন কিছু চরিত্র সন্নিবেশিত হয়েছে, যা আলোচ্য ভোজ প্রবন্ধের সমসাময়িক সমাজ জীবনের প্রতিনিধিত্ব মূলক চরিত্র বলা যায়।

আবার ভোজ প্রবন্ধে এমন চরিত্রও আছে, যেমন- দরিদ্র ব্রাহ্মণ, যে দরিদ্র ব্রাহ্মণের কাহিনী পাঠে অনুভূতি প্রবণ বিবুধ পাঠক চিত্ত দ্রবীভূত হয়। আর সে কারণেই এ ধরনের চরিত্র চিত্রায়ণে চিত্রায়িত চিরন্তন ভাগ্য বিড়ম্বিত জীবনের প্রতিচ্ছবি। অবশ্য এগুণটি না থাকলে কোন সাহিত্যই যুগোত্তীর্ণ বা কালোত্তীর্ণ সাহিত্য হতে পারে না।

'ভোজ প্রবন্ধ'

৮৫টি গল্পের সমন্বয়ে প্রবন্ধাবতারণাসহ ৩২৮টি শ্লোকে শ্রীমন্মহারাজাধিরাজ ধারানগরাধিপতি ভোজরাজের প্রবন্ধ সমাপ্তি লাভ করেছে।

ভোজ প্রবন্ধের কাহিনীর ভাগকল্পনা শ্রী জীবানন্দ বিদ্যাসাগর সম্পাদিত গ্রন্থের অনুসরণে করা হয়েছে।

মূল প্রবন্ধের শ্লোকসংখ্যা ২৮৪। প্রবন্ধাবতারণায় শ্লোক সংখ্যা ৪৪।

Dhaka University Institutional Repository

ভোজ প্রবন্ধের কাহিনী সমূহ-

১. ভোজরাজের সিংহাসন প্রাপ্তি

২. ভোজ ও বিপ্রের কাহিনী

৩. কৃপণ সচিবশাসন কাহিনী

৪. ভোজ ও কবির কাহিনী

৫. ভোজ ও শঙ্কর কবির কাহিনী

৬. ভোজ ও কালিদাসের কাহিনী

৭. ভোজ ও অকবিপণ্ডিত কাহিনী

৮. ভোজ, লক্ষ্মীধর ও তন্তুবায় কাহিনী

৯. ভোজ ও দরিদ্র বাণের কাহিনী

১০.ভোজ ও দুই চোরের কাহিনী

১১.ভোজ ও পিতা পুত্রের কাহিনী

১২.ভোজ ও ক্রীড়াচন্দ্রের কাহিনী

১৩.ভোজ ও রামেশ্বর পণ্ডিতের কাহিনী

১৪.ভোজ ও কালিদাসের নির্বাসনের কাহিনী

১৫.ভোজ ও কবিমণ্ডলীর সমস্যা পূরণ কাহিনী

১৬.ভোজ কর্তৃক কালিদাসের প্রত্যানয়ন কাহিনী

১৭. ভোজ ও চর্ম-কমণ্ডলুধারী বিপ্রের কাহিনী

১৮. ভোজ ও সকুটুম্ব পণ্ডিত বিপ্রের কাহিনী

১৯. ভোজ ও কবিসীমন্ত কাহিনী

২০. ভোজ ওব্রাহ্মণের কাহিনী

২১. ভোজ ও কুম্ভকারের কাহিনী

২২. ভোজ ও বৈশ্যের কাহিনী

২৩. ভোজ ও কবিবরের কাহিনী

২৪. ভোজ ও ব্যাধবধূর কাহিনী

২৫. ভোজ ও মার্গস্থ পণ্ডিতের কাহিনী

২৬. ভোজ ও দারুশীর্ষ-ব্রাহ্মণের কাহিনী

২৭. ভোজ ও শুকদেব কবির কাহিনী

২৮. ভোজ ও বাসুদেবের কাহিনী

২৯. ভোজ ও মুখ্যামাত্যের কাহিনী

৩০. ভোজ, চোর ওব্রাহ্মণের কাহিনী

Dhaka University Institutional Repository

৩১. ভোজ ও কবিবিষ্ণুর কাহিনী

৩২. ভোজ ও শ্রীপতির কাহিনী

৩৩. ভোজ ও মুচুকুন্দের কাহিনী

৩৪. ভোজ ও গোপালের কাহিনী

৩৫. ভোজ, ভাস্কর ও শাকল্যের কাহিনী

৩৬. ভোজ ও গালবের কাহিনী

৩৭. ভোজ ও বিদুষীর সংবাদ

৩৮. ভোজ ও চোরের কাহিনী

৩৯. ভোজ ও সূত্রধারপত্নীর কাহিনী

৪০. ভোজ ও মল্লিনাথের কাহিনী

৪১. ভোজ ও মন্ত্রবিদব্রাহ্মণের কাহিনী

৪২. ভোজ ও পাঁচ কবির কাহিনী

৪৩. বিক্রমার্ক প্রসঙ্গে ভোজ ও মুখ্যামাত্যের কাহিনী

৪৪. ভোজ ও দরিদ্রব্রাহ্মণের কাহিনী

৪৫. ভোজ ও কবি ময়ূরের কাহিনী

৪৬. ভোজ ও তস্করের কাহিনী

৪৭. ভোজ ও অতিদরিদ্র পণ্ডিতের কাহিনী

৪৮. ভোজ ও কবি শান্তবদেবের কাহিনী

৪৯. ভোজ ও শৈবব্রাহ্মণের কাহিনী

৫০. ভোজ ও ধর্মদত্তের কাহিনী

৫১. ভোজ ও ভবভূতির কাহিনী

৫২. ভোজ ও স্বৈরিণীর কাহিনী

৫৩. ভোজ ও বৃদ্ধার কাহিনী

৫৪. ভোজ ও কোঙ্কনদেশ-বাসী ব্রাহ্মণের কাহিনী

৫৫. ভোজ ও কাশ্মীরদেশীয়ব্রাহ্মণের কাহিনী

৫৬. ভোজ ও কালিদাসের চন্দ্রকলঙ্ক বর্ণনার কাহিনী

৫৭. ভোজ ও বীণাবাদনরত কবির কাহিনী

৫৮. ভোজ, সীতাদেবী ও কালিদাসের কাহিনী

৫৯. ভোজ ও মালাকার বধূর কাহিনী

৬০. ভোজ ও উলুখলে কার্যরতা নারীর কাহিনী

৬১. ভোজ, দেবজয় ও হরিশর্মার কাহিনী

Dhaka University Institutional Repository

৬২. ভোজ ও তপস্বীর কাহিনী

৬৩. ভোজ ও কাশীবাসী ব্রাহ্মণের কাহিনী

৬৪. ভোজ ও ব্রহ্মচারীর কাহিনী

৬৫. ভোজ ও কালিদাসের বিচ্ছেদের কাহিনী

৬৬. ভোজ ও মাঘের পত্নীর কাহিনী

৬৭. ভোজ ও কালিদাসের মিলন কাহিনী

৬৮. ভোজ ও জালন্ধরীয় কবির কাহিনী

৬৯. ভোজ, সীতা ও কালিদাসের কাহিনী

৭০. সমস্যাপূরণ প্রসঙ্গে ভোজ ও কালিদাসের কাহিনী

৭১. ভোজ ও তিন কবির কাহিনী

৭২. ভোজ ও শিবশর্মার কাহিনী

৭৩. হসন্তী (লৌহময় অঙ্গার পাত্র) বর্ণনা প্রসঙ্গে ভোজ ও কালিদাসের কাহিনী

৭৪. সমস্যা পূরণে ভোজ ও কালিদাসের কাহিনী

৭৫. শিলালিপি পাঠ প্রসঙ্গে ভোজ ও দুই কবির কাহিনী

৭৬. ব্রহ্মরাক্ষসের অপসারণ বিষয়ে ভোজ ও কালিদাসের কাহিনী

৭৭. ভোজ ও কবি মল্লিনাথের কাহিনী

৭৮. ভোজ ও কবি শেখরের কাহিনী

৭৯. ভোজ ও গোপকন্যার কাহিনী

৮০. সুবর্ণঘটপতনের প্রসঙ্গে ভোজ ও কালিদাসের কাহিনী

৮১. ভোজ ও ভুক্কুণ্ডের কাহিনী

৮২. সমস্যা পূরণে ভোজ ও তিন কবির কাহিনী

৮৩. ভোজ ও স্বর্গের বৈদ্যের কাহিনী

৮৪. ভোজ ও কবীন্দ্র মল্লিনাথের কাহিনী

৮৫. ভোজ ও ক্রুদ্ধ কালিদাসের কাহিনী

ভোজ প্রবন্ধ গ্রন্থের শেষ কাহিনী ঃ 'ভোজ ও ক্রুদ্ধ কালিদাসের কাহিনী।' ভোজ ও ক্রুদ্ধ কালিদাসের কাহিনী ৩২৭ নম্বর শ্লোকে সমাপ্ত। উল্লিখিত কাহিনীর পরে–

শৈলে শৈলবিনিশ্চলং চ হৃদয়ং মুঞ্জস্য তস্মিন্নাক্ষণে
ভোজে জীবতি হর্ষসঞ্চয় সুধাধারাম্বুধৌ মজ্জতি।
স্ত্রীভিঃ শীলবতীভিরেব সহসা কর্তুং তপস্তৎপরে,
মুঞ্জে মুঞ্চতি রাজ্যভারমভজত্ত্যাগৈশ্চ ভৌগৈনৃর্পঃ।। ৩২৮

Dhaka University Institutional Repository

অর্থাৎ সেই সময়ে মুঞ্জের পর্বতের মতো কঠিন হৃদয় পর্বতে (অর্থাৎ পর্বতগুহায় বাসের প্রতি) নিবিষ্ট হল; ভোজ জীবিত থেকে হর্ষসঞ্চয় রূপ অমৃতধারার সাগরে নিমজ্জিত হলেন; সচ্চরিত্র স্ত্রীদের সঙ্গে তপস্যা করার জন্য সহসা মুঞ্জ রাজ্যভার ত্যাগ করলেন এবং নৃপ ভোজ ত্যাগ ও ভোগের সঙ্গে সেই রাজ্য পালন করলেন।। ৩২৮।। এই অংশটি শ্রী জীবানন্দ বিদ্যাসাগর সম্পাদিত ভোজ প্রবন্ধ শীর্ষক গ্রন্থে নেই।[২]

।।বল্লাল রচিত ভোজ প্রবন্ধের সংক্ষিপ্ত কাহিনী বর্ণনা।।

১. ভোজ রাজের সিংহাসন প্রাপ্তি ।

অতঃপর চন্দ্রচূড় মহাদেব তুল্য এক কাপালিক সভায় উপস্থিত হলে, বুদ্ধিসাগর তার পরিচয় ও কোন বিশেষ ঔষধ আছে কিনা জানতে চাইলে- কাপালিক তাঁর সর্বত্র গামিতা এবং সকলকে ব্যাধি মুক্ত করার ক্ষমতা বর্ণনা করলেন। রাজা একথা শুনে তাঁর কাছে পাপ স্বীকার করে মুক্তি চাইলেন। কাপালিক রাজাকে অভয় দিয়ে ভোজকে নদী তীরে নিয়ে এলেন। এইযোগী ভোজকে বাঁচিয়েছেন এমন কথা প্রচারিত হোল- ভোজরাজ প্রাসাদে এলে রাজা তাঁকে রাজ্য ও সিংহাসন দান করে তপস্যায় মগ্ন হলেন। ভোজরাজ রাজত্ব করতে লাগলেন।

২. ভোজ ও বিপ্রের কাহিনী।

অমাত্য বুদ্ধিসাগরকে নিয়ে ভোজরাজ রাজত্ব করতে লাগলেন। একদিন রাজাভোজ ধারা নগরীবাসী এক মুদ্রিত নয়ন ব্রাহ্মণকে দেখে তার কারণ জানতে চাইলেন। ব্রাহ্মণ জানালেন, কৃপণের মুখ দেখা অহিতকর তাই নয়ন মুদ্রিত। অতঃপর ব্রাহ্মণ রাজাকে মানব চরিত্র সম্পর্কে বারটি উপদেশ শোনালেন- রাজা তাঁকে লক্ষ মুদ্রা দান করলেন এবং জানালেন বিদ্বান ও কবিগণ যেন তাঁর রাজসভা অলংকৃত করেন। কেননা তাঁর রাজ্যে কোন বিদ্বান যেন দুঃখ ভোগ না করেন।

৩. কৃপণ সচিব শাসন কাহিনী।

কিছুদিন যাবার পর ভোজরাজ দাতা রূপে প্রসিদ্ধি লাভ করলে গুণী ব্যক্তিরা রাজার সান্নিধ্যে আসায় অর্থ ব্যয় হতে থাকে। তখন প্রধান অমাত্য অর্থ ব্যয়ের অশুভ পরিণতি প্রসঙ্গ উত্থাপন করলে, মন্ত্রী (অমাত্য) পদচ্যুত হন এবং রাজা ঘোষণা করেন, অমাত্যদের মধ্যে দান বিরোধীদের হত্যা করা হবে। কেননা দাতাই লোকের প্রিয়।

৪. ভোজ ও কবির কাহিনী।

ভোজরাজার দানশীলতায় কলিঙ্গ দেশ থেকে এক কবি এসে, মাসাধিক কালেও রাজার দেখা পেলেননা। কবি দারিদ্র্যে পতিত এমন সময় রাজা মৃগয়ায় বের হলে- তাঁর সাক্ষাতে একলক্ষ মুদ্রা লাভ করলেন। এক কিরাত পুত্র গান গেয়ে পাঁচ লক্ষ মুদ্রা লাভে

Dhaka University Institutional Repository

কবি খেদ করলে পুনরায় তিনি একলক্ষ মুদ্রা পান। কিরাত পুত্রকে অর্থ দেয়ায় ব্রাহ্মণ কটাক্ষ করলে- শিল্প-কলা কুলীনতা নয় বলে জানান। এসংবাদে পাঁচ-ছয়জন কবি এসে উপস্থিত হলে রাজা দানে অপারগতা প্রকাশ করলেন। কলিঙ্গবাসী কবি রাজাকে কবিত্বে প্রীত করেন এবং সকলেই ধন লাভ করলেন। তখন ব্রাহ্মণ গোবিন্দ এসব কবিদের দেখে ক্রুদ্ধ হলে-রাজা তাকে অপসারণ করেন-কেননা ব্রাহ্মণ হয়েও মূর্খ তাকে নগর থেকে বিতাড়িত হতে হবে। ইতরজনও যদি বিদ্বান হয় সে রাজার সাহচর্য পাবে। এভাবে ধারানগর মূর্খ শূন্য হলো।

৫. ভোজ ও শঙ্কর কবির কাহিনী।

তারপর বিচক্ষণ সর্বজ্ঞ বররুচি, বাণ, শঙ্কর, ময়ূর, প্রমুখ পঁচিশজন বিদ্বান ভোজরাজের- রাজসভা অলংকৃত করেছিলেন। একদিন রাজা সভাসদ্ পরিবেষ্টিত থাকা অবস্থায় দ্বাররক্ষী আরেকজন বিদ্বানের আগমন বার্তা জানালে- রাজা তাঁকে আহবান করলেন। আগত ব্রাহ্মণ রাজার ''অভ্যুদয় হোক'' উচ্চারণ করলে- শঙ্কর কবির কাছে রাজা তার তাৎপর্য জানতে চাইলেন। শঙ্কর কবি জানালেন ভোজের যশ ত্রিভুবনকে শুভ্রকরে তুলবে। রাজা শঙ্কর কবিকে বারলক্ষ মুদ্রাদান করলেন। অন্যরা ভয়ে নিশ্চুপ রইলেন।

৬. ভোজ ও কালিদাসের কাহিনী।

ভোজরাজার অনুপস্থিতিতে রাজ সভায় কোলাহল সৃষ্টি হলে- অপূর্ব পরিপাটি বেশে সজ্জিত এক বিদ্বানের আবির্ভাব ঘটলো। তিনি তাঁর প্রীতিতে রাজ সভাস্থ সকলকে মুগ্ধ করলেন- এবং শঙ্কর কবিকে দিব্য শঙ্কর জ্ঞানে পূজা স্থলে অর্থ প্রদানের কথা তাদের জানালেন। ভোজরাজ তাঁর কথা জেনে রাজ সভায় এসে এ কবিকে আলিঙ্গন করলেন। এবং প্রাসাদাভ্যন্তরে নিয়ে উঁচু জানালায় বসলেন। রাজা কবির নাম কালিদাস জেনে তাঁর প্রতি নিবেদিত হলেন এবং আগত সন্ধ্যার বর্ণনা করতে বললেন। কালিদাসের সন্ধ্যার বর্ণনায় ভোজ ও কালিদাসের মধ্যে প্রণয় জন্মালো। কালিদাসের কামলিপ্সায় সকলে তাকে ঘৃণার চোখে দেখলে কালিদাস মহাদেবের-হরগৌরী প্রসঙ্গ এনে মর্তে মদনের প্রকোপ সম্পর্কে বর্ণনা করলে রাজা তুষ্ট হয়ে তার নামের প্রতিটি অক্ষরানুসারে লক্ষ মুদ্রা দান করলেন। কালিদাস স্বর্গবাসীরাও যে ভোজের প্রশংসা করে 'নারদ ও গোপালের' গল্পচ্ছলে তা রাজাকে জানালেন। ভোজ তাঁকে প্রতি অক্ষরে লক্ষ মুদ্রা দান করলেন।

৭. ভোজ ও অকবি পন্ডিত কাহিনী।

ভোজরাজের কবিতা প্রিয়তা জেনে কয়েকজন অকবি নগরের বাইরে বসে স্থূল চরণ সৃজন করলেন, কিন্তু উত্তরার্ধ করতে পারলেন না। এ সময়ে কালিদাসকে দেখে তারা

Dhaka University Institutional Repository

রাজা ভোজের দান পাবার জন্যে কালিদাসের শরণ নিলেন এবং কালিদাস তাদের কবিতায় উত্তরার্ধ রচনা করে দিলেন। অকবিবৃন্দ রাজ সমীপে উপস্থিত হয়ে কবিতা পাঠ করলেন। রাজা উত্তরার্ধ কবি কালিদাসের রচিত জেনে- বিপ্রদের বললেন 'যে মুখ থেকে শ্লোকের পূর্বার্ধ রচিত হয়েছে সে মুখ থেকে যেন আর কখনও কবিতা রচিত না হয়।' এই বলে উত্তরার্ধের জন্য প্রতি অক্ষর অনুসারে লক্ষ মুদ্রা দান করলেন- উত্তরার্ধ কালিদাসের রচনা কেননা 'ভাব বোধ ছাড়া কাব্য হয় না।'

৮. ভোজ লক্ষ্মীধর ও তন্তবায় কাহিনী।

একদিন লক্ষ্মীধর নামে এক কবি ভোজ রাজের সভায় উপস্থিত হয়ে রাজার প্রশস্তি পাঠ করলেন। সুদর্শন সেই অজ্ঞাত পরিচয় কবির বচনে রাজা ও রাজ সভা আনন্দিত হলো। রাজা তাঁকে লক্ষ মুদ্রা দান করলেন- তিনি সপরিবারে সেখানে বাসবাস করার বাসনা প্রকাশ করলেন- রাজা তাঁর বসবাসের ব্যবস্থার আদেশ দিলেন। নগরে এমন কোন মূর্খ ছিলেন না যাকে সরিয়ে তাঁকে গৃহ দেয়া যায়। অবশেষে এক তন্তবায়কে উৎপাটিত করার প্রয়াসে তন্তবায় রাজ প্রাসাদে এসে জানাল সে কবিতা লেখে, বস্ত্রবয়ন করে, যত্নকরলে তার কবিতা সুন্দরতর হতে পারে। রাজা তন্তবায়কে বিচার করতে বললে- সে রাজ সভায় কালিদাস ছাড়া অন্যদের কবি বলে স্বীকার করলোনা-এবং কবিতা বিচার করতে গিয়ে ''তুমি'' শব্দের- যথার্থ কাব্যিক প্রয়োগ ব্যাখ্যা করলে রাজা তাকে লক্ষ মুদ্রা ও অভয় দান করলেন।

৯. ভোজ ও দরিদ্রবাণের কাহিনী।

রাজসভাকবি বাণ দারিদ্র্যে পতিত হলেন। এসময়ে ভোজ রাজ একদা রাত্রিতে ছদ্মবেশে নগর ভ্রমণ কালে বাণের গৃহে তাঁর দারিদ্র্য জনিত বিলাপ শুনতে পেলেন। কিন্তু দারিদ্র্য পীড়িত হয়ে ও বাণ ভোজরাজের কাছে ভিক্ষা করতে অক্ষম। বাণের এ কথা শ্রবণে প্রভাতে তাঁর অভিলাষ পূর্ণ করার মনস্থ করলেন- কেননা যে ধন বা শক্তি, শোক-বিপদ থেকে রক্ষা করতে পারেনা তার প্রয়োজন নেই।

১০. ভোজ ও দুই চোরের কাহিনী।

একদা ভোজ নগর ভ্রমণ কালে শকুন্ত ও মরাল নামক দুই চোর দেখতে পেলেন। তারা বসে একে অপরে চুরি করে আনা ধন ভাগাভাগি নিয়ে কথা বলছিল। শকুন্ত তার চুরি করা ধন কোন ব্রাহ্মণকে দান করবে- যেন ব্রাহ্মণ আর কারো কাছে ভিক্ষা না করে। আর মরাল তার চুরি করা ধনে তার পিতাকে সপরিবারে কাশীধামে প্রেরণ করবে; যাতে সে মৃত্যুতে মোক্ষলাভ করতে পারে। ভোজ দুজনের কথা শুনে সন্তুষ্ট হলেন এবং ভাবলেন এরা চোর হলেও মন পবিত্র।

Dhaka University Institutional Repository

১১. ভোজ ও পিতা পুত্রের কাহিনী।

তারপর রাজা এক পিতা ও তার পুত্রের বাড়িতে গেলেন। পিতা পুত্রকে বলছেন, রাজা ও যাচক কবির মধ্যে কোন ফারাক নেই। রাজা একথা শুনে তাঁর সমস্ত অলঙ্কার তাঁকে দিয়ে ফিরে এসে কালিদাসকে একথা বলতে - কালিদাস উত্তর দিলেন- কবিদের মন হাঁস ও পাখিদের মতো চতুর্দশ ভুবন। রাজা তখন তাঁকে লক্ষ মুদ্রা দিলেন।

১২. ভোজ ও ক্রীড়া চন্দ্রের কাহিনী।

একদা ভোজ রাজার সভায় এক বিদ্বান উপস্থিত হয়ে নিজেই বসে পড়লেন। রাজা তাঁর নাম জানতে চাইলে তিনি চাতুর্য পূর্ণ বাক্যে তাঁর নাম ক্রীড়াচন্দ্র জানালেন। তখন কালিদাস তার দীনবেশের কারণ জানতে চাইলেন। ক্রীড়াচন্দ্র ময়ূর ও বররুচির প্রসঙ্গ টেনে জানালেন- যাদের ধন আছে তাঁরা দান করতে পারে না। রাজা ক্রীড়াচন্দ্রকে কুড়িটি হাতি- পাঁচটি গ্রাম ও লক্ষ মুদ্রা দান করলেন।

১৩. ভোজ ও রামেশ্বর পন্ডিতের কাহিনী।

একদিন রাজ সভায় রামেশ্বর নামক এক বৃদ্ধ কবি এলেন। তিনি রাজাকে জানালেন- রাজার ঐশ্বর্য দানেই শোভা মন্ডিত। রাজা তখন তাঁকে সমস্ত অলঙ্কার ও দুই লক্ষ মুদ্রা দান করলেন। রামেশ্বর তখন রাজার সুখ্যাতি করলেন- তাতে তুষ্ট হয়ে আরো লক্ষ মুদ্রা দিলেন। কালিদাস বললেন- যে দান করতে চায়না -কাব্য তাঁর মন স্পর্শ করেনা। রাজা প্রতি অক্ষরে পন্ডিতকে লক্ষ মুদ্রা দিলেন।

১৪. ভোজ ও কালিদাসের নির্বাসনের কাহিনী।

কালিদাসের বেশ্যাসক্তিতে ভোজরাজ দুঃখিত হলেন। সীতা গুণবানের কলঙ্ককে তুচ্ছ বলে জানালেন। রাজা সীতাকে লক্ষ মুদ্রা দান করলেও কালিদাসের প্রতি সন্তুষ্ট হতে পারলেন না। কালিদাস রাজা মনাকর্ষণের চেষ্টায় ব্যর্থ হয়ে ব্যথিত চিত্তে ফিরে গেলেন। রাজাকে বিমর্ষ দেখে লীলাবতী রাজার দুঃখের হেতু জেনে- কালিদাসকে সরস্বতীর কোন এক অবতার রূপে বর্ণনা করলেন। কালিদাস রাজ সভাতে অনুপস্থিত দেখে তাঁকে ডেকে আনতে লোক পাঠালেন। অপমানিত কালিদাস- রাজার খল পারিষদদের সাহচর্যে তবুও সভায় এলেন। রাজা তাঁকে সম্ভাষণ জ্ঞাপন করলেন এবং সিংহাসনে বসালেন। তখন কবিগণ জানালেন- কালিদাসকে সম্মানিত করে রাজা বিদ্বানদের বিরূপ হয়েছেন। বিদ্বানদের সাথে শত্রুতার অনল জ্বলে উঠলো। বিদ্বানদের কাছ থেকে উৎকোচ পেয়ে তাম্বুল বাহিনী দাসী নিদ্রামগ্ন রাজাকে জানালেন- দাসীবেশে কালিদাস অন্তঃপুরে প্রবেশ করে লীলাদেবীর সাথে রমণ করেছেন। পরের দিন রাজা লীলাবতীর সামনে কালিদাসের সাথে বাক্যালাপে নিশ্চিত হলেন স্ত্রী চরিত্র অজ্ঞাত। এবং

Dhaka University Institutional Repository

কালিদাসকে নির্বাসন দিলে কালিদাস বিলাসবতী নামক বেশ্যার গৃহে দিনাতিপাত করলেন।

১৫. ভোজ ও কবি মণ্ডলীর সমস্যা পূরণ কাহিনী।

কালিদাস নির্বাসিত হলে লীলাবতী তার কারণ জানতে চাইলেন। রাজা জানালেন, তাকে কেউ জানিয়েছে কালিদাস রাণীর সাথে রমণ করেছে। ব্রাহ্মণ হত্যা না করে নির্বাসন দিয়েছেন- আর দাক্ষিণ্য বশতঃ রাণীকে হত্যা করবেন না। রাণী ভোজের প্রতি নিবিষ্ঠা সতী বলে দাবি করলে- তাঁর সতীত্ব পরীক্ষার ব্যবস্থা হলো- রাণী সে পরীক্ষায় উত্তীর্ণা হলে রাজা তাঁর কৃৎকর্মে লজ্জিত হলেন এবং আত্মদহনে সংজ্ঞাহীন হলেন। তারপর লীলাবতীর শুশ্রূষায় সুস্থ হয়ে কালিদাসের বিরহ অনুভব করলেন। এভাবে কিছুদিন যাবার পর লীলাবতীর মুখচন্দ্র অবলোকন করে- মুখচন্দ্রের সাদৃশ্য অল্প পরিমাণে অনুসরণ করেছে চন্দ্র- এই সমস্যাটি সভাকবিদের পূরণ করতে দিলেন। সভা কবিরা অসমর্থ হয়ে বাণকে প্রেরণ করলেন এবং আটদিন সময় চেয়ে নিলেন। আটদিনে না পারলে তারা দেশান্তরী হবেন বলে - রাজাদেশ এনেও যখন পারলেন না, তখন অষ্টমদিন রাতে গরুর গাড়ীতে মালপত্র নিয়ে বাণ, ময়ূর প্রমুখ কবিসহ বিদ্বানবর্গ পলায়ন করলেন। বিলাসবতীর উদ্যানে কালিদাস বিষয়টি বুঝতে পেরে চারণের বেশে তাঁদের সামনে গিয়ে সমস্যাটি জানলেন এবং এর গূঢ়ার্থ প্রতিপদ তিথিতে চাঁদের অল্পাকৃতি বলে উত্তরার্ধ পূরণ করে দিলেন। কবিরা সবাই ফিরে এসে পরদিন রাজসভায় তা বর্ণনা করলেন। রাজা অর্থ পেলেন এবং কালিদাস যে -একদিনের দূরত্বে আছেন, তা বুঝতে পেরে কবিদের পণের লক্ষ মুদ্রা দিয়ে গৃহে পাঠিয়ে দিলেন।

১৬. ভোজ কর্তৃক কালিদাসের প্রত্যানয়ন কাহিনী।

বিদ্বানদের সমস্তধন বাণ একা নিয়ে গেলে, অন্যান্য পন্ডিতেরা রাজার কাছে গিয়ে বাণের এই অন্যায়কে জানালেন। রাজা জানতে চাইলেন- কীভাবে সমস্যা পূরণ হলো। তখন তাঁরা চারণের ঘটনা বর্ণনা করলেন। রাজা ঘোড়ার পিঠে চড়ে সে স্থানে গেলে পদচিহ্ন বিশারদদের দিয়ে তার অন্বেষণ শুরু করলেন। এমন সময় বিলাসবতীর এক দাসী একটি ছিন্ন পাদুকা সারাবার জন্যে মুচির কাছে নিয়ে যাবার সময় তারা সেটা নিয়ে চারণের পদচিহ্নর সাথে মিলিয়ে দেখলেন এবং দাসীকে অনুসরণ করে বেশ্যাবাড়ি ঘিরে ফেললেন। ভোজ রাজ সবকিছু জেনে পায়ে হেটে বেশ্যালয়ে এলেন এবং কালিদাসকে দেখে আনন্দের সাথে আলিঙ্গন করলেন। অতঃপর বিলাসবতীকে ধন্যবাদ জানিয়ে কালিদাসকে ঘোড়ার পিঠে বসিয়ে রাজ সভায় ফিরিয়ে নিয়ে এলেন। কিছুকাল পরে সন্ধ্যায় সূর্যাস্ত দেখে রাজা বলেলন, 'সূর্য সমুদ্রে পতিত হচ্ছে''- বাণ,

Dhaka University Institutional Repository

মহেশ্বর কবিরা এক একটি চরণ বলেলেন; কিন্তু কালিদাস বললেন- 'যুবতীদের মধ্যে মদন আবির্ভূত হচ্ছে!' রাজা প্রীত হয়ে সকলকে এক লক্ষ মুদ্রা দিলেন।

১৭. ভোজ ও চর্মকমন্ডলুধারী বিপ্রের কাহিনী।

ভোজরাজ চর্মকমন্ডলুধারী এক দরিদ্রব্রাহ্মণকে দেখে জিজ্ঞেস করলেন- কমন্ডলুচর্মের কেন? তিনি উত্তরে বলেলেন- ভোজরাজ শত্রু বন্ধনের জন্য শৃঙ্খল ও ভূমিদানের দানপত্র করতে সমুদয় লোহা ও তামা নিঃশ্বেষ হওয়ার জন্য। রাজা সন্তুষ্ট হয়ে তাঁকে মুদ্রা দান করলেন।

১৮. ভোজ ও সকুটুম্ব পন্ডিত বিপ্রের কাহিনী।

কোন এক সময়ে দূরদেশ থেকে এক পন্ডিত সপরিবারে ভোজ রাজার কাছে এলেন। এমন সময়ে সিংহল রাজ পঁচিশটি হাতি ও ষোলটি মহামণি রাজাকে প্রেরণ করলেন। তখন সেই অসহায় পন্ডিত পরিবারকে দেখে টোল পন্ডিত নিজেকে গর্বিত মনে করলে রাজা তাঁকে তাড়িয়ে দিলেন। সে সময়ে কাশী থেকে এক পন্ডিত এলেন- রাজা তাঁর প্রতি তুষ্ট হয়ে এবং এক ব্রাহ্মণ পুত্রের অবদানে তুষ্ট হয়ে তাঁদের হাতি দান করলেন। এ সময় পন্ডিত পরিবার রাজার সম্মুখে উপস্থিত হয়ে এক একটি কাহিনীর মাধ্যমে তাঁরা তাঁদের বক্তব্য, মহান ব্যক্তিদের কাজের সাফল্য তাঁদের উদ্যমে প্রতিষ্ঠিত করলে- রাজা, ব্রাহ্মণ, তাঁর পত্নী, পুত্র এবং পুত্রবধূ সকলকে হাতি, ঐশ্বর্য, বহুমূল্য রত্নরাজি দান করলেন।

১৯. ভোজ ও কবি সীমন্ত কাহিনী।

সীমন্ত নামক এক কবি সূর্যের সাথে ভোজ রাজের গুণের তুলনা করেছিলেন। এমন সময় এক সুবর্ণকার রাজাকে একটি সুবর্ণ পাত্র উপহার দিলে- রাজা পাত্রটির প্রশংসা শ্রবণে আগ্রহ প্রকাশ করলে- কবি সীমন্ত জানালেন, রাজার প্রতাপে অভিভূত হয়ে সূর্য পাত্র স্বরূপে রাজার সেবা করছে। রাজা ঐ পাত্রটি মুক্তা ভরে তাঁকে দিলেন।

২০. ভোজ ও ব্রাহ্মণের কাহিনী।

একদা রাজা ভোজ মৃগয়ায় বনে গেলেন এবং এক ব্রাহ্মণ কবিকে দেখতে পেলেন। ব্রাহ্মণ ধারানগরীতে ভোজ রাজের কাছে ধন পাবার জন্য এসেছেন। ভোজ তাঁকে কবিতা শোনাতে বললেন। তিনি প্রথমে রাজী না হলে ও পরে সম্মত হলেন এবং ধান গাছের বর্ণনা শোনালেন। রাজা তাঁর সমস্ত অলঙ্কার ব্রাহ্মণ কে দান করলেন।

২১. ভোজ ও কুম্ভকারে কাহিনী।

কোন এক সময়ে এক কুম্ভকারের স্ত্রী ভোজরাজের সাথে দেখা করতে এলেন- তাঁর বক্তব্য রাজাকে ছাড়া অন্য কাউকে বলবেন না। রাজার সামনে এসে বললেন- তাঁর

Dhaka University Institutional Repository

স্বামী মাটি খুড়তে গিয়ে ধন রত্নের সন্ধান পেয়ে রাজাকে খবর দিতে বলেছে। রাজা সেখানে গিয়ে রত্নরাজি এনে কুম্ভকারকে জিজ্ঞেস করলেন একী? কুম্ভকার বলেলেন- শশধর রূপ রাজাকে ভূতলে অবতীর্ণ হতে দেখে, নক্ষত্র সমূহ রত্ন রূপে এসে হাজির হয়েছে। রাজা সন্তুষ্ট হয়ে সব রত্ন তাঁকে দিয়ে দিলেন।

২২. ভোজ ও বৈশ্যের কাহিনী।

রত্রিকালে একাকী নগর ভ্রমণকালে এক বৈশ্যের গৃহে রাজা শুনতে পেলেন- বৈশ্য তাঁর স্ত্রীকে বলছেন- রাজা ভোজ যতই দান করুন- তিনি বিক্রমার্কের খ্যাতি লাভ করতে পারবেন না। ময়ূর প্রভৃতি কবিরা যতই রাজার স্তুতি করুক- ভোজ বিক্রমার্কের তুল্য নয়। আরও শুনলেন- বিক্রমার্ক শত্রুমিত্র নির্বিশেষে দান করেন- তার বর্ণনা করা যায় না। সে মহিমা ভোজ রাজ কোথায় পাবে। রাজা ভাবলেন সবাই নিজ গৃহে সত্য নির্ভয়ে বলে থাকে। ভোজ কোনদিনই বিক্রমার্কের খ্যাতি লাভ করতে পারবে না।

২৩. ভোজ ও কবিবরের কাহিনী।

এককবি ভোজের রাজ সভায় এসে শ্লোক পাঠ করলেন। যার মর্মার্থ- পৃথিবীতে ভোজ তুল্য রাজা আর নেই। ভোজ তাঁকে লক্ষ মুদ্রা ও দেহের অলঙ্কার দান করলেন।

২৪. ভোজ ও ব্যাধ বধূর কাহিনী।

ভোজরাজ ক্রীড়োদ্যানে এক ব্যাধ বধূকে দেখে, শ্লোকের মাধ্যমে তাঁর হাতের বস্তু সম্পর্কে জানতে চাইলে, বধূটি জানালো- মাংস। তখন আবার রাজা জন্তুটি ক্ষীণ কেন জানতে চাইলে, বধূ জানালো- নদীতটে স্ত্রীদের গান শুনে হরিণেরা তৃণ ভক্ষণ করেনা। তাই মাংস দুর্লভ। রাজা তাঁকে লক্ষ মুদ্রা দান করলেন।

২৫. ভোজ ও মার্গস্থ পন্ডিতের কাহিনী।

তারপর রাজা ফিরে এসে জানালায় বসলে, এক পন্ডিত রাজপথে দাঁড়িয়ে ভোজের প্রশস্তি করলেন । ভোজরাজ তাঁকে কতকগুলো হাতি দান করলেন ।

২৬. ভোজ ও দারুশীর্ষব্রাহ্মণের কাহিনী।

ভোজ রাজ মৃগয়াকালে মাথায় কাঠের বোঝা নিয়ে এক ব্রাহ্মণকে নদীপার হতে দেখলেন এবং জলের পরিমাণ জানতে চাইলেন। ব্রাহ্মণ বললেন, হাঁটু পরিমাণ। ব্রাহ্মণের দুরবস্থার কথা জানতে চাইলে তিনি রাজা ভোজকে বললেন সবাই তাঁর মত নয়। তখন ভোজ তাঁকে এক লক্ষ মুদ্রার জন্য কোষাধ্যক্ষের নিকট প্রেরণ করলে, কোষাধ্যক্ষ তাঁকে দেখে হাসলেন এবং ফিরিয়ে দিলেন। এভাবে তিনবার ফিরিয়ে দিলে- অবশেষে রাজা নিজের দেহরক্ষীকে সাথে পাঠালেন।

Dhaka University Institutional Repository

এবং হাঁটু পরিমাণ এই বাক্যে তুষ্ট হয়ে রাজা ব্রাহ্মণ কে তিন লক্ষ মুদ্রা ও একটি হাতি দান করলেন।

২৭. ভোজ রাজ ও শুকদেব কবির কাহিনী।

সিংহাসনস্থিত ভোজ রাজাকে শুকদেব নামক এক কবির আগমন বার্তা জানানো হলো। রাজা বাণের কাছে শুকদেবের পরিচয় জানতে চাইলেন- বাণ কালিদাস জানেন বলে জানালেন। কালিদাস শুকদেবকে ও ভবভূতিকে সুকবি বলে আখ্যায়িত করে বাল্মীকিকে তৃতীয় কবি হিসাবে বর্ণনা করলেন। শুকদেব সভায় এলে সকলে তাঁকে সম্মান জানালেন- এবং শুকদেব রাজার প্রশংসা করে ভোজের প্রতাপের ভয়ে সূর্যও বন্ধু হয়েছে এই শ্লোকটি পাঠ করলেন। ভোজ সন্তুষ্ট হয়ে মণি মাণিক্য পূর্ণ স্বর্ণ কলস ও চারশ হাতি দান করলেন। শুকদেব দান ও দানপত্রসহ স্বদেশে ফিরে যাবার সংবাদে সবাই সন্তুষ্ট হলো।

২৮. ভোজ ও বাসুদেবের কাহিনী।

বর্ষাকালে বাসুদেব নামক এক কবি রাজার কাছে এলেন। তাঁকে মেঘের বর্ণনা করতে বলা হলো। কবির মেঘের বর্ণনায় সন্তুষ্ট হয়ে রাজা লক্ষ মুদ্রা দান করলেন।

২৯. ভোজ ও মুখ্যামাত্যের কাহিনী।

কোন এক সময়ে প্রধান অমাত্য রাজার নিরন্তর দানে তাঁকে কিছু বলতে না পেরে তাঁর শয়ন কক্ষে দেয়ালে লিখে রাখলেন- বিপদের দিনের জন্য ধন সঞ্চয় করে রাখা উচিত। রাজা তার সাথে যোগ করলেন- লক্ষ্মীবানের বিপদ কোথায়? অমাত্য যুক্ত করলেন- লক্ষ্মী যদি চলে যায়- রাজা লিখলেন, সঞ্চিত ধন চলে যাবে। অমাত্য কৃত অপরাধের জন্য ক্ষমা ভিক্ষা করলেন।

৩০. ভোজ, চোর ও ব্রাহ্মণের কাহিনী।

একদিন এক চোর রাজা নিদ্রিত ভেবে সিঁদ কেটে কোষাগারে গিয়ে ধনরত্ন চুরি করার পর তার মনে বৈরাগ্য দেখা দিল। এমন সময় রাজা জেগে বিছানায় বসে তার সকল ঐশ্বর্য আছে এমন তিনটি চরণ উচ্চারণ করলেন- চতুর্থ চরণ চোর পূর্ণ করলো- চোখ বুজলে আর কিছু থাকে না। রাজা চোরকে তাঁর বীর বলয় দান করলেন। চোর-সেই বীর বলয়টি এক ব্রাহ্মণকে দান করলে, ব্রাহ্মণ তা বিক্রি করে বহুমূল্য পোষাক, পরিচ্ছদ ক্রয় করলেন। রাজ কর্মচারীরা তাকে চোর বলে রাজার কাছে নিয়ে এলে ব্রাহ্মণ তার দারিদ্র্যের শুষ্কতায় অকাল বর্ষণ রূপ চোরের ঘটনা বর্ণনা করায়, রাজা তাকে লক্ষ মুদ্রা দিলেন।

Dhaka University Institutional Repository

৩১. ভোজ ও কবিবিষ্ণুর কাহিনী।

কোন এক সময়ে কবি বিষ্ণুনামে এক দরিদ্র কবি রাজার কাছে এসে তাঁর প্রশস্তি উচারণ করলেন। রাজা তাঁকে কি দেবেন ভাবছেন- এমন সময় সোমনাথ কবি তাঁর দারিদ্র্য নিয়ে উপহাস করলেন। পণ্ডিত মণ্ডলী কবি সোমনাথের একাজকে গর্হিত বললেন। কবি বিষ্ণু রিক্ত হস্তেই বিদায় নিলেন। রাজা মৃগয়ায় বেরিয়ে কবি বিষ্ণুকে সম্পদ নিয়ে যেতে দেখে- তা সমস্ত সোমনাথ কবি দিয়েছেন বলে জানালেন। রাজা কবি বিষ্ণুকে লক্ষ মুদ্রা দিলেন। কবি বিষ্ণু রাজার ও সোমনাথের দেয়া উপহারে তুষ্ট হয়ে ফিরে গেলেন।

৩২. ভোজ ও শ্রীপতির কাহিনী।

একদিন এক ভৃত্য এসে রাজাকে জানালো, রাজকোষ শূন্য' সব ধন কবিদের দান করা হয়ে গেছে। অমাত্য আর কোন কবিকে -রাজার কাছে আসতে দেবেন না। তখন শ্রীপতি নামে এক কবি এলেন এবং রাজার কাছে রাজার প্রশস্তি করলেন। রাজা তখন তাঁর নিজের অঙ্গের সব অলঙ্কার দান করলেন।

৩৩. ভোজ ও মুচুকুন্দের কাহিনী।

তারপর রাজা কোষাধ্যক্ষকে ডেকে রাজামুঞ্জ ও তাঁর পূর্ব পুরুষের সঞ্চিত ধনরত্নের কথা বললেন। সে সময়ে কাশ্মীর থেকে মুচুকুন্দ নামে এক কবি এসে রাজার প্রশস্তি করলেন- রাজা তাঁকে একশটি ঘোড়া ও লক্ষ মুদ্রা দান করলেন। অতঃপর অন্তপুরে রাজার দাসী রাজার রূপের যে বর্ণনা করলো- রাজা তাঁকেও লক্ষ মুদ্রা দান করলেন।

৩৪. ভোজ ও গোপালের কাহিনী।।

একদিন গোপাল নামে এক কবি রাজ সভায় এসে রাজার প্রশস্তি করলেন। কিন্তু রাজা তাঁকে কিছু দান না করে কর্মচারীদের সাথে আলাপ করতে লাগলেন। কবি ভাবলেন রাজা তাঁর কথা শুনতে পাননি। তখন গোপাল আবার প্রশংসা স্তুতি করলেন। রাজা কবির মনের কথা বুঝতে পেরে দরিদ্র কবিকে মণি, ঘোড়া ও হাতি দান করলেন।

৩৫. ভোজ, ভাস্কর ও শাকল্যের কাহিনী।

এক সময় ভোজ ধারানগরীতে ভ্রমণ করতে গিয়ে এক শিব মন্দিরে দু'জনকে ঘুমন্ত দেখলেন। তাদের মধ্যে একজনের নিদ্রা ভঙ্গ হলে- তিনি শায়িত অপর জনের পরিচয় জানতে চাইলে- তরুণ জানালো, তাঁর নাম ভাস্কর। প্রভাসতীর্থে তার বাস। দারিদ্র্য হেতু তাঁর সন্তান সন্ততি এবং স্ত্রী নিদারুণ কষ্টে আছে। ভোজের কাছে- ভিক্ষা করতে এসেছেন। প্রথম ব্যক্তি জানালো- সে একশিলা নগরবাসী শাকল্য। ভোজের কাছে ধন প্রাপ্তির আশায় এসেছেন। রাজা- তাঁদের আলাপচারিতা শ্রবণে ভাস্করকে স্বীয় অলঙ্কার দান করলেন এবং শাকল্যকে লক্ষ মুদ্রা দান করলেন।

Dhaka University Institutional Repository

৩৬. ভোজ ও গালবের কাহিনী।

একদা মৃগয়া কালে রাজার সামনে বাণবিদ্ধ এক হরিণী এসে হাজির হলে গালব নামে এক কবি অর্থের আশায় বললেন, শ্রী ভোজের শরাঘাতে হরিণী একটুও বিচলিত হয়নি। কারণ ভোজ-কাম ও তার দয়িতকে বশীভূত করবেন । ভোজ তাঁকে তিন লক্ষ মুদ্রা দিলেন ।

৩৭. ভোজ ও বিদুষীর সংবাদ।

ভোজ সিংহাসনে বসেছিলেন, এমন সময় এক বৃদ্ধা বিদুষী ব্রাহ্মণী এসে রাজাকে ভোজের প্রতাপের সুখ্যাতি করলেন । ভোজ তাঁকে রত্ন পূর্ণ কলস দিলে, ভাণ্ডারিক লিখলেন — প্রতাপের স্তুতিতে তুষ্ট হয়ে ভোজ সুবর্ণ খচিত কলস দান করলেন ।

৩৮. ভোজ ও চোরের কাহিনী।

দূরদেশ আগত এক চোর রাজাকে বললেন সিংহল দেশে চামুণ্ডার মন্দিরে এক রাজকন্যা ভোজের গুণ কীর্তন শুনে একটি চন্দন খণ্ড তাকে দিয়েছে । চোর সেই সুগন্ধি রাজাকে দিলেন । কবি দামোদর রাজাকে চন্দন তরু বলে আখ্যায়িত করে তাঁর গুণ কীর্তন করলে রাজা তাঁকে লক্ষ মূদ্রা দিলেন ।

৩৯. ভোজ ও সূত্রধার পত্নীর কাহিনী।

এক সূত্রধার পত্নী এসে রাজার দানশীলতায় দৈত্যরাজ বলি ও স্বর্গস্থিত কল্পবৃক্ষকে অতিক্রম করেছেন এমন শ্লোক পাঠ করলে- রাজা প্রতিঅক্ষরে তাঁকে লক্ষ মূদ্রা দান করলেন ।

৪০. ভোজ ও মল্লিনাথের কাহিনী।

এক সময়ে মৃগয়াতে ক্লান্ত ভোজরাজ একটি আমগাছের তলে বসলেন। মল্লিনাথ নামে এক কবি আম্রবৃক্ষের মাহাত্য বর্ণনা করলে রাজা তাঁকে নিজের বলয় দান করলেন ।

৪১. ভোজ .ও মন্ত্রবিদ ব্রাহ্মণের কাহিনী।

ভোজরাজার সভায় কাশ্মীর থেকে এক মন্ত্রবিদ ব্রাহ্মণ এলেন। তিনি রাজাকে জানালেন, মন্ত্রের শক্তিতে সরস্বতীর অপ্রতিহত বিদ্যার অধিকারী হওয়া যায়। রাজা তখন এক দাসীর মাথায় ব্রাহ্মণকে হাত রাখতে বলেন। ব্রাহ্মণ দাসীর মাথায় হাত রাখলে- দাসী রাজাকে বলল যে, সে সমস্ত শাস্ত্রকে হাতে রাখা আমলকী ফলের মত দেখতে পাচ্ছে। তার পর রাজা তাঁর সামনে খড়্গ দেখে খড়্গটি বর্ণনা করতে বললেন- দাসী খড়্গের অগ্রভাগের ধার রাজার শত্রু পত্নীদের অশ্রু বর্ষণ ঘটায় এরূপ বর্ণনা করলে- রাজা তাঁকে বহু মূল্য রত্ন- কমল দান করলেন।

Dhaka University Institutional Repository

৪২.ভোজ ও পাঁচ কবির কাহিনী।

সে সময় পাঁচজন কবি এসে উপস্থিত হলেন। তাঁদের দেখে রাজার মুখ ঈষৎ বিবর্ণ হলে মহেশ্বর কবি রাজাকে সদ্ বৃক্ষের সাথে তুলনা করলেন। রাজা তাঁকে লক্ষ মুদ্রা দিলেন। অন্যান্য ব্রাহ্মণেরা রাজাকে আশীর্বাদ করে উপবেশন করলেন- প্রথমজন রাজার স্তুতি পাঠ করলে-রাজা তাঁকে একশটি ঘোড়া দান করলেন। তখন ভাণ্ডারিক লিখলেন- ক্রীড়োদ্যানে রাজা মনের মতো অতিবেগবান একশটি অশ্ব আমগাছের নিচে কামদেব নামক কবিকে দান করলেন।

৪৩. বিক্রমার্ক প্রসঙ্গে ভোজ ও মুখ্যামাত্যের কাহিনী।

কোন এক সময়ে ভোজ ভাবলেন তিনিই শ্রেষ্ঠ দানশীল। তখন প্রধান অমাত্য বিক্রমার্কের দানশীলতার কথা রাজাকে জানালেন। তিনি পিপাসিত হয়ে পানীয় প্রার্থনায়- স্তুতি পাঠক প্রার্থনার প্রশংসা করলে- বিক্রমার্ক তাঁর অমূল্য রত্ন, অযুত সংখ্যক হাতি, ঘোড়া পাণ্ড্যদেশের অধিপতির কাছ থেকে যৌতুক স্বরূপ পাওয়া বেশ্যা পর্যন্ত দান করলেন। তখন ভোজ প্রথম এই বিক্রমার্কের চরিত্র জেনে নিজের গর্বত্যাগ করলেন।

৪৪. ভোজ ও দরিদ্রব্রাহ্মণের কাহিনী।

কোন এক সময়ে ধারা নগরীতে রাত্রিতে ভ্রমণ করতে করতে ধারাধিপতি ভোজ একটি মন্দিরে শীতার্ত ব্রাহ্মণকে দেখলেন। শীতের কষ্টে ব্রাহ্মণের উচ্চারিত শ্লোক শুনে রাজা গতরাতের শীত কী ভাবে সহ্য করেছিল-জানতে চাইলে, ব্রাহ্মণ তা জানালে- রাজা তিনটি সোনার কলস তাঁকে দিলেন। তারপর ব্রাহ্মণ রাজার স্তুতি করলে- রাজা লক্ষ মুদ্রা দান করলেন।

৪৫. ভোজ ও কবি ময়ূরের কাহিনী।

কোন এক সময় ক্রীড়োদ্যানে ভোজের সামনে ক্রীড়োদ্যান রক্ষক একটি আখ (ইক্ষু) রাখলে কবি ময়ূর তাঁর প্রতি রাজার বিরক্তি জেনেও আখের বর্ণনা করলেন- ‘ আখ তুমি রসপূর্ণ কিন্তু তোমার সেবা করলে তুমি নীরস হয়ে যাও’। রাজা কবি ময়ূরের মনোভাব বুঝতে পেরে তাঁকে সম্মানিত করলেন।

৪৬. ভোজ ও তস্করের কাহিনী।

একদিন রাতে ভোজ ছাদে বসে চাঁদ দেখে চিন্তা মগ্ন হলে- প্রাসাদের ভেতর থেকে কোন একজন চাঁদ সম্পর্কে একটি শ্লোক বললে- রাজা কোষগৃহে কে জানতে চাইলেন। চোর আত্মপরিচয় দিল। রাজা সন্তুষ্ট হয়ে তাকে দশ কোটি সুবর্ণ মুদ্রা ও আটটি মত্ত হাতি দান করলে- কোষাধ্যক্ষ ধর্মপত্রে (ধর্মার্থে যে দান করা হয় তার প্রমাণ সূচক পত্রে) রাজার এই অমূল্য দানের কথা লিখে রাখলেন।

Dhaka University Institutional Repository

৪৭. ভোজ ও অতি দরিদ্র পন্ডিতের কাহিনী।

কোন এক সময়ে এক দরিদ্র কবি ভোজের সভায় এসে কাঁদতে লাগলেন। রাজা তাঁর কান্নার কারণ জানতে চাইলে- কবি তাঁর দারিদ্র্যের দুঃসহ বর্ণনা দিলে রাজা তাঁকে অক্ষর প্রতি লক্ষ মুদ্রা দিয়ে দ্রুত গৃহে পাঠিয়ে দিলেন।

৪৮. ভোজ ও কবি শান্তবদেবের কাহিনী।

এক সময়ে ভোজ মৃগয়ায় পরিশ্রান্ত হয়ে এক বিশাল বৃক্ষের ছায়ায় বসলে- শান্তবদেব নামক এক কবি রাজাকে বৃক্ষের সাথে তুলনা করলেন- এবং তার মাহাত্য বর্ণনা করলেন। তারপর রাজার গুণগ্রাহিতার কথা বললে- রাজা তাঁর দুটি শ্লোকে সন্তুষ্ট হয়ে তাঁকে প্রতি অক্ষরে লক্ষ মুদ্রা দান করলেন।

৪৯. ভোজ ও শৈবব্রাহ্মণের কাহিনী।

অন্য একদিন ভোজরাজ মহেশ্বরকে প্রণাম করতে শিব মন্দিরে গেলে এক ব্রাহ্মণ শিবের সামনে রাজাকে বললেন, বিষ্ণু, গৌরী, গঙ্গা সবাই মিলে শিবজ্ঞানে ভোজকে আশ্রয় করেছেন- রাজা প্রতি অক্ষর অনুসারে তাঁকে একলক্ষ মুদ্রা দিলেন।

৫০. ভোজ ও ধর্মদত্তের কাহিনী।

একদিন ধর্মদত্ত নামে এক কবি এসে ভোজের অনুরাগীকে দারিদ্র্য অবিলম্বে ত্যাগ করে এমন একটি শ্লোক পড়লেন। রাজা তাঁকে লক্ষ মুদ্রা দিলেন। ধর্মদত্ত তখন- কাব্য বিশ্লেষণ মূলক আর একটি শ্লোক পাঠ করলেন। বাণ তখন কাব্য আস্বাদনের অনির্বচনীয় এক অসীম ও অপূর্ব আনন্দ স্ফুরিত হয় তা বিশ্লেষণ করলেন। রাজা তাঁকে লক্ষ মুদ্রা দান করলেন।

৫১. ভোজ ও ভবভূতির কাহিনী।

একদিন বারাণসী থেকে ভবভূতি নামে এক কবি রাজ সভায় উপস্থিত হলে রাজা তাঁকে অভ্যর্থনা জানালেন। কিন্তু ভবভূতি রাজ সভায় অন্যান্য কবিদের অবস্থান দেখে নিজের ক্ষুদ্রতাকে প্রকাশ করলেন। তখন উপস্থিত বাণ প্রমুখ কবিবৃন্দ ভবভূতির এই দীনতা প্রকাশকে নিন্দা করলে- ভবভূতি তা সহ্য করতে না পেরে কয়েকটি শ্লোক রচনা করলেন। কালিদাস ভবভূতির প্রশংসা করে তাঁকে মহাকবি বলে স্বীকার করলেন। তখন ভোজ তাঁদের দুজনকে সুরত ক্রীড়ার অবসান বর্ণনা করতে বললেন। তখন কালিদাস ও ভবভূতি দুজনই শ্লোক রচনা করলে, ভোজ কালিদাসের প্রশংসা করলে- ভবভূতি কালিদাসের কবিতার উৎকর্ষ (কাব্যিক উৎকর্ষ) জানতে চাইলে রাজা কালিদাসের শ্লোকের উৎকর্ষ বিশ্লেষণ করলেন- কালিদাস রাজার এই বিচারে প্রশংসিত হলে- ভবভূতি কালিদাসের পায়ে পতিত হলেন এবং রাজাকে বিশেষজ্ঞ বলে জানালেন। রাজা ভবভূতিকে একশটি হাতি দান করলেন।

Dhaka University Institutional Repository

৫২. ভোজ ও স্বৈরিণীর কাহিনী।

একদিন ধারানগরীতে ভোজ নৈশ ভ্রমণ কালে এক গণিকাকে অভিসারে যেতে দেখে সে কোথায় যায় জানতে চাইলে- চতুর গণিকা রাজার চেয়েও মদনাকর্ষণ তীব্র বলে জানালে রাজা তাঁর বাহুদণ্ড থেকে বলয় ও অঙ্গদ খুলে দিলেন। স্বৈরিণীও যথাস্থানে চলে গেল।

৫৩. ভোজ ও বৃদ্ধার কাহিনী।

তারপর ভোজ ভ্রমণ কালে এক বৃদ্ধার ক্রন্দন শুনতে পেয়ে তাঁর সঙ্গীকে জানতে পাঠালেন। সে এসে বৃদ্ধার দারিদ্র্য ও পারিবারিক দুঃখের কাহিনী জানালে করুণার সাগর ভোজ বৃদ্ধাকে লক্ষ মুদ্রা দিলেন।

৫৪. ভোজ ও কোঙ্কন দেশবাসী ব্রাহ্মণের কাহিনী।

অন্য একদিন কোঙ্কন দেশী এক ব্রাহ্মণ এসে ভোজের প্রশস্তি করলে, রাজা তাঁকে একলক্ষ মুদ্রা দান করলেন।

৫৫. ভোজ ও কাশ্মীর দেশীয় ব্রাহ্মণের কাহিনী।

এক সময়ে কাশ্মীর দেশীয় এক কৌপীনধারী ব্রাহ্মণ এসে রাজাকে জানালো, রাজ সভার কবিদের মত তাঁর জৌলুস নেই- কেবল বাক্ বিন্যাস কৌশল জানা আছে- রাজা তাঁকে এক লক্ষ মুদ্রা দিলেন।

৫৬. ভোজ ও কালিদাসের চন্দ্রকলঙ্ক বর্ণনার কাহিনী।

কোন এক সময় রাত্রিকালে চাঁদ দেখে ভোজ চাঁদের কলঙ্ক বর্ণনা করে একটি শ্লোকের পূর্বার্ধ লিখে কালিদাসকে দিলেন। সেই মুহূর্তে কালিদাস চাঁদের কলঙ্ককে বর্ণনা করে উত্তরার্ধ রচনা করলে- রাজা তাঁকে অক্ষর প্রতি লক্ষ মুদ্রা দান করলেন এবং কালিদাসের কবিত্ব শক্তিতে অভিভূত হয়ে অকলঙ্ক চাঁদের বর্ণনা করতে বললেন। কালিদাসের কলঙ্কহীন বর্ণনায় রাজা ভোজ প্রীত হয়ে অক্ষর প্রতি লক্ষ মুদ্রা দিলেন।

৫৭. ভোজ ও বীণাবাদনরত কবির কাহিনী।

এক সময় দূর দেশ থেক এক বীণাবাদক কবি ভোজের সভায় এসে বললেন- তিনি শাস্ত্র বিশারদ নন। তিনি চাতুর্য পূর্ণ কাব্য রচনা করতে পারেননা- কিন্তু তাঁর বীণা যন্ত্রে মধুর অস্ফুট কবিতার ধ্বনি হয়। রাজা তাঁকে প্রতি অক্ষর অনুসারে লক্ষ মুদ্রা দিলেন। কবি বাণ তাঁর সুললিত রচনা শুনে বীণাবাদনরত কবির ভূয়সী প্রশংসা করলেন।

৫৮.ভোজ, সীতাদেবী ও কালিদাসের কাহিনী।

অন্য এক সময়ে প্রভাত কালে রাজা সীতাদেবীকে প্রভাতের বর্ণনা করতে বললেন- সীতা দেবী নির্মল প্রভাতের বর্ণনা করলে রাজা তাঁকে লক্ষ মুদ্রা দিলেন, এবং

Dhaka University Institutional Repository

কালিদাসকে প্রভাতের বর্ণনা করতে বললেন। কালিদাস প্রভাতের সে অনুপম বর্ণনা করলেন, তা শ্রবণে রাজা তাঁকে অক্ষর প্রতি লক্ষ মুদ্রা দিলেন।

৫৯. ভোজ ও মালাকারবধূর কাহিনী।

একদিন একমালাকারের স্ত্রী রাজসভায় এসে রাজাকে প্রণাম করে সুললিত শ্লোকে রাজার মহিমা কীর্তন করলেন। রাজা তাঁর শ্লোকে প্রীত হয়ে তাঁকে অক্ষর প্রতি লক্ষ মুদ্রা দিলেন।

৬০. ভোজ ও উলুখলে কার্যরতা নারীর কাহিনী।

রাজা রাজধানীতে ভ্রমণ কালে এক সুদর্শনা গৃহস্থরমণীকে উলুখলে কাজ করতে দেখলেন। তাঁর হাতে মুষল দেখে রাজা বললেন- এমন কোমল হাতের স্পর্শে মুষলের কিশলয় উদ্‌গম্‌ হয়নি- মুষল কাঠ মাত্র। পরদিন প্রভাতে রাজা শ্লোকের প্রথম চরণ পাঠ করে কালিদাসকে বাকি তিনটি চরণ রচনা করতে বললেন। কালিদাসও রাজার মত মুষলকে কাঠ বলেই আখ্যায়িত করলেন। রাজা কালিদাসকে প্রতি অক্ষরে লক্ষ মুদ্রা দিলেন।

৬১. ভোজ, দেবজয় ও হরিশর্মার কাহিনী।

এক সময় ভোজ রাজ জলকেলিতে পরিশ্রান্ত হয়ে একটি বৃক্ষতলে বিশ্রাম নিচ্ছিলেন। এমন সময় হরিশর্মা নামে এক কবি রাজার শৌর্য ও ধর্মের প্রশংসা করে স্তুতি করলেন। রাজা তাঁকে দুই লক্ষ মুদ্রা দিলেন। তখন ঐ বৃক্ষের শাখাতে একটি কাক ও কোকিলকে ডাকতে শুনে দেবজয় কাকের দেহের নিন্দা করতে লাগলেন। তখন হরিশর্মা কাক আর কোকিলের রূপের পার্থক্য নেই- কাক না ডাকলে তাকে কি করে চেনা যাবে- এরূপ বললে রাজা বুঝলেন- দুজনের মধ্যে শত্রুতা আছে এবং দু'জনকে বস্ত্র, অলঙ্কার দিয়ে তাঁদের মধ্যে মিত্রতা সম্পাদন করে দিলেন।

৬২. ভোজ ও তপস্বীর কাহিনী।

অন্য একদিন রাজা ভোজ রথে আরোহণ করে যেতে যেতে পথে কোনো এক তপস্বীকে দেখে, তাঁর আহার, নিদ্রা, বাসস্থানের সন্ধান জানতে চাইলে- তপস্বী জানালেন- প্রকৃতিই তার সব কিছুর যোগান দেয়। ধনীর কাছে ভিক্ষা করা অবমাননাকর। তাই তিনি কারো কাছে কিছু ভিক্ষা করেন না। রাজা সন্তুষ্ট হয়ে তাঁকে প্রণাম করলেন।

৬৩. ভোজ ও কাশীবাসী ব্রাহ্মণের কাহিনী।

উত্তর দেশ থেকে এক ব্রাহ্মণ সভায় এলে রাজা তাঁর দেশ কোথায় জানতে চাইলেন। ব্রাহ্মণ শ্লেষ-অলঙ্কারে কাশীর কথা বললেন। রাজা তা বুঝতে পেরে তাকে লক্ষ মুদ্রা দিলেন এবং কাশী দেশের অবস্থা জানতে চাইলে-ব্রাহ্মণ জানালেন- ভোজের কাঞ্চন

Dhaka University Institutional Repository

পর্বত দানের কথা শুনে দেবতারা বাসস্থান হারাবার ভয়ে আকুল হয়েছেন। একথা শোনার পর ভোজ তাঁকে পুনরায় লক্ষ মুদ্রা দিলেন।

৬৪. ভোজ ও ব্রহ্মচারীর কাহিনী।

একদিন এক ব্রহ্মচর্যে নিষ্ঠ ব্রাহ্মণ ভোজের রাজ সভায় এলে- ভোজ তাঁর সাধনায় কৃশ অবস্থা দেখে তাঁকে গার্হস্থ্য ধর্ম পালনের জন্য এক ব্রাহ্মণ কন্যা দান করতে চাইলে ব্রাহ্মণ ভোজের প্রশস্তি গাইলেন। ভোজ তখন তাঁর চরণে পড়ে কর্তব্য জানতে চাইলে- ব্রাহ্মণ বললেন তিনি কাশীবাসী হবেন। রাজ সভায় সব কবি যদি তাঁর সাথে কাশী যান তবে তাঁদের সাথে আলাপ করতে করতে সন্তুষ্ট চিত্তে তিনি কাশী যেতে পারবেন। রাজা সব কবিকে কাশী পাঠালেন, কেবল কালিদাস গেলেননা। রাজা এর কারণ জানতে চাইলে- কালিদাস জানালেন যাদের হৃদয় শিব শূন্য তাদের কাশী যাওয়া উচিত। কালিদাসের হৃদয়ে স্বয়ং শিব বর্তমান তাই তাঁর কাশী যাবার প্রয়োজন নেই।

৬৫. ভোজ ও কালিদাসের বিচ্ছেদের কাহিনী।

ভোজের রাজ সভায় কবিরা সবাই কাশী গেলে রাজা কালিদাসের কাছে জানতে চাইলেন- তিনি কিছু শুনেছেন কিনা। কালিদাস তখন ভোজের প্রশংসা করলেন। ভোজ তাঁকে লক্ষ মুদ্রা দান করলেন। এবার রাজা ভাবলেন, বাণ, ময়ূর প্রভৃতি কবিরা আজ্ঞা মানে কিন্তু কালিদাস বেশ্যায় আসক্ত রয়ে গেলেন। এরপর রাজা কালিদাসকে অবজ্ঞা করতে লাগলে- কালিদাস সে অবজ্ঞা বুঝতে পেরে বল্লাল দেশে গিয়ে নিজের পরিচয় দিলেন। তখন বল্লাল রাজ তাঁকে যথাযথ সম্মান দিলেন, এবং তাঁর কাব্যগুণে মুগ্ধ হলেন। এরপর একশিলা নগরীর মৃগনয়নাদের বর্ণনা করে তিনি রাজার প্রিয় হলেন এবং বল্লাল রাজ তাঁকে লক্ষ লক্ষ মুদ্রা দিলেন।

৬৬. ভোজ ও মাঘের পত্নীর কাহিনী।

এই সময়ে গুর্জর দেশ থেকে সস্ত্রীক কবি মাঘ এসে- পত্নীর হাতে একটি পত্র দিয়ে তাকে ভোজ রাজ সমীপে প্রেরণ করলেন। প্রভাতের বর্ণনাময় পত্র পেয়ে রাজা মাঘের স্ত্রীকে তিন লক্ষ মুদ্রা দিলেন তাঁদের আহারের জন্য এবং পরদিন থাকলে মাঘকে গিয়ে প্রণাম করে আসবেন বলে জানালেন। মাঘের পত্নী যাবার কালে যাচকদের মুখে মাঘের প্রশংসা শুনে সমস্ত ধন তাঁদের দান করলেন। পত্নীর এই দানে মাঘ প্রীত হলেন। এবার যাচকবৃন্দ মাঘের কাছে গেলেন, তখন মাঘের কেবল বস্ত্র মাত্র অবশিষ্ট আছে। মাঘ কোন দান বস্তু না থাকায় দান করতে অপারগ হওয়ায় বিলাপ করতে লাগলেন। যাচকরা ফিরে গেলেন। এভাবে বিলাপ করতে করতে মাঘ মৃত্যু বরণ করলেন। মাঘের মৃত্যু হয়েছে জেনে রাজা একশ ব্রাহ্মণ সহ মাঘের গৃহে গেলেন এবং নর্মদার তীরে

Dhaka University Institutional Repository

শেষকৃত্য সমাধা করলেন। মাঘের স্ত্রী অগ্নিতে প্রবেশ করলেন। রাজা ভোজ পুত্রবৎ সব সংস্কার সমাধা করলেন।

৬৭. ভোজ ও কালিদাসের মিলন কাহিনী।

মাঘের মৃত্যুর পর কালিদাসের বিচ্ছেদে ভোজ অত্যন্ত কাতর দেখে, অমাত্যবর্গ এক সাথে মিলিত হয়ে কালিদাসের কাছে রাজার এই কৃশ অবস্থার কথা বর্ণনা করে একখানা পত্র প্রেরণ করলেন। কালিদাস পত্র পেয়ে বল্লাল দেশের রাজাকে বিদায় জানিয়ে মালব দেশে ফিরে এলেন। রাজা কালিদাসকে সম্মানিত করলেন এবং ভোজের রাজসভা বিদ্বানে পরিপূর্ণ হলো।

৬৮. ভোজ ও জালন্ধরীয় কবির কাহিনী।

ভোজরাজের সভায় জালন্ধর দেশ থেকে এক পন্ডিত এসে রাজা ভোজ ও কালিদাস প্রমুখ শ্রেষ্ঠ কবিদের দেখে নীরব হয়ে গেলেন। রাজা তাঁকে কিছু পড়তে বললে, তিনি তাঁর অক্ষমতা প্রকাশ করলেন। রাজা তাঁকে একশ মহিষ দান করলেন।

৬৯. ভোজ, সীতা ও কালিদাসের কাহিনী।

একদিন রাজা পরিহাস করে সীতাকে সুরত বর্ণনা করতে বললে- সীতা বর্ণনা করলেন যে সংযমীর কাছে সুরতানন্দ গৌণ। রাজা প্রীত হয়ে তাকে হার দিলেন। তখন চামর ধারিণী বেশ্যাকে দেখে রাজা কালিদাসকে এই বেশ্যার বর্ণনা করতে বললেন। কালিদাস তার দেহ বল্লরীর বর্ণনা করলেন। ভোজ সন্তুষ্ট হয়ে নিজেই তার বদন থেকে চরণ পর্যন্ত বিশদ বর্ণনা করলেন।

৭০. সমস্যা পূরণ প্রসঙ্গে ভোজ ও কালিদাসের কাহিনী।

একদিন রাজা ধারানগরীতে ভ্রমণ কালে এক পতিব্রতা রমণীর স্বামী ভক্তির কাছে অগ্নির পরাজয় দেখে কালিদাসকে বললেন, কালিদাস তিনটি চরণ বললেন। অগ্নিতে শিশুকে প্রবেশ করতে দেখে রমণী শিশুটিকে ধরলেন না। অগ্নি চন্দন পঙ্ক সম শীতল হলো। রাজা তাঁর মনের কথা জানতে পেরে কালিদাসের চরণে পতিত হলেন। আরেকদিন রাজা গ্রীষ্মে অন্তঃপুর বাসিনীদের সাথে রসালাপান্তে নিদ্রিত হলেন। পরদিন ভবভূতিকে জিজ্ঞেস করলে- তিনি সাধারণ উত্তর দিলেন। অতঃপর কালিদাসের উত্তর রাজার মনের মত হলে তিনি কালিদাসকে সম্মানিত করলেন। অন্য এক সময়ে রাজা মৃগয়ায় গিয়ে জাম গাছের নিচে বিশ্রাম কালে বানরদের বিচিত্র শব্দ শুনে কালিদাসকে জিজ্ঞেস করলে, কালিদাস সেই শব্দে বানরের জাম ফল ফেলার বর্ণনা করলেন। রাজা সন্তুষ্ট হলেন। অতঃপর এক কুলটা রমণীর পতিব্রতা প্রমাণের পর তার কুলটা পরিচয় পেয়ে কালিদাসকে এই সমস্যা পূরণ করতে বললেন। কালিদাস তখন যে রমণী কাকের

Dhaka University Institutional Repository

ডাকে ভীতা সে রাতে নর্মদা পার হয়, সে জলে কুমির থাকলেও রমণী পার হয়ে যায়। রাজা কালিদাসকে সরস্বতীর বর পুত্র বলে তাঁর চরণে পতিত হলেন।

৭১. ভোজ ও তিন কবির কাহিনী।

এক সময়ে ধারানগরে ভ্রমণ কালে রাজা এক সুন্দরীকে কন্দুক ক্রীড়াকালে তার কর্ণ ভূষণ চরণে পতিত হতে দেখে, রাজসভার কবিদের কন্দুক বর্ণনা করতে বললেন। ভবভূতি, বররুচি এবং কালিদাস কন্দুকের বর্ণনা করলেন। রাজা সবাইকে পুরস্কৃত করলেন। তবে কালিদাসের বর্ণনার তাৎপর্যে তাঁকে বিশেষ ভাবে সম্মানিত করলেন।

৭২. ভোজ ও শিবশর্মার কাহিনী।

একদিন রাজা অনন্ত নাগের চিত্র দেখে প্রশংসা করলে, শিবশর্মা নামক কবি শেষ নাগেরছলে রাজার স্তুতি করলেন। রাজা তাঁকে লক্ষ মুদ্রা দিলেন।

৭৩. হসন্তী বর্ণনা প্রসঙ্গে ভোজ ও কালিদাসের কাহিনী।

হেমন্তকাল শেষে প্রজ্জ্বলিত হসন্তী দেখে রাজা কালিদাসকে হসন্তীর (অঙ্গারপাত্র) বর্ণনা করতে বললেন। কালিদাস প্রজ্জ্বলিত হসন্তীকে হর মূর্তির সদৃশ বর্ণনা করলে, রাজা অক্ষরানুসারে লক্ষ মুদ্রা দিলেন।

৭৪. সমস্যা পূরণে ভোজ ও কালিদাসের কাহিনী।

ভোজরাজ অন্তঃপুরে সম্ভোগযোগ্যা চার পত্নীকে দেখে, প্রত্যেকেরই আহবান যথাযথ বিবেচনায় সবার প্রতি সমান দাক্ষিণ্য প্রদর্শনের বিষয়ে চিন্তান্বিত হয়ে নিদ্রা মগ্ন হলেন। পরদিন কবি কালিদাসকে এ প্রসঙ্গে সমস্যা পূরণ করতে বললে, কবি রাজার মন জেনে তার কিংকর্তব্যবিমূঢ় চিত্তে মৌন থাকার বিষয়টি বর্ণনা করলেন। রাজা কালিদাসের চরণে পতিত হলেন। অতঃপর ধারানগরীতে এক সুদর্শনা যুবতী রমণীর জলপূর্ণ কুম্ভ নিয়ে গমনকালে জলের 'ছলাৎ' শব্দে রতি কালীন শব্দ শ্রবণে কালিদাসকে রতি শব্দের বর্ণনা করতে বললেন। কালিদাস জলের ছল-ছল ধ্বনির সাথে রতি শব্দের অব্যক্ত ধ্বনির বর্ণনা করলেন। রাজা অক্ষরানুসারে লক্ষ মুদ্রা দিয়ে প্রণাম করলেন।

৭৫. শিলালিপি পাঠ প্রসঙ্গে ভোজ ও দুইকবির কাহিনী।

কোন এক সময়ে নর্মদার বিশাল হ্রদে ধীবরেরা একটি শিলাখন্ড পেয়ে তার লুপ্ত অক্ষর উদ্ধারের জন্য ভোজের সভায় নিয়ে এলো। হনুমান 'রামায়ণ' লিখে হ্রদে ফেলেছিলেন এমন প্রবাদে রাজা তার জত্ব পরীক্ষা করলেন। প্রথম চরণ দুটি পাওয়া গেলে ভবভূতি তার পূর্বার্ধ ব্যাখ্যা করলেন। ধ্বনি দোষ জনিত কারণে রাজা অন্যভাবে তাঁকে পাঠ করতে বললেন। ভবভূতির পাঠের পর একইভাবে কালিদাস পূর্বার্ধ পাঠ করলে, কালিদাসের পাঠে রাজা সন্তুষ্ট হলেন।

Dhaka University Institutional Repository

৭৬. ব্রহ্মরাক্ষসের অপসারণ বিষয়ে ভোজ ও কালিদাসের কাহিনী।

কোন এক সময়ে ভোজ রাজা বিলাসের জন্য একটি গৃহ নির্মাণ করলেন। গৃহ প্রবেশের পূর্বেই এক ব্রহ্ম রাক্ষস এসে সে গৃহ অধিকার করলো। রাক্ষস তাড়নে মন্ত্রজ্ঞদের প্রয়োগ করলে, রাক্ষস তাঁদের ভক্ষণ করতো এবং কবিতা পড়তো। রাজার দুশ্চিন্তা দেখে কালিদাস অন্যভাবে রাক্ষস বিতাড়নে প্রবৃত্ত হলেন এবং ঐ গৃহে শয়ন করলেন। রাক্ষস প্রতি প্রহরে একটি পাণিনির সূত্র বললে কালিদাস তার যথাযথ উত্তর দান করলেন। রাক্ষস সন্তুষ্ট হয়ে সে গৃহ ত্যাগ করলো। ভোজ সন্তুষ্ট হয়ে কবিকে সম্মানিত করলেন।

৭৭. ভোজ ও কবি মল্লিনাথের কাহিনী।

এক সময়ে দক্ষিণ দেশ থেকে মল্লিনাথ নামক এক দরিদ্র কবি এসে ভোজ রাজের স্তুতি পাঠ করলেন। রাজা তাঁর উদ্দেশ্য জানতে চাইলে- তিনি জানালেন জননী, জায়া এবং নিজে এই তিনজনের সংসারে একজন ক্রুদ্ধ হলেও অন্য দুজন ক্রুদ্ধ হয়না- কেন এমন হয়? রাজা জানালেন- দারিদ্র্যের কারণে এবং তাঁর মনোবাসনা পূর্ণ করলেন।

৭৮. ভোজ ও কবি শেখরের কাহিনী।

একদিন কবি শেখর নামক এক কবি এসে রাজার স্তুতি পাঠ কালে, রাজা পূর্বমুখী হয়ে শুনলেন এবং সন্তুষ্ট হয়ে রাজ্যের পূর্বাংশ কবিকে দান করে, দক্ষিণমুখী হলেন। কবি তাঁর সামনে গিয়ে স্তুতি পাঠ করলে, রাজা দক্ষিণ দেশ তাঁকে দান করে একইভাবে পশ্চিম ও উত্তর মুখী হয়ে কবিকে সমগ্র রাজ্য দান করলেন। অন্তঃপুরে গিয়ে লীলাদেবীকে বললেন, তিনি সমগ্র রাজ্য দান করেছেন এবং এখন তপোবনে যাবেন। ইত্যবসরে কবি যখন বেরিয়ে যাচ্ছিলেন, তখন বুদ্ধিসাগর জানতে চাইলেন কবি কি পেয়ছেন? কবি জানালেন তিনি কিছু পাননি। অমাত্য তখন তাঁকে এক কোটি সুবর্ণ মুদ্রা দিলে কবি প্রীত হয়ে চলে গেলেন। অমাত্য বুদ্ধিসাগর রাজাকে জানালেন কোটি স্বর্ণ মুদ্রায় কবি রাজ্য বিক্রি করে চলে গেছেন। রাজা বুদ্ধিসাগরকে সম্মানিত করলেন।

৭৯. ভোজ ও গোপকন্যার কাহিনী।

এক সময়ে মৃগয়ায় গিয়ে ক্লান্ত ও পিপাসিত হয়ে রাজা যখন একটি বৃক্ষের নিচে বসলেন, তখন ধারানগরের এক যুবতী গোপ কন্যা ঘোল নিয়ে রাজার সামনে উপস্থিত হলো। রাজা ঘোলে তৃষ্ণা নিবারণ করে সে কী চায় জানতে চাইলে- কুমারী গোপকন্যা রাজাকে পেতে চাইলো। রাজা প্রীত হয়ে তাকে ধারানগরীতে এনে লীলাদেবীর অনুমতিক্রমে গ্রহণ করলেন।

Dhaka University Institutional Repository

৮০. সুবর্ণ ঘট পতনের প্রসঙ্গে ভোজ ও কালিদাসের কাহিনী।

একদিন রাজার স্নানের সময় রাজার রূপ দর্শনে মদনমত্ত দাসীর হাত থেকে সোনার কলসি পড়ে শব্দ করে উঠলো। রাজা কালিদাসকে সেই শব্দ বলে, সমস্যা পূরণ করতে বললেন। তখন কালিদাস বললেন রাজার স্নানকালে সুবর্ণ ঘট পতনের শব্দ। রাজা প্রীত হয়ে প্রতি অক্ষরে লক্ষ মুদ্রা দিলেন।

৮১. ভোজ ও ভূক্ কুণ্ডের কাহিনী।

অন্য একদিন রক্ষীরা এক চোরকে ধরে ভোজের কাছে নিয়ে এলো এবং কোন এক বেশ্যার ঘরে সিঁধ কেটে সম্পদ চুরি করেছে বলে জানালো। রাজা তাকে দণ্ডদিতে বললে ভুক্কুণ্ড নামক চোর বললো- কবি ভট্টি, ভারবি, সবাই মারা গেছেন। ভ-কার থেকে ভু-কার পর্যন্ত সবাই সারা গেলে- 'ভো' কার বিনাশের সময় হয়ে আসবে। রাজা একথার তাৎপর্য বুঝতে পেরে তাকে মুক্ত করলেন।

৮২. সমস্যা পূরণে ভোজ ও তিন কবির কাহিনী।

কোন এক সময়ে ভোজ মৃগয়ায় ক্লান্ত হয়ে বনমধ্যে নদীতীরে এসে ঘুমিয়ে পড়লেন। সন্ধ্যায় চন্দ্রোদয়ে শীতল জ্যোৎস্নায় নিদ্রা সুখকর হলো। ভোরে ফেরার পথে অস্তমিত চন্দ্রবিম্ব দেখে রাজা কৌতূহলী হলেন এবং রাজ সভায় কবিদের এ সমস্যা সমাধান করতে বললে, ভবভূতি, দণ্ডী, কালিদাস প্রত্যেকেই আলাদা-আলাদা সমস্যা পূরণ করলেন। রাজা ভবভূতি, দণ্ডীকে এবং কালিদাসকে বিশেষ ভাবে সম্মানিত করলেন।

৮৩. ভোজ ও স্বর্গের বৈদ্যের কাহিনী।

একদিন রাজা নগরের বাইরে নতুন জলাশয়ে মাথা ধোয়ার সময় তাঁর মাথার মধ্যে একটি ছোট পুঁটি মাছ ঢুকে যায়। ভোজ অসুস্থ হয়ে একেবারে মৃত প্রায় হয়ে পড়েন। কোন চিকিৎসায়ই তাঁর নিরাময় হয়না। তখন রাজা ধারানগরীর সব বৈদ্যকে বিতাড়িত এবং চিকিৎসা শাস্ত্র (Medical Science) নদীতে ফেলতে আদেশ দিলেন। রাজার এ দুরবস্থায় সবাই বিমর্ষ। এমন সময় ইন্দ্রের রাজপুরীতে নারদ ভোজের দুর্দশার সমুদয় কাহিনী বর্ণনা করলে, ইন্দ্র রাজবৈদ্য অশ্বিনীকুমারদ্বয়কে রাজার চিকিৎসার ও শাস্ত্র রক্ষার জন্য পাঠালেন। তাঁরা ব্রাহ্মণ রূপে ভোজের রাজ সভায় এলেন। রাজ সমীপে আগমন করলে ভোজ ভাবলেন এরাই তাঁর রোগ নিরাময় করতে পারবে। রাজাকে এক নির্জন স্থানে নিয়ে মোহচূর্ণ দিয়ে সম্মোহিত করে, তাঁর করোটি মধ্যস্থিত পুঁটিমাছ বের করে, আবার সঞ্জীবনী দিয়ে ভোজকে জীবিত করলেন। রাজাকে সে পুঁটিমাছ দেখিয়ে বললেন- ছেলে বেলা থেকে তাঁর মাথা ধোয়ার ফলে, এই শফরটি মস্তিস্কে প্রবেশ করেছিল। রাজা তাদের দেব বৈদ্য বুঝে পথ্য জানতে চাইলেন- তাঁরা বললেন, উষ্ণ জলে স্নান, দুগ্ধপান ও উত্তম নারী- হে মানুষ, এই তোমার পথ্য। রাজা তাদের হাত

Dhaka University Institutional Repository

ধরলেন এবং সেই মুহূর্তে তাঁরা অন্তর্হিত হলেন। রাজা কালিদাসকে চতুর্থ চরণ পূরণ করতে বললে- কালিদাস যোগ করলেন- স্নিগ্ধ ও উষ্ণ ভোজন। ভোজ কালিদাসকে মনুষ্য দেহধারী দেবতা হিসেবে সম্মানিত করলেন।

৮৪. ভোজ ও কবীন্দ্র মল্লিনাথের কাহিনী।

বল ও কান্তি ফিরে পেয়ে রাজা ভোজ সিংহাসনে উপবিষ্ট- এমন সময় দ্বারপাল এক কবি মল্লিনাথের শ্লোক লিখিত একটি পত্র এনে দিলে রাজা শ্লোকটি পাঠ করলেন। কোন এক তরুণী তাঁর প্রেমিকের কাছে পাঠানো ফুলের মধ্যে সাপ, এবং সাপের উপরে শিব, হনুমান ও চাঁপা ফুল অঙ্কন করে পাঠালেন। এই শ্লোক শুনে বিদ্বান মণ্ডলী আনন্দিত হলেন এবং মল্লিনাথকে সভায় আনা হলো। রাজা, কালিদাস এবং ভবভূতি সবাই মল্লিনাথের প্রশংসা করলেন। রাজা মল্লিনাথকে লক্ষ সুবর্ণ মুদ্রা, হাতি ও ঘোড়া দিলে মল্লিনাথ আনন্দিত হয়ে পুনরায় রাজার স্তুতি করলেন। স্তুতি শুনে রাজা আরো লক্ষ মুদ্রা দিলেন। ভাণ্ডারিক ধর্মপত্রে লিখলেন-বিরহিণী রমণীর অস্ফুটার্থ পদ্য শুনে রাজা মল্লিনাথকে মুদ্রা, হাতি, ঘোড়া দান করলেন।

৮৫. ভোজ ও ক্রুদ্ধ কালিদাসের কাহিনী।

কোন এক সময় ভোজ কালিদাসকে বললেন- তাঁর মৃত্যুর পর যে গ্রন্থ পাঠ করবেন- তা এখনই পাঠ করুন। একথা শুনে কালিদাস ক্রুদ্ধ হয়ে ভোজের নিন্দা করলেন এবং ভোজকে ত্যাগ করে একশিলা নগরে চলে গেলেন। কালিদাসের বিরহ কাতর ভোজ কাপালিকের বেশে একশিলা নগরে উপস্থিত হলে- যোগীকে ধারানিবাসী জেনে কালিদাস তাঁর কাছে ভোজের কুশল জানতে চাইলেন। যোগী জানালেন- ভোজ মারা গেছেন। কালিদাস লুটিয়ে বিলাপ করতে লাগলেন এবং চরম শ্লোক পাঠ করলেন।[৩]
তখন যোগী চেতনাহীন হলে কালিদাস নিশ্চিত হলেন এইব্যক্তিই ভোজ এবং চরম শ্লোকটি অন্য ভাবে পাঠ করলেন।[৪] তারপর কালিদাস ভোজকে আলিঙ্গন করে ধারানগরীর দিকে যাত্রা করলেন।

সে সময়ে মুঞ্জ পর্বতের গুহায় নিবিষ্ট হলেন এবং স্ত্রীদের সঙ্গে তপস্যার জন্য রাজ্য ত্যাগ করলেন। ভোজ রাজা জীবিত থেকে, আনন্দে নিমগ্ন হয়ে সে রাজ্য পালন করলেন। (এ অংশটি শ্রীজীবানন্দ বিদ্যাসাগর সম্পাদিত ভোজ প্রবন্ধে নেই) ধারাধিপতি ভোজ রাজার প্রবন্ধ সমাপ্ত হলো।[৫]

Dhaka University Institutional Repository

।। তথ্য নির্দেশ।।

১. ড. ধীরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, "সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাস", পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, কলিকাতা, প্রথম সংস্করণ, ১৯৮৮ ইং পৃঃ ৫০৬।

২. ড. গৌরীনাথশাস্ত্রী ও অন্যান্য সম্পাদিত, "সংস্কৃত সাহিত্য সম্ভার", (১৭ তম খণ্ড), কলিকাতা, প্রথম প্রকাশ: ১৯৮৪ ইং পৃ ঃ ২০০।

৩. 'অদ্য ধারা নিরাধরা নিরালম্বা সরস্বতী।
পণ্ডিতা: খণ্ডিতা: সর্বে ভোজরাজে দিবংগতে।।' ভোজ প্রবন্ধ-৩২৬।।
অর্থাৎ - 'ভোজ রাজ স্বর্গে গিয়েছেন বলে আজ ধারানগরী আশ্রয়হীন হলো, সরস্বতী অবলম্বন হীন হলেন ও সমস্ত পণ্ডিতও বিনাশ প্রাপ্ত হলেন।'
ড. গৌরীনাথ শাস্ত্রী ও অন্যান্য সম্পাদিত, "সংস্কৃত সাহিত্য সম্ভার", (১৭ তম খণ্ড), পৃ ঃ ২৫৮।

৪. 'অদ্য ধারা সদাধারা সদালম্বা সরস্বতী।
পণ্ডিতা: মণ্ডিতা: সর্বে ভোজরাজে ভুবং গতে।।' ভোজ প্রবন্ধ-৩২৭।।
অর্থাৎ 'ভোজরাজ পৃথিবীতে এসেছিলেন বলে আজ ধারা আশ্রয় লাভ করেছে, সরস্বতী অবলম্বন পেয়েছেন ও সমস্ত পণ্ডিত ভূষিত হয়েছেন।' প্রাগুক্ত; পৃঃ ২৫৮।

৫. বল্লাল বিরচিত ৮৫ টি গল্পের সমন্বয়ে ভোজ প্রবন্ধের সংক্ষিপ্ত কাহিনী বর্ণনা- ড. গৌরীনাথ শাস্ত্রী ও অন্যান্য সম্পাদিত, ও ড. চিন্ময়ী চ্যাটার্জী অনূদিত বল্লাল রচিত ভোজ প্রবন্ধ অংশ, পৃঃ ১৩৩-২০০ উল্লিখিত গল্পগুলোর সংক্ষিপ্তরূপ।

Dhaka University Institutional Repository

তৃতীয় অধ্যায়

ক) ধারাধিপতি ভোজের পরিচিতি

ভোজঃ- পরমারবংশোদ্ভূত ভোজ ধারাধিপতিরূপে প্রসিদ্ধ। তিনি ১০১৮ খ্রীঃ অব্দে সিংহাসনে আরোহণ করেন। তাঁর পিতার নাম সিন্ধুল। তিনি একাধারে কবি, বৈয়াকরণ ও আলঙ্কারিক ছিলেন। তাঁর রচনা শৃঙ্গারমঞ্জরী (আখ্যায়িকা), বিদ্যাবিনোদ (কাব্য), শিবদত্ত (স্তোত্রগ্রন্থ) ও এর টীকা শিবতত্ত্বরত্নকলিকা। শৃঙ্গার প্রকাশ ও সরস্বতীকণ্ঠাভরণ (অলঙ্কার গ্রন্থ), সঙ্গীত প্রকাশ ও 'রামায়ণ চম্পূ ভোজের রচনা কিনা এ বিষয়ে মতভেদ আছে। কারণ বলা হয়েছে 'শ্রীবিদর্ভরাজবিরচিতে চম্পূরামায়ণে।' এই বিদর্ভরাজ শৃঙ্গার প্রকাশ প্রভৃতির লেখক ভোজ কিনা সন্দেহ। ধারাধিপতি ভোজ ১০৬০ খ্রীঃ অব্দ পর্যন্ত রাজত্ব করেন।[১]

ভোজরাজের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস ঃ ~~তিনি ভোজ মালবদেশের অন্তর্গত প্রাচীন রাজ্য ভোজপুর (প্রাচীন নাম ভোজ কট, কুন্তী ভোজ, কুন্তীরাষ্ট্র)~~ ভোজ মালব দেশের অধীশ্বর ছিলেন। সুপ্রসিদ্ধ ধারানগরী মালবের রাজধানী ছিল। পরমার বংশীয় রাজগণের মধ্যে তিনিই ছিলেন সবচেয়ে প্রসিদ্ধ। মহাবীর মামুদ গজনী যে সময়ে কালঞ্জর অবরোধ করেন, সে সময়ে তিনি যবন সেনাকে পুনঃ পুনঃ পরাভূত করেছিলেন। চালুক্যরাজগণ তাঁর ঘোর প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন। ভোজরাজ তাঁদেরকে বারবার সমরে পরাস্ত করেন; কিন্তু ভাগ্যচক্রের আবর্তনে, অবশেষে চালুক্যগণ, গুজরাট রাজ ভীমদেবের সাথে মিলিত হয়ে মালব আক্রমণ করলে যুদ্ধে পরাজিত হন। ধারানগরী ভীমদেবের হস্তগত হয়। তিনি শেষ জীবনে অতিশয় কষ্ট পেয়েছিলেন। ১০৯২ খ্রীঃ অব্দে তিনি কালগ্রাসে পতিত হন।

রাজা ভোজ নানাগুণে ভূষিত ছিলেন। বিক্রমাদিত্যের মতো তাঁর নাম ভারতবাসী মাত্রেরই বিদিত। তিনি অত্যন্ত বিদ্যোৎসাহী এবং নিজেও সুকবি ও গ্রন্থকার ছিলেন। অলঙ্কার, দর্শন, যোগ, স্মৃতি, জ্যোতিষ, রাজনীতি ও শিল্প শাস্ত্রীয় যুক্তি কল্পতরু প্রভৃতি নানা বিষয়ের বহু সংখ্যক গ্রন্থ তাঁর পৃষ্ঠপোষকতায় ও উৎসাহে রচিত ও প্রচারিত হয়েছিল। কথিত আছে যে, তিনি মহারাজ বিক্রমাদিত্যের বত্রিশ সিংহাসন উদ্ধার করেছিলেন।[২]

পরমার রাজবংশীয় ধারানগরাধিপতি ভোজদেব রচিত রামায়ণ চম্পূ সার্থক সৃষ্টি, ১০১৮-১০৬৩ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত ভোজ রাজত্ব করেন। ভোজের বাল্যকালেই তাঁর পিতা সিন্ধুল মৃত্যুবরণ করেন। তিনি নাবালক ছিলেন বলে তাঁর পিতৃব্য মুঞ্জ সিংহাসনে

Dhaka University Institutional Repository

আরোহণ করেন। ভোজ পঞ্চান্ন বছর রাজত্ব করবেন বলে জনৈক জ্যোতিষী ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন।

পঞ্চাশৎ পঞ্চবর্ষাণি সপ্তমাসাদিন ত্রয়ম্।

ভোজরাজেন ভোক্তব্য: স গৌড়ো দক্ষিণা পথ: ।।ভোজ প্রবন্ধ।। ৬।।

উল্লিখিত ভবিষ্যদ্বাণী শুনে মুঞ্জ তাঁর অধীনরাজা বৎস রাজের উপর ভোজকে কোনও অরণ্যে নিয়ে হত্যা করার ভার অর্পণ করেন। বৎসরাজ অনিচ্ছা সত্ত্বেও ভোজকে নিয়ে যান। কিন্তু শেষপর্যন্ত নিজের ঘরে ভোজকে লুকিয়ে রাখেন এবং তরবারিতে পশুর রক্ত মাখিয়ে সে তরবারি মুঞ্জকে দেন। নিহত হবার আগে ভোজ কিছু বলে গেছেন কিনা মুঞ্জ বৎসরাজকে জিজ্ঞেস করলে- বৎসরাজ গাছের পাতায় (বৃক্ষ পত্রে) স্বরচিত একটি শ্লোক মুঞ্জ কে দেখান।

মান্ধাতা চ মহীপতিঃ কৃত যুগালঙ্কার ভূতোগত:।

সেতুর্যেন মহোদধৌ বিরচিত:ক্বাসৌদশাস্যান্তক:।।

অন্যেচাপি যুধিষ্টির প্রভৃতয়োযাতা দিবং ভূপতে।

নৈকেনাপি সমংগতা বসুমতী মুঞ্জ ত্বয়াযাস্যতি।। ভোজ প্রবন্ধ।।৩৮।।

এটি পাঠকরে মুঞ্জ অত্যন্ত দুঃখিত হন ও অনুতাপে দগ্ধ হন। বৎসরাজ তখন সত্যঘটনা মুঞ্জের নিকট প্রকাশ করলে মুঞ্জের আদেশে ভোজকে আনা হয় এবং মুঞ্জ ভোজকেই রাজ্যে অভিষিক্ত করেন।[৩]

Dhaka University Institutional Repository

খ) বিদ্যানুরাগী রাজা ভোজ।

যাঁকে কেন্দ্র করে ভোজ প্রবন্ধের বৃত্ত গঠিত হয়েছে সেই রাজা ভোজকে বিদ্যোৎসাহী ও বিদ্যানুরাগী বলে উল্লেখ করা হয়েছে। বিদ্যানুরাগ, জ্ঞানের পৃষ্ঠপোষকতা, পন্ডিত ব্যক্তিদের প্রতি তাঁর যথাযথ সম্মান প্রদর্শন তারই পরিচয় দেয়। ভোজের রাজ দরবারে বাণীর বরপুত্র মহকবি কালিদাস, ভবভূতি, প্রখ্যাত টীকাকার মল্লিনাথ প্রমুখ কবি ও বিদগ্ধ জনদের উপস্থিতিই সুধী পাঠক সমাজকে জানিয়ে দেয় ধারানগরাধিপতি ভোজ শুধু প্রজাপালক মহাপ্রতাপশালী রাজাই নন তিনি জ্ঞান তাপসও। তিনি নিজে জ্ঞানের সাধনা করেছেন- এ বিষয়ে পৃষ্ঠপোষকতাও করেছেন। তিনি একাধারে কবি, বৈয়াকরণ ও আলঙ্কারিক হিসাবে সুপরিচিত ছিলেন। তাঁর রচিত শৃঙ্গার মঞ্জরী (আখ্যায়িকা) বিদ্যাবিনোদ (কাব্য), শিবদত্ত (স্তোত্র গ্রন্থ) ও এর টীকা শিবতত্ত্ব রত্ন কলিকা সার্থক সৃষ্টি। সরস্বতী কণ্ঠাভরণ (অলংকার গ্রন্থ) শৃঙ্গার প্রকাশ ও রামায়ণ চম্পূ ভোজের রচিত কিনা এ বিষয়ে মতভেদ আছে। অবশ্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃত ও পালি বিভাগের অধ্যাপক ড. পরেশ চন্দ্র মন্ডল ও ড. দিলীপ কুমার ভট্টাচার্য্য সংস্কৃত প্রবেশিকা বই এ 'ভোজ প্রবন্ধ' (ভূমিকা অংশ) ব্রহ্ম-রাক্ষস-কালিদাস সংবাদে ভোজদেব রচিত 'সরস্বতী কণ্ঠাভরণ' ও 'রামায়ণ চম্পু' দু খানা উল্লেখ যোগ্য গ্রন্থ এই অভিমত ব্যক্ত করেছেন।

তাছাড়া বল্লাল বিরচিত ভোজ প্রবন্ধের শেষগল্প ভোজ ও ক্রুদ্ধ কালিদাসের কাহিনীতে লেখক মহাকবি কালিদাসের মাধ্যমে সুধী পাঠক সমাজকে নিশ্চিত করে জানাতে প্রয়াসী হয়েছেন ভোজের পান্ডিত্য প্রসঙ্গে। বস্তুত উল্লিখিত গল্পটির অবতারণা লেখক করেছেন এ উদ্দেশ্যেই। তাঁর উদ্দেশ্য সফল হয়েছে বলা যায়।

গল্পটি এই ঃ "কোন এক সময়ে রাজা ভোজ কালিদাসকে বললেন-"সুকবি আমার দেহত্যাগান্তে যে গ্রন্থ আপনারা পাঠ করবেন, তাই এখন পাঠ করুন।"

এতে কালিদাস ক্রুদ্ধ হয়ে রাজাকে নিন্দা করলেন ও মুহূর্তের মধ্যে সেই স্থান ত্যাগ করে বিলাসবতীর সঙ্গে একশিলা নগরে গেলেন। তারপর কালিদাসের বিরহে শোকাকুল হয়ে রাজা কালিদাসকে অণ্বেষণ করতে করতে কাপালিকের বেশে ক্রমে একশিলা নগরে উপস্থিত হলেন। কালিদাস যোগীকে দেখে তাঁকে সবিনয় জিজ্ঞাসা করলেন - 'যোগিন্ আপনি কোথায় বাস করেন? যোগী বললেন - 'সুকবি! আমার বাস ধারা নগরে।'

তখন কবি জিজ্ঞাসা করলেন - 'ভোজ কুশলে আছেন তো?'

যোগী বললেন - 'আমি কী বলব?'

Dhaka University Institutional Repository

কবি বললেন - 'যদি কোন চরম ঘটনার কথা থাকে আপনি সত্য বলুন।' তখন যোগী বললেন- 'ভোজ স্বর্গে গিয়েছেন।'

তখন কবি ভূমিতে লুটিয়ে পড়ে বিলাপ করতে লাগলেন- 'দেব আপনাকে ব্যতীত ক্ষণকালও পৃথিবীতে আমি থাকতে পারব না, তাই আমিও আপনার কাছে যাচ্ছি।' এই ভাবে বিলাপ করে কালিদাস চরম শ্লোক লিখলেন-

অদ্যধারা নিরাধরা নিরালম্বা সরস্বতী।

পণ্ডিতা: খণ্ডিতা: সর্বে ভোজরাজে দিব্‌ংগতে।।৩২৬।।

- ভোজরাজ স্বর্গে গিয়েছেন বলে আজ ধারানগরী আশ্রয়হীন হল, সরস্বতী অবলম্বনহীন হলেন ও সমস্ত পণ্ডিতও বিনাশ প্রাপ্ত হলেন।[১]

এই ভাবে যখন কবি চরম শ্লোক পাঠ করলেন তখন সেই যোগী চেতনাহীন হয়ে ভূতলে পতিত হলেন। তখন কালিদাস তাঁকে সেই অবস্থায় দেখে 'ইনিই ভোজ' এই নিশ্চিত জেনে বললেন - 'হায় মহারাজ, আপনি আমাকে বঞ্চনা করলেন।' এই কথা বলে ক্ষণকালের মধ্যে সেই শ্লোকটি অন্য ভাবে পাঠ করলেন -

"অদ্য ধারা সদাধারা সদালম্বা সরস্বতী।

পণ্ডিতাঃ খণ্ডিতাঃ সর্বে ভোজরাজে ভুবংগতে"।।৩২৭।।

ভোজরাজ পৃথিবীতে এসেছেন বলে আজ ধারা আশ্রয় লাভ করেছে, সরস্বতী অবলম্বন পেয়েছেন ও সমস্ত পণ্ডিত ভূষিত হয়েছেন।[২]

তারপর ভোজকে আলিঙ্গন করে ও তাঁকে প্রণাম করে ধারা নগরে যাত্রা করলেন। এ গল্পে উল্লিখিত দু'টি শ্লোকে কবি কালিদাস ভোজ রাজকে যে সব বিশেষণে বিশেষিত করেছেন তাতে ভোজরাজের প্রতি কবি কালিদাসের গভীর শ্রদ্ধা, মমতা ও তাঁর প্রতি অসাধারণ পাণ্ডিত্যের স্বীকৃতিই নির্দেশ করে।

Dhaka University Institutional Repository

গ) ভোজদেব ও তাঁর রচিত গ্রন্থাবলী।

ভোজরাজ/ভোজদেবঃ ইনি যে ব্রাহ্মণ ধনপতি ভট্টকে ভূমিদান করেছিলেন তাতে 'ইতি।। সংবৎ ১০৭৮ চৈত্র সুদি ১৪ স্বয়মাজ্ঞা মঙ্গলং মহাশ্রী:। স্বহস্তোহয়ং শ্রী ভোজদেবস্য" লিখিত আছে। বিক্রম সং ১০৭৮=১০২২ খ্রীষ্টাব্দ।পরিস্কার প্রতিপন্ন হয় -বাক্ পতিরাজ ছিলেন ভোজদেবের পিতামহ। প্রসিদ্ধ ধারা নগরে রাজা ভোজদেবের নামে অনেক গ্রন্থ পাওয়া যায়।

সিদ্ধান্ত জ্যোতিষের ১। আদিত্য প্রতাপসিদ্ধান্ত; তন্ত্র জ্যোতিষের ২। রাজমৃগঙ্ক; আয়ুর্বেদের ৩। আয়ুর্বেদ সর্বস্ব এবং ৪। বিশ্রান্ত বিদ্যাবিনোদ; পৌরাণিক কাব্যের ৫। চম্পূ রামায়ণ; নীতিশাস্ত্রের; ৬। চাণক্যনীতি; ধর্মশাস্ত্রের ৭। চারুচর্যা ; আইন সংক্রান্ত; ৮। ব্যবহার সমুচ্চয়; অভিধান বিষয়ের ৯। নাম মালিকা; যোগ দর্শন বিষয়ের , ১০। যোগ সূত্রের বৃত্তি - রাজমার্তণ্ড; অপদেশাদি সাধারণ কাব্য বিষয়ের ১১। বিদ্যাবিনোদ কাব্য; প্রশ্ন বিষয়ক ফলিত জ্যোতিষের, ১২। বিদ্বজ্জন বল্লভ - প্রশ্নজ্ঞান; ব্যাকরণ - সংক্রান্ত, ১৩। শব্দানুশাসন; শৈবাগম বা শৈবদর্শন বিষয়ক, ১৪। তত্ত্ব প্রকাশ, ১৫। শিবতত্ত্বরত্নকলিকা; দুর্গনির্মাণ বিষয়ক স্থাপত্যে, ১৬। সমরাঙ্গন সূত্রধার; সাহিত্যতত্ত্ব বিষয়ে, ১৭। সরস্বতী কণ্ঠাভরণ; সংগ্রহ গ্রন্থ বিষয়ে, ১৮। সিদ্ধান্ত (শৈব) সংগ্রহ; রম্যরচনা সংগ্রহে, ১৯। সুভাষিত প্রবন্ধ; এবং রত্নবিজ্ঞান বিষয়ে, ২০। যুক্তিকল্পতরু।।[৪]

বিভিন্ন বিষয়ে এতগুলো গ্রন্থ প্রণয়ন হয়তো নিয়োজিত উপযুক্ত গ্রন্থকারদের সাহয্যেই করা হয়েছে, তথাপি ভোজদেবের বিদ্যানুরাগ এবং বিদ্বজ্জনপোষণ অবশ্যই আদর্শ স্থানীয় ছিল-তাতে সন্দেহ নেই। তাঁর যাবতীয় গ্রন্থ বাংলাদেশে তথা ভারতের বিভিন্ন স্থানে যথেষ্ট খ্যাতি অর্জন করেছিল। গ্রন্থের বিষয় নির্বাচনে তাঁর দক্ষতা ও প্রখর দৃষ্টির পরিচয় মেলে। উল্লিখিত ১৬টি বিষয় ছাড়াও অত্যন্ত অপ্রায়িক পশু চিকিৎসা বিষয়ে সর্বাদিম মুনিবর শালিহোত্রের নামে উক্ত গ্রন্থের নামকরণ দ্বারা সত্যিকার শালিহোত্রীয় পশু চিকিৎসা গ্রন্থের এক দফা সম্পাদনা কিনা তা'বলা যায়না। তা'হলেও উদ্যোগ অত্যন্ত প্রশংসার্হছিল - বলা যায়।

রামায়ণ চম্পূর রচয়িতা ভোজ এবং সরস্বতীকণ্ঠাভরণ ও শৃঙ্গার প্রকাশের রচয়িতা ভোজ একই ব্যক্তি কিনা, এ বিষয়ে অনেকেই সংশয় প্রকাশ করেছেন। 'রামায়ণ চম্পূর' রচয়িতা এবং 'সরস্বতী কণ্ঠাভরণ' ও 'শৃঙ্গার প্রকাশের' রচয়িতা ভোজ যে একই ব্যক্তি নন এ বিষয়ে অনেকটা সিদ্ধান্তে আসা যায়।

Dhaka University Institutional Repository

'রামায়ণ চম্পূর' সমাপ্তি বাক্য (Colophon) এবং 'সরস্বতী কণ্ঠাভরণ' ও শৃঙ্গার প্রকাশ' এর সমাপ্তি বাক্য (Colophon) দু'টি পাশাপাশি উল্লেখ করে যৌক্তিকতা বিশ্লেষণে পরিলক্ষিত হয়, রামায়ণ চম্পূর রচয়িতা ভোজ ও উল্লিখিত অপর দু'টি গ্রন্থের রচয়িতা এক ব্যক্তি নন।

রামায়ণ চম্পূর 'সমাপ্তি বাক্য' (Colophon) হচ্ছে '' ইতিবিদর্ভরাজ বিরচিতে চম্পূ রামায়ণে; আর সরস্বতী কণ্ঠাভরণ ও 'শৃঙ্গার প্রকাশ' এর 'সমাপ্তি বাক্যা' (Colophon) হচ্ছে ''ইতি মহারাজাধিরাজ শ্রীভোজদেব বিরচিতে 'সরস্বতী কণ্ঠাভরণে' 'শৃঙ্গার প্রকাশে'। ধারাধিপতিভোজ ও বিদর্ভাধিপতি ভোজ একই ব্যক্তি না হওয়ার ক্ষেত্রে যুক্তি হলো- প্রথমত ধারাধিপতিভোজ ও বিদর্ভাধিপতিভোজ একই ব্যক্তি হলে 'সমাপ্তিবাক্য' (Colophon) এর ক্ষেত্রে দু'রকম হবে কেন? দ্বিতীয়ত ভৌগোলিক অবস্থান বিচারে বিদর্ভ বেয়ারের অন্তর্গত, আর ধারা মালবের অন্তর্গত। তৃতীয়ত, বিদর্ভাধিপ ভোজ ও ধারাধিপ ভোজ একই ব্যক্তি হলে বিদর্ভ এবং ধারা এ দুটি স্থানের নামের মধ্যে যেটি প্রসিদ্ধ শুধু সে স্থানের অধিপতি হিসেবে উল্লেখ করার কথা। একই ব্যক্তি হলে বিদর্ভাধিপতিভোজ ও ধারাধিপতিভোজ এ ভাবে অভিহিত করার যৌক্তিকতা বিষয়ে প্রশ্নের অবকাশ থাকে। এ আলোচনানুসারে বলা যায় যে, ধারাধিপতি ভোজ ও বিদর্ভাধিপতিভোজ এক ব্যক্তি নন।[৫]

ভোজ রচিত 'রামায়ণ চম্পূ' বিশেষ জনপ্রিয় কাব্য। কেউ কেউ মনে করেন -'কিষ্কিন্ধা কাণ্ড' পর্যন্তই ভোজের রচিত। অবশিষ্ট অংশ লক্ষ্মণ কবি নামে কোনও একজন পরবর্তীকালে রচনা করে এর সঙ্গে সংযোজিত করেছেন।

যঃ কান্তান্নিববন্ধ চম্পূবিধয়া পঞ্চাপি ভোজঃ কবিঃ।

যো বা ষষ্ঠমচষ্ট লক্ষ্মণ কবিস্তাভ্যামু ভাভ্যামপি।।

'কৃষ্ণকর্ণামৃত' গ্রন্থের রচয়িতা কৃষ্ণলীলাশুক ভোজদেবের রচিত 'সরস্বতীকণ্ঠাভরণের উপর টীকা লিখেছেন। [৬]

Dhaka University Institutional Repository

ঘ) ভোজ প্রবন্ধের রচয়িতা বল্লাল

ভোজ প্রবন্ধের রচয়িতা বল্লাল, বল্লভ ভট্ট বা বল্লাল সেন খ্রীঃ ষোড়শ শতাব্দীতে আবির্ভূত হন। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, ইতিহাস খ্যাত এক বল্লাল সেন ছিলেন, যাঁর আবির্ভাব খ্রীষ্টীয় ১২শ শতাব্দীর প্রারম্ভে। তিনি বাংলার সেন বংশীয় রাজা বিজয় সেনের পুত্র। মাতা বিলাস দেবী। সেন বংশীয় রাজগণের মধ্যে বল্লাল সেনই সবচেয়ে প্রসিদ্ধ। আদিশূর যেমন কান্যকুবজ হতে পঞ্চ ব্রাহ্মণ এনে অক্ষয় কীর্তি সংস্থাপন করে গেছেন, বল্লাল সেনও তেমনি বঙ্গীয় ব্রাহ্মণ এবং বৈদ্য ও কায়স্থদিগের মধ্যে কৌলিন্য প্রথার সৃষ্টি করে খ্যাতি লাভ করেছেন। বল্লাল সেন নিজ রাজ্যকে পাঁচ ভাগে বিভক্ত করেন, যথা - (১) রায়, (২) বরেন্দ্র, (৩) বাগড়ি, (৪) বঙ্গ অর্থাৎ পূর্ব বাঙালা (বর্তমান ঢাকা ও চট্টগ্রাম বিভাগ) এবং (৫) মিথিলা। এ থেকে বুঝা যায় যে, রাজা বল্লাল কেবল বঙ্গদেশে সীমাবদ্ধ ছিলেন না, বিহারের কিছু অংশও তাঁর অধিকার ভুক্ত ছিল। এই সুবিস্তীর্ণ রাজ্য সুষ্ঠু ভাবে শাসন করার জন্য তিনি নবদ্বীপ, গৌড় ও রামপাল এই তিন স্থানে রাজধানী স্থাপন করেন। গৌড় বর্তমানে মালদহ জেলার এবং রামপাল ঢাকা জেলার (বর্তমান মুন্সীগঞ্জ) অন্তর্গত। গৌড় ও রামপালের রাজভবনাদির ভগ্নাবশেষ আজও দেখা যায়। ১১১৮ বা ১১১৯ খ্রীষ্টাব্দে বল্লাল সেন মৃত্যু বরণ করেন। বল্লাল বিদ্বান ও বিদ্যোৎসাহী ছিলেন। তিনি 'দান সাগর' ও 'অদ্ভুত সাগর' নামে দু'টি সুপ্রসিদ্ধ গ্রন্থ রচনা করেন।[৭]

ভোজ প্রবন্ধের রচয়িতা প্রসঙ্গে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃত ও পালি বিভাগের অধ্যাপক ড. পরেশ চন্দ্র মণ্ডল ও ড. দিলীপ কুমার ভট্টাচার্য্যের অভিমত হলো-

> ভোজ প্রবন্ধের রচয়িতা হিসেবে বল্লাল সেনের নাম উল্লেখ করা হলেও এ নিয়ে মতভেদ রয়েছে। এই গ্রন্থটি রাজা ভোজের জীবন চরিত। উজ্জয়িনীর ধারা নগরী ছিল ভোজ রাজার রাজধানী। রাজা নিজে যেমন ছিলেন বিদ্বান আবার তেমনি ছিলেন বিদ্যোৎসাহী। ভোজদেবের রচিত 'সরস্বতী কণ্ঠাভরণ' ও 'রামায়ণ চম্পূ' দুখানা উল্লেখ যোগ্য গ্রন্থ।[৮]

ভোজ প্রবন্ধের রচয়িতা বল্লাল সম্পর্কে উল্লেখযোগ্য কোন তথ্য পাওয়া যায়নি। তাঁর সার্থক সাহিত্য কর্মটির সঙ্গেই শুধু পাঠক পরিচিত।

Dhaka University Institutional Repository

ঙ) ভোজ প্রবন্ধের রচনা কাল।

ভোজ প্রবন্ধের রচনা কাল ষোড়শ শতক। ভোজ প্রবন্ধের রচয়িতা বল্লাল খ্রীঃ ষোড়শ শতাব্দীতে আবির্ভূত হন। এই প্রসঙ্গে অন্য মতও প্রচলিত আছে। শ্রী কৃষ্ণমাচারি তাঁর History of Classical Sanskrit Literature গ্রন্থে বলেছেন - "The author of Bhojaprabandha is called Vallabha Pandita in a Ms (D. C. XXI 8166) Published with a French translation and Commentary by T. Pavice in J. A. IV 210 et. Seq and the composition is there assigned to the 13th Cent A. D. Ward (History of Religion and Litarature of the Hindus, 1, 516) calls it a work himself which is obviously wrong" অর্থাৎ ফরাসি অনুবাদে এবং T. Pavic এর J. A 210 et. তে তাঁর মতামত সংবলিত এম, এস. প্রকাশনায় ভোজ প্রবন্ধের লেখককে বল্লভ পন্ডিত বলা হয়েছে। এবং রচনাকে ত্রয়োদশ শতাব্দীর বলে বলা হয়েছে। Ward এটাকে নিজের কাজ বলেছেন যা স্পষ্টই ভুল।

Keith এর মতে ভোজ প্রবন্ধের লেখক বল্লাল সেন। "Collection of witty but quite untrustworthy legends of court of Bhoja, The Bhojaprabandha of Ballalasena is of the sixteenth century. (A History of Sanskrit Literature P. 293)[৯] বুদ্ধিদীপ্ত কিন্তু সম্পূর্ণ বিশ্বাস স্থাপন করা যায় ভোজ দরবারের এমন পৌরাণিক কাহিনীর সংগ্রহ এগুলো। বল্লাল সেনের ভোজ প্রবন্ধ ষোড়শ শতকের রচনা।

বল্লাল বিরচিত ভোজ প্রবন্ধে স্থান-কালোচিত্য বিবেচনা না করে রাজ দরবারে কালিদাস ভবভূতি প্রভৃতি বিদগ্ধ কবি ও সুধীজনদের হাজির করা হয়েছে। একটি সার্থক গল্প বা উপাখ্যান বা উপন্যাস রচনায় উল্লিখিত বিষয়টি এড়িয়ে যাওয়া উচিত নয়।

গল্প, উপাখ্যান বা উপন্যাসে William Henry Hudson ছয়টি অপরিহার্য উপাদানের কথা বলেছেন। (১) প্লট, (২) চরিত্র (৩) সংলাপ (৪) স্থান ও কালোচিত্য (৫) স্টাইল বা রচনাশৈলী (৬) লেখকের সামাজিক জীবন দর্শন।

ভোজ প্রবন্ধে উল্লিখিত কবি ও সুধীজন ঃ

মহাকবি কালিদাস, মাঘ, দন্ডী, বাণভট্ট, ভবভূতি, ভারবি, ভীম, ময়ূর, মল্লিনাথ, মুঞ্জ, লক্ষ্মীধর, বররুচি (অনেকের মতে অপর নাম কাত্যায়ন)। বিষ্ণু, বিক্রমার্ক বা বিক্রমাদিত্য, শঙ্কর, সোমনাথ। মহিলাকবি - বীণা। সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাসে কয়েকজন বিশিষ্ট মহিলা কবি রয়েছেন। যথা - বিদ্যা, বিকট নিতম্বা, ভাব দেবী, গৌরী, পদ্মাবতী, বিদ্যাবতী প্রভৃতি।

Dhaka University Institutional Repository

বল্লাল বিরচিত ভোজ প্রবন্ধে স্থান-কালোচিত্য লঙ্ঘন করেই উল্লিখিত কবি ও বিদগ্ধ জনদের রাজ দরবারে হাজির করা হয়েছে। এ সত্যটি স্বীকার করতে দ্বিধা নেই - লেখক রাজ দরবারের শ্রী বৃদ্ধি করতেই এটি করেছেন। যাঁদের নামোল্লেখ করা হয়েছে সংস্কৃত সাহিত্যের গৌরবময় ইতিহাসে এদের সবাই স্ব-মহিমায় প্রতিষ্ঠিত, প্রথিতযশা। এতে রাজা ভোজের গুণী-সুধী জনদের প্রতি শ্রদ্ধা ও সম্মান প্রদর্শনের কথাই ব্যক্ত করে। উল্লেখ্য রাজা ভোজ বিদ্যানুরাগী ও সার্থক কবি।

Dhaka University Institutional Repository

চ) ভোজ প্রবন্ধের শ্রেণী বিচার

সাহিত্য মাত্রই সমাজ মনের ভাষাগত প্রকাশ ও আত্মেতর সচেতনতার বাস্তব প্রতিফলন। শিল্পের জন্য শিল্প নয়। শিল্প মানুষের জন্য মানুষের সৃষ্টি। সাহিত্যও শিল্পের এক বিশেষ জাতি। আবার সাহিত্যের মধ্যেও অনেক প্রজাতি আছে। যেমন ঃ কাব্য-নাটক, উপন্যাস প্রভৃতি। সংস্কৃত সাহিত্যে সব কিছুকেই কাব্য আখ্যা দেয়া হয়েছে। কাব্য দু'ভাগে বিভক্ত, শ্রব্য ও দৃশ্য কাব্য। শ্রব্য কাব্যের মধ্যে পড়ে পদ্য-গদ্য-চম্পূ। পদ্যের মধ্যে মহাকাব্য-খণ্ডকাব্য, কোষকাব্য। গদ্যের মধ্যে পড়ে কথা ও আখ্যায়িকা। দৃশ্য কাব্য দু'ভাগে বিভক্ত, রূপক ও উপরূপক। আবার রূপক ও উপরূপক নানা ভাগে বিভক্ত। ছকের সাহায্যে বিভাগগুলোকে দেখানো যেতে পারে।[১১]

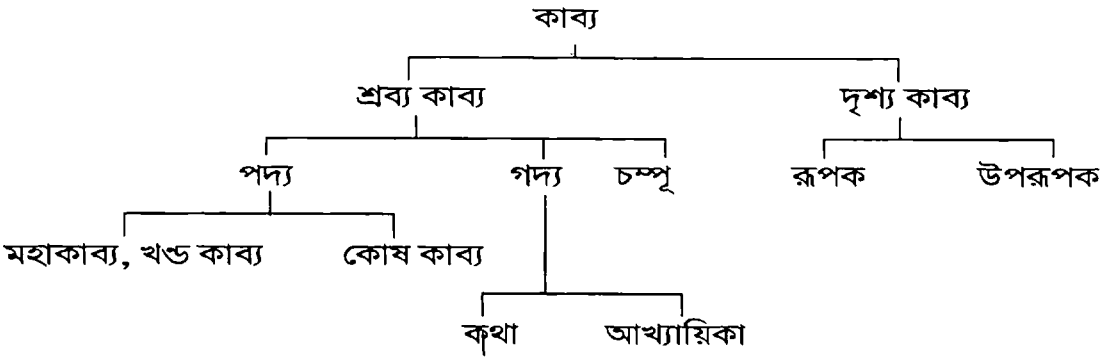

ছকের সাহায্যে কাব্যের উল্লিখিত বিভাগ ছাড়াও 'গল্প' কাব্য (Tale) নামক এক শ্রেণীর কাব্য সংস্কৃত সাহিত্যেকে অলঙ্কৃত করেছিল। এই শ্রেণীর কাব্যও আবার দু'শ্রেণীতে বিভক্ত। কতগুলো উপদেশাত্মক, সুকুমারমতি বালক-বালিকাদের সন্মার্গের প্রতি প্রবৃত্তির উদ্বোধনই এদের প্রধান উদ্দেশ্য। যথা - পঞ্চতন্ত্র প্রভৃতি কতগুলো কাব্যে গল্প বলার জন্যেই গল্প বলা হয়। বক্তা বা লেখকের উপদেশ দানের স্পৃহার সঙ্গে রস পরিবেশনের স্পৃহা ও মহান ব্যক্তিদের মহিমাকীর্তনের স্পৃহাও পরিলক্ষিত হয়। ভোজ প্রবন্ধ এই শ্রেণীর কাব্য। বহু গল্প কাহিনীর কেন্দ্রীভূত ধারাধিপতি ভোজ যিনি সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাসে বৈয়াকরণ আলঙ্কারিক ও কবি রূপে বিশিষ্ট স্থানের অধিকারী, তাঁরই দানশীলতা, বিদ্যানুরাগ ও কাব্যপ্রিয়তা প্রকাশের জন্য একাধিক সংক্ষিপ্ত কাহিনীর সংকলন এই প্রবন্ধে করা হয়েছে। কাহিনী গুলো কল্পনা প্রসূত বলে এদের ঐতিহাসিক মূল্য খুবই কম।

ভোজ প্রবন্ধের ঐতিহাসিক মূল্যকে যত নগণ্য করেই দেখা হোকনা কেন তারপরও বলতে হয় ভোজ প্রবন্ধের চরিত্র ও প্রবন্ধ পরিকল্পনা যুগাশ্রয়ী হয়েও যুগাতীত।

Dhaka University Institutional Repository

।।তথ্য নির্দেশ।।

১. ড. গৌরীনাথ শাস্ত্রী ও অন্যান্য 'সম্পাদিত', "সংস্কৃত সাহিত্য সম্ভার" (১৭ তম খণ্ড), কলিকাতা, ১৯৮৪ ইং পৃঃ ১২৯।

২. সুবলচন্দ্র মিত্র, 'সংকলিত', "সরল বাঙ্গালা অভিধান", ৮ম সংস্করণ, কলিকাতা ১৯৮৫ ইং পৃঃ ১০৩৮।

৩. ড. বিমানচন্দ্র ভট্টাচার্য, "সংস্কৃত সাহিত্যের রূপরেখা" কলিকাতা, ১৯৮০ ইং পৃঃ ১৩৯

৪. মণীন্দ্র সমাজদার, "সংস্কৃত-প্রাকৃত-অবহট্‌ঠ সাহিত্যের ইতিবৃত্ত" বাংলা একাডেমী, ঢাকা। ১৯৮৭ ইং পৃঃ ১৮৬-১৮৭।

৫. ড. বিমানচন্দ্র ভট্টাচার্য, প্রাগুক্ত; পৃঃ ১৩৯।

৬. ঐ, প্রাগুক্ত ; পৃঃ ২৪৮ ।

৭. সুবলচন্দ্র মিত্র, প্রাগুক্ত; পৃঃ ৯২০।

৮. ড. পরেশচন্দ্র মণ্ডল ও ড. দিলীপ কুমার ভট্টাচার্য্য, "সংস্কৃত প্রবেশিকা" ['ভোজ প্রবন্ধ' - ভূমিকা অংশ, ব্রহ্মরাক্ষস - কালিদাস সংবাদ ঃ] ১৯৯১ ইং, পৃঃ ৫৩।

৯. ড. গৌরীনাথ শাস্ত্রী ও অন্যান্য 'সম্পাদিত' প্রাগুক্ত; পৃঃ ১২৫।

১০. William Hanry Hudson, "An Introduction to the Study of Literature." George G. Harrap Co. Ltd. London-1961 PP. 125

১০. কমল কুমার সান্যাল, "মৃচ্ছকটিক ও মুদ্রারাক্ষস" - এর মূল্যায়ন ৩৮, বিধান সরণী, কলিকাতা, ১৯৭৬ ইং পৃ ঃ ২

১২. শ্রীশচন্দ্র দাশ, 'সাহিত্য সন্দর্শন', ঢাকা, নতুন সং - ১৯৯৭ ইং পৃঃ ১৪৪ থেকে উদ্ধৃত -"Style is means by which a human being gains Contact with others; it is personality Clothed in words, character embodied in speech." (Lucas)

১৩. শ্রীশচন্দ্র দাশ, প্রাগুক্ত; - পৃঃ ১৪৫ থেকে উদ্ধৃত - "The idea of style is essentially and immutably manner the whole manner in which ideas are conceived and brought into the world as written words-manner of thinking, manner, of feeling and manner of expression."-(Lionel B. Burows)

১৪. William Henry Hudson, প্রাগুক্ত; pp – 33.

The Essay fills so large a place in modern literature and is so attractive a form of composition, That attraction must necessarily be given to it in any course of literary study. At the same time, its out lines are so uncertain, and it varies so much in matter, purpose, and style, That systematic treatment of it impossible.

১৫. William Henry Hudson, প্রাগুক্ত; pp 128.

I. The Elements of Fiction.

II. Plot in the Novel. Subject matter in Fiction – The importance of Fidelity – Plot – The gift of story telling – Loose Plot and Organic Plot – Simple and compound Plots – Methods of Narration.

Dhaka University Institutional Repository

III. Characterisation. Its Elementary Condition – The Mystery of the creative process – The power of Graphic Description – The Analytical and Dramatic Methods of Characterisation – The character in the Making – The Question of Range in Characterisation – Characterisation and knowledge of life.

IV. The relations of Plot and Character. Their Combination – "Motivation."

V. Dialogue. Tests to be applied to it.

Dhaka University Institutional Repository

চতুর্থ অধ্যায়

(ক) সংস্কৃত গল্প সাহিত্যের আঙ্গিক প্রকরণ এবং বল্লাল রচিত ভোজ প্রবন্ধের তুলনা মূলক বৈশিষ্ট্য।

মানুষের মনে গল্প সাহিত্যের আকর্ষণ চিরন্তন; বাস্তবের চেয়ে গল্পে বর্ণিত কল্পনার জগৎ বেশি রমণীয়। (সংস্কৃত সাহিত্যে গল্পকে বলা হত 'কথা'। খ্রীষ্টপূর্ব যুগেই সংস্কৃত কথা সহিত্যের উদ্ভব ও বিকাশ ঘটে।) রূপকথা ও গল্পের কল্প লোকে মানুষের অতৃপ্ত বাসনা, অপূর্ণ শক্তি অবিশ্বাস্য ঘটনা এ সবই মনোজগতে পরিপূর্ণ সার্থক হয়ে উঠে। পৃথিবীর সব প্রাচীন সাহিত্যে লোক চিত্তহারী গল্প পাওয়া যায়। সম্ভবত ভাষা আবিষ্কারের পরও সাহিত্য রচনার প্রাক্ যুগে মানুষের মধ্যে কোন না কোন আকারে মৌখিক গল্পের প্রচলন ছিল, পরবর্তী কালে রূপান্তরের মধ্যদিয়ে সে গুলোই লোকসাহিত্যের (Folk-Literature) মর্যাদা লাভ করে। অতি প্রাচীন কালে মানুষ প্রকৃতি ও গৃহপালিত জীব-জন্তুর সঙ্গে অন্তরঙ্গ জীবন-যাপন করত। তাই ভাষা আবিষ্কারের পর মানুষ নিজের আদর্শে পশু-পাখির মুখে ভাষা দিয়ে নানা রূপ-কল্প রচনা করত। কখনও কখনও ঐ সব কাহিনীতে লোক পরম্পরায় নৈতিক উপদেশ যোগ করা হ'ত। কখনো বা নীতি উপদেশ ছাড়া স্বয়ং সম্পূর্ণ গল্পই থাকত। মানুষের অনুকরণে সৃষ্ট কাল্পনিক জগতে দেব-দেবী, রক্ষঃ যক্ষ-কিন্নর-গন্ধর্ব-অপ্সরা প্রভৃতিকে নিয়ে গল্প কথা সৃষ্টিতে অনুপ্রেরণা পেত।

সংস্কৃত সাহিত্যে 'গল্প' বা 'কথা' রস পিপাসু বিবুধ পাঠকদের জন্য গল্প কথার এক অমূল্য ভাণ্ডার সঞ্চয় করে রেখেছে। এখানে পশু, পাখি ও মানুষের গল্প একই সাথে অথবা পৃথক পৃথক সংকলিত। গল্পের রাজ্যে বাস্তব ও কল্পনার আশ্চর্য সংমিশ্রণ ঘটেছে। অঘটনঘটনপটিয়সী রঙে রাঙানো সর্ব সাধারণের চিত্ত বিনোদনের অমূল্য উপকরণ রূপে চেতনা ও জড় জগতের মনুষ্য ও মনুষ্যেতর সকলকে নিয়েই কথা সাহিত্যের বিচিত্র রসের কারবার। হিন্দু- বৌদ্ধ-জৈন ধর্মের অন্তর্গত সংস্কৃত পালি ও প্রাকৃত কথা সাহিত্যে অমূল্য বৈভব সঞ্চিত আছে। তবে তুলনামূলক ভাবে সংস্কৃত কথা সাহিত্যই সামগ্রিক ভাবে স্বয়ং সম্পূর্ণ। আলোচ্য সাহিত্যে উপাদান ও বৈশিষ্ট্য অনুধাবন করলে তার বহুধা বৈচিত্র্য লক্ষ করা যায়। ধর্ম, রাজনীতি ও সমাজনীতির আদর্শ, গুরু গম্ভীর ও লঘুচপল বক্তব্য, ব্যঙ্গ-কৌতুক প্রভৃতি সর্বজন বোধ্য ভাষার মাধ্যমে উপস্থাপিত। তাই আমরা এসব গল্প পাঠ করে উপভোগ করি-তরল হাস্যরস, তীক্ষ্ণ ব্যঙ্গ-বিদ্রুপ, উপদেশ, সরস আখ্যান এবং বৈচিত্র্যময় অসংখ্য চরিত্র। আধুনিক কালের

Dhaka University Institutional Repository

ছোট গল্প, উপন্যাস ও লোকসাহিত্যের অনেক বৈশিষ্ট্য সংস্কৃত কথা সাহিত্যের মধ্যে পরিস্ফুট।[১]

সংস্কৃত কথা সাহিত্যের বিচিত্র রস আস্বাদন করে ম্যাকডোনাল লিখেছেন-

> 'But the folklore literature introduces us to a world of infinite originality, in which the characters are no longer stereotyped, as in the epics and the drama, but are human beings with individual traits, not only heroic warriors, virtuous kings and beautiful princesses, but people of the most varied kind-peasants, merchants, artisans, and all sorts of doubtful characters, thieves, vagabonds, selfish brahmins, hypocritical monks, courtesans, and procuresses. It is an imaginary world, full of marvellous and complicated fairy tales, of wit in the invantion of seriofus and comic scenes, of wealth of fancy in the creation of ever new material in the story of romance. This is in fact the most original department of Indian Literature.[২]

অর্থাৎ লোক সাহিত্যের (Folklore- Literature) চরিত্র সমূহ বিশেষ কোন গন্ডিতে আবদ্ধ নয় বরং এদের বিস্তৃতি অসীম। কিন্তু মহাকাব্য ও নাটকের চরিত্র সমূহ শুধু বীর যোদ্ধা, মহিমান্বিত রাজ-রাজড়া, এবং রূপসী রাজকন্যাদের নিয়েই রচিত নয়; বরং এটি বিভিন্ন প্রকারের মানব চরিত্র, যেমন- চোর, ভবঘুরে, স্বার্থান্বেষী ব্রাহ্মণ, ভন্ড-সন্ন্যাসী, পারিষদ বৃন্দ এবং গণিকাদের দালাল নিয়েই রচিত। এটি একটি কাল্পনিক জগৎ। অত্যাশ্চর্য এবং জটিল রূপকথায় পরিপূর্ণ চরম এবং কৌতুকোদ্দীপক দৃশ্যপট সৃষ্টিতে বাক্ বৈদগ্ধপূর্ণ। রোমাঞ্চকর কাহিনীতে নতুন নতুন উপাদান সৃষ্টিতে কল্পনা ঋদ্ধ। বস্তুত ভারতীয় সাহিত্যে এটি একটি স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য মন্ডিত বিভাগ। গল্প সাহিত্যের বা কথা সাহিত্যের অন্তর্গত গল্প গুলোর দুটি সুনির্দিষ্ট ভাগ আছে-এক ভাগের চরিত্রগুলো মানুষ আর অন্য এক ভাগেরচরিত্র পশু-পাখি। ব্যাপকভাবে উভয় শ্রেণীই গল্প সাহিত্যের (Popular Tales) অন্তর্গত এবং দ্বিতীয় শ্রেণীর গুলোকে একটু স্বাতন্ত্র্যের মর্যাদা দেয়ার জন্য ইংরেজিতে বলা হয়' 'Fables.' গল্প সাহিত্য প্রসঙ্গে Keith বলেন-

> "The fable, indeed, is essentially connected with the two branches of Science known by Indians as the Nitisastra and the Arthasastra, Which have this in common as opposed to the Dharmasastra that they are not codes of morals, but deal with man's action in practical politics and conduct of the ordinary affairs of everyday life and intercourse. We must

Dhaka University Institutional Repository

> not, how ever, exaggerate the contrast between these Sastras, for in the Arthasastra and the Nitisastra alike there is much common sense and that is often in accord the didactic as intended merely to extol cleverness without regard to morality."[৩]

অর্থাৎ গল্প কথাটি প্রধানত বিজ্ঞানের দু'শাখার সাথে সম্পর্কযুক্ত ভারতীয়দের কাছে যা নীতি শাস্ত্র এবং অর্থশাস্ত্র নামে পরিচিত, যাদের উভয়েরই এটা সাধারণ আছে ধর্মশাস্ত্রের বিপরীতে। অর্থাৎ সেগুলো নৈতিক সূত্র নয় বরং বাস্তব রাজনীতিতে মানুষের কর্ম এবং নিত্যদিনের আদান-প্রদানের সাধারণ ব্যাপারের বিধি নিয়ে আলোচনা করে। আমরা অবশ্যই অতিরঞ্জিত করবো না শাস্ত্র সমূহের বৈসাদৃশ্যকে, কেননা অর্থ ও নীতি শাস্ত্রে সমান ভাবে যথেষ্ট সাধারণ বুদ্ধি রয়েছে এবং তা প্রায়ই বাস্তব নৈতিকতার সাথে তাল রেখে; শীঘ্র আমরা শিক্ষা মূলক দিক বুঝতে পারি যার উদ্দেশ্য হচ্ছে নৈতিকতাকে সম্মান না করে শুধু চাতুর্যকে প্রশংসা করা।

উল্লিখিত দু' শ্রেণীর গল্পের পার্থক্য সম্পর্কে Keith বলেনঃ

> "It differs from the tales in that the fable element with its didactic stanzas decidedly prevails over other elements while the tale includes the fable merely as a lesser constituent. Both profit by this absence of rigidity, which permits either a richer and more elaborate development. Even so late a work as the Hitopodesa knows how to seek variety by blending the beast fable with Marchen and spicy narrative of human life."[৪]

অর্থাৎ এটা সাধারণ গল্প থেকে ভিন্নতর, এক্ষেত্রে যে শিক্ষামূলক স্তবক সমেত পশুকাহিনী উপাদান অন্য উপাদানের উপর প্রাধান্য বিস্তার করে আবার সাধারণ গল্পের মধ্যে পশু কাহিনী সম্পৃক্ত কম গুরুত্বের উপাদান হিসেবে। উভয়েই সমৃদ্ধ হয় কঠোরতার অনুপস্থিতিতে যা এনে দেয় এক উন্নততর বিষয়বস্তু এবং অধিকতর বিস্তৃতি বিকাশ। এমনটি হিতোপদেশের মতো একটা বিলম্বিত কর্মও বুঝে নেয় কি করে বিভিন্নতা খুঁজতে হয় পশুকাহিনীকে মানব জীবনের গতিশীল ও সরস বর্ণনার সঙ্গে সংমিশ্রণ করে।

Macdonell বলেন-

> "In these fables and fairy tales, the abundant introduction of ethical reflection and popular philosophy is characteristic the apologue with its moral is peculiarly subject to this method of treatment."[৫]

Dhaka University Institutional Repository

অর্থাৎ এই নীতি কথা আর রূপ কথার গল্পে নীতি কথার প্রতিফলনের ও সাধারণ দর্শনের প্রচুর প্রয়োগ বিশেষ লক্ষণীয়। এই নীতিকথা সমৃদ্ধ পশু কাহিনী প্রয়োগ পদ্ধতির বিশেষ উপাদান হয়েছে।

সংস্কৃত সাহিত্যের প্রাচীনতম কথাগ্রন্থ পঞ্চতন্ত্র। প্রাচীন সংকলনকারগণ সকলেই পঞ্চতন্ত্রকে মূল গ্রন্থরূপে উল্লেখ করে নিজেদের অধর্মন্যতা স্বীকার করেছেন। F. Edgerton ও J. Hertel নামক ইউরোপীয় পন্ডিতদ্বয় আলোচ্য গ্রন্থ সম্পর্কে বিস্তারিত গবেষণা এবং বিশ্ব সাহিত্যে তার প্রভাব সম্পর্কে বিশদ আলোচনা করেছেন। গুণাঢ্যের বৃহৎকথার ন্যায় মূল পঞ্চতন্ত্র লুপ্ত হলেও অতি প্রাচীনকালেই তার যে সব রূপান্তর ঘটেছিল, তৎসম্পর্কে বিশদভাবে জানা যায়।

মূল পঞ্চতন্ত্র (লুপ্ত) ঃ

১. তন্ত্রাখ্যায়িকাঃ ক) পূর্ণভদ্র প্রণীত জৈন সংস্করণ (১১৯৯ খ্রীঃ)

খ) ক্ষুদ্রাকার জৈন সংস্করণ।

২. উত্তর-পশ্চিমী সংস্করণ (লুপ্ত)ঃ

ক) গুণাঢ্যের বৃহৎ কথা (লুপ্ত)

খ) বুদ্ধ স্বামীর শ্লোক সংগ্রহ,

গ) ক্ষেমেন্দ্রের বৃহৎকথা মঞ্জরী,

ঘ) সোমদেবের কথা সরিৎসাগর।

৩. দক্ষিণী সংস্করণ (লুপ্ত)ঃ

ক) নেপালী সংস্করণ

খ) হিতোপদেশ (বঙ্গীয় সংস্করণ)।

৪. পহলবী সংস্করণ (লুপ্ত)ঃ

মূল পঞ্চতন্ত্র লুপ্ত। হার্টেলের মতে মূল পঞ্চতন্ত্র ও তদ্ অবলম্বনে রচিত তন্ত্রাখ্যায়িকা উভয়ই কাশ্মীরীয় কবির দ্বারা প্রণীত। অবশ্য পঞ্চতন্ত্রের পরবর্তী সংস্করণের সূচনায় উক্ত মহিলারোপ্য নগরের রাজা অমর শক্তির কথা যদি সত্য ঘটনা হয়, তাহলে পঞ্চতন্ত্রকে দক্ষিণ ভারতের রচনা বলা উচিত। উত্তর পশ্চিমী সংস্করণটিও লুপ্ত; তবে উক্ত সংস্করণের অবলম্বনে গুণাঢ্যের বৃহৎকথা, বুদ্ধস্বামীর শ্লোক সংগ্রহ (৮ম-৯ম শঃ) ক্ষেমেন্দ্রের বৃহৎ কথা মঞ্জরী (১১শ শঃ) এবং সোমদেবের কথা সরিৎসাগর (১২শ শঃ) প্রণীত হয়। দক্ষিণী পঞ্চতন্ত্রটি লুপ্ত; কিন্তু তাকে অবলম্বন করে রচিত তিনটি সংস্করণ পাওয়া যায়- দক্ষিণী পঞ্চতন্ত্র, নেপালী পঞ্চতন্ত্র, ও হিতোপদেশ। দক্ষিণী পঞ্চতন্ত্র সর্বাপেক্ষা বৃহদাকার। জৈন মুনি মেঘবিজয় (১৬৫০-৬০ খ্রী.) এই গ্রন্থ রচনা করেন এবং মূল গল্পের সঙ্গে কিছু নতুন গল্পও যোগ করেন। নেপালী পঞ্চতন্ত্রের নাম

Dhaka University Institutional Repository

তন্ত্রাখ্যান; ১৪৮৪ সালে এর পুঁথি পাওয়া যায়। তন্ত্রাখ্যায়িকাতেও মূল পঞ্চতন্ত্র সম্পূর্ণ ও বিশুদ্ধভাবে রক্ষিত হয়েছে কিনা তা বলা সম্ভব নয়, তবে উপলভ্যমান সংস্করণগুলির মধ্যে এটিই সর্বাপেক্ষা অধিকতরমূলানুগ। এর রচনা কাল আনুমানিক ৩য়-৪র্থ শতক। লেখক মহাভারতকার বেদব্যাসের নাম উল্লেখ করেছেন এবং মহাভারতের শ্লোক উদ্ধার করেছেন। অবশ্য বর্তমান মহাভারতে ঐ শ্লোকগুলি পাওয়া যায় না। কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রের প্রভাবও লক্ষণীয়।

গল্প সাহিত্যের কথা (খন্ডকথা, পরিকথা) ও আখ্যায়িকা শব্দ সাধারণ ভাবে সমস্ত প্রকার গল্পকে বোঝাতে ব্যবহৃত। তন্ত্র শব্দটি গল্প সংগ্রহ অর্থে প্রযুক্ত। মূল রচনায় সাধারণত পশু পাখি ও মানুষের গল্পের মধ্যে বিষয়গত কোন ভেদ স্বীকৃত হয়নি। অবশ্য পরবর্তীকালে এ গল্পগুলি দুটি ধারায় বিভক্ত হয়ে দুটি গ্রন্থে সংকলিত হয়- পঞ্চতন্ত্র ও হিতোপদেশ। পঞ্চতন্ত্রকার বলেছেন যে তাঁর এই রচনা শিশু পাঠ্য নীতিসার গ্রন্থ। পঞ্চতন্ত্র অর্থাৎ পাঁচটি তন্ত্র বা পরিচ্ছেদ; পরিচ্ছেদগুলি প্রত্যেকটি পৃথক পৃথক ভাবে স্বয়ং সম্পূর্ণ হলেও সমগ্র কাঠামোটি এক। পরিচ্ছেদগুলি হলো- মিত্রভেদ, মিত্রপ্রাপ্তি, সন্ধি বিগ্রহ, লব্ধ প্রণাশ অপরীক্ষিত কারক। অমর শক্তির মূর্খ পুত্রদের পারদর্শী করে তোলার জন্য সভাপন্ডিত বিষ্ণুশর্মার উপর দায়িত্ব দেওয়া হলে তিনি ঐ সুকুমারমতি রাজ কুমারদের শিক্ষা দানের উদ্দেশ্যে পঞ্চতন্ত্র রচনা করেন। মূল রচনা গদ্যে নিবদ্ধ; মাঝে মাঝে নীতি উপদেশাত্মক শ্লোক সংযুক্ত। উক্ত শ্লোকগুলি প্রাচীন যুগেই বিশেষ জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল এবং মহাভারত, স্মৃতি, পুরাণ প্রভৃতি গ্রন্থে এ জাতীয় বহু শ্লোক উদ্ধৃত। পঞ্চতন্ত্রের ভাষা সহজ অনাড়ম্বর, গল্পের অঙ্গ সৌষ্ঠব সম্বন্ধ এবং নীতি-আদর্শের ভাবনা শিল্পসম্মতভাবে বিন্যস্ত। গল্পগুলিতে শুধু ন্যায় নীতি, ত্যাগ-সততা, প্রভৃতি ধর্মের আদর্শ প্রচারই মুখ্য উদ্দেশ্য নয়; পশুপাখির রূপকে মানুষের মহত্ত্ব, ভন্ডামি, শঠতা, হৃদয়হীনতা প্রভৃতি গুণাগুণ পরোক্ষভাবে ব্যক্ত। এখানে গল্পকারের আদর্শে যেমন নীতি বাগীশের ছুঁৎমার্গ নেই, তেমনি নীতিহীনের ধর্ম ভ্রষ্টতাও নেই। গল্প কখনো গল্প মাত্র, কখনো বা প্রত্যক্ষ ন্যায়নীতি বা আদর্শ প্রচারের বাহন, কখনো সাহিত্য গুণ ও নীতিকথার সুচারু সমন্বয়।

বিশ্বসাহিত্যে পঞ্চতন্ত্র

পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, কাশ্মীরী পঞ্চতন্ত্র অর্থাৎ তন্ত্রাখ্যায়িকা থেকে পহলবী (প্রাচীন ফারসি) অনুবাদ করা হয়েছিল (৫৫০ খ্রীঃ)। উক্ত ফারসি অনুবাদ লুপ্ত হলেও তদ-অবলম্বনে রচিত আরবি ও সীরীয় সংস্করণ থেকে প্রাচীন পহলবী গ্রন্থের সম্পর্কে কিছুটা ধারণা করা যায় এই সীরীয় ও আরবি সংস্করণ থেকে ইউরোপীয় গল্প সাহিত্যে পঞ্চতন্ত্রের প্রভাব প্রসারিত হয়। হার্টেলের গবেষণা থেকে জানা যায় যে, ভারতের প্রান্তে

Dhaka University Institutional Repository

এবং বহির্ভারতে জাভা থেকে আইসল্যান্ড পর্যন্ত ৫০টির অধিক ভাষায় এই পঞ্চতন্ত্রে দু'শতাধিক রূপান্তর সম্পাদিত হয় এবং তার মধ্যে তিন-চতুর্থাংশই অভারতীয় ভাষায় নিবন্ধ। খশরু অনুশীরবান্ (৫৩১-৫৭৯ খ্রীঃ)-এর তত্ত্বাবধানে বার্জো নামক জনৈক ফারসি খ্রীষ্টান উক্ত পহলবী অনুবাদ থেকে প্রাচীন ভাষায় অনুবাদ করেন (৫৭০ খ্রীঃ) এবং নামকরণ করেন কলিলগ্ উঅ-দম্নগ্। আলোচ্য অনুবাদের সম্পূর্ণ অংশ পাওয়া যায় না। সীরীয় সংস্করণ থেকে Abdallah ibn-al- Moqaffa কর্তৃক (৭৫০ খ্রীষ্টাব্দে) কলিলহ্ উঅ-দিম্নহ্ নামে আরবিতে অনুবাদ হতে থাকে ঃ ১০ম -১১শ শতকের সীরীয় ভাষায়; ১০৮০ খ্রীষ্টাব্দে গ্রীকে; ১১শ শতকে Rabbi Joel কর্তৃক আরবি থেকে হিব্রুতে; ১২৫১ খ্রীষ্টাব্দে স্পেনীয়ে; ১২৬৩-৭৮ খ্রীষ্টাব্দে (Directorium Vitoehumanoe নামে) ল্যাটিনে এবং ১৪৮০ খ্রীষ্টাব্দে ল্যাটিন ২য় সংস্করণ হয়; ১৪৮৩ খ্রীষ্টাব্দে Anthonius Von Pforr কর্তৃক Das buch der byspel der alten wysen (অর্থাৎ The book of gospel of old sages) নামে জার্মানিতে; ১৫৫২ খ্রীষ্টাব্দে A. F. Doni কর্তৃক দু'খন্ড ল্যাটিন অনুবাদ এবং উক্ত ল্যাটিন অনুবাদ থেকে Thomas North প্রথম খন্ডের ইরেজিতে অনুবাদ করেন এবং নাম করেন The morale philosophie of Doni. Giulio Nuti গ্রীক থেকে ইটালিতে অনুবাদ করেন ১৫৮৩ খ্রীষ্টাব্দে। তারপর ডাচ, হাঙ্গেরীয়, মালয়ী প্রভৃতি বিভিন্ন ভাষায় অনুবাদ হয়।

পঞ্চতন্ত্রের রচনাকাল সম্বন্ধে Hertel বিশদ আলোচনা করেছেন।[৬] খ্রীঃ পূঃ ২য় শতকের পরে যে এটি রচিত তাতে কোন সন্দেহ নেই। পঞ্চতন্ত্র মহাভারতের সাথে পরিচিত এবং এতে 'দীনার' শব্দের ব্যবহার খ্রীষ্টাব্দের প্রথম দিকের রচনা কাল বলে নির্দেশ করে। মহিলারোপ্য নগরে রাজা অমর শক্তির জড়ধী পুত্রগণের শিক্ষার জন্য বিষ্ণুশর্মা নামে কোন ব্রাহ্মণ এটি রচনা করেন, এরূপ বলা হয়েছে।

মূল গ্রন্থ পাঁচটি খন্ডে বিভক্ত ছিল বলে পঞ্চতন্ত্র নাম হয়েছিল। এ পাঁচটি খন্ড বা তন্ত্রের নাম হয়েছিল-

১. মিত্রলাভ,
২. মিত্রভেদ,
৩. কাকোলূকীয়,
৪. লব্ধ প্রণাশ,
৫. অপরীক্ষিত কারক।

Dhaka University Institutional Repository

বৈদেশিক ভাষায় অনূদিত পঞ্চতন্ত্রের একটি পূর্ণাঙ্গ তালিকা নিম্নে প্রদত্ত হলো।[৭]

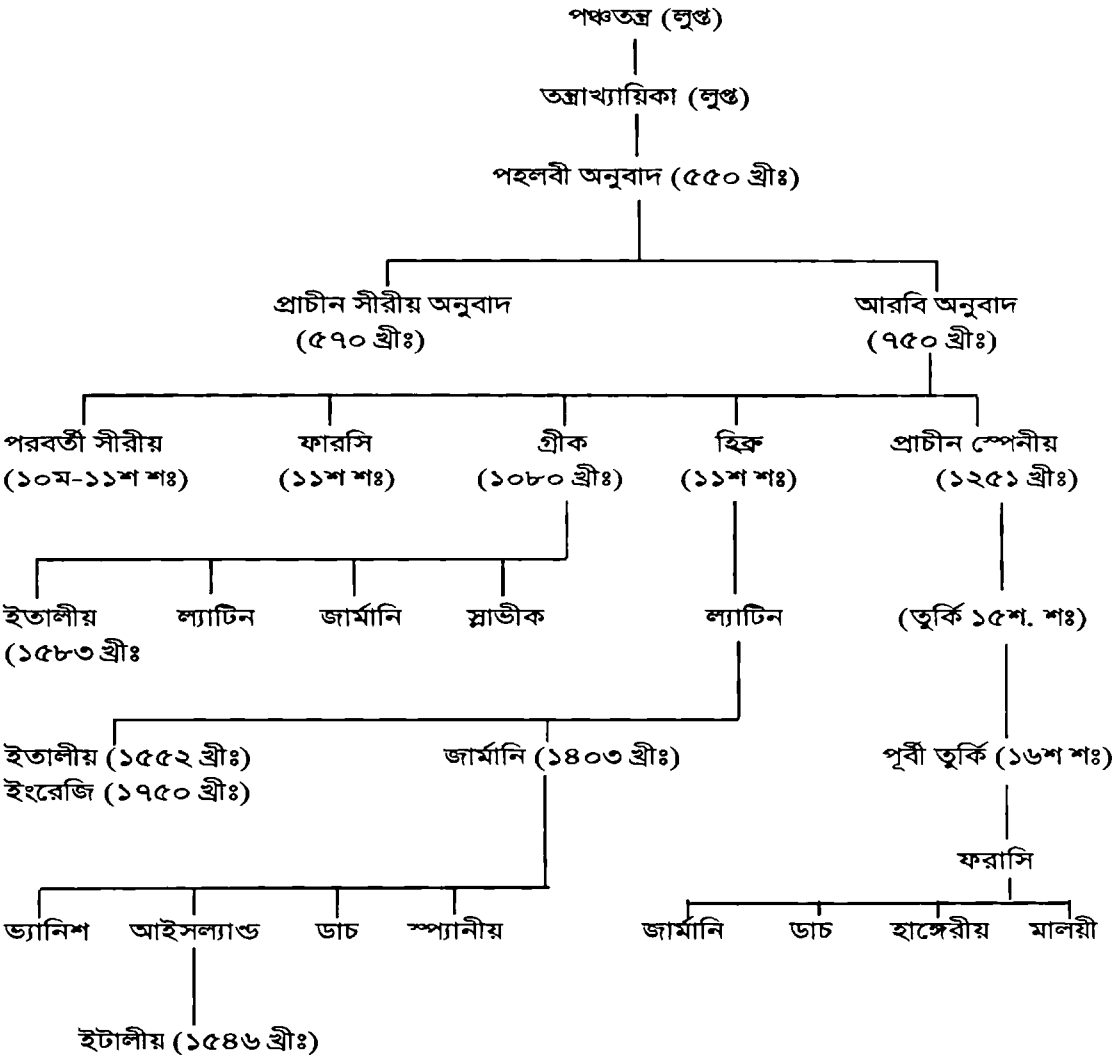

কিংবদন্তী অনুসারে গুণাঢ্যের বৃহৎকথা পৈশাচী প্রাকৃতে ৭ লক্ষ শ্লোকে রচিত হয়েছিল। উক্ত বৃহৎ কথা লুপ্ত হলেও পরবর্তী তিনটি শ্লোকনিবদ্ধ রচনায় মূল গ্রন্থের গল্প গুলি রক্ষিত। প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্যে রামায়ণ-মহাভারতের পরেই বৃহৎকথার মর্যাদা ও জনপ্রিয়তা। প্রাচীন কবি ও সমালোচকগণ গুণাঢ্য ও তাঁর রচনার বিশেষ প্রশংসা করেছেন। সোমদেব ও ক্ষেমেন্দ্র উভয়েই প্রাকৃত ভাষায় বৃহৎকথা রচনার প্রসঙ্গে একটি কাহিনী উল্লেখ করেছেন। গুণাঢ্যের কাল আনুমানিক ১ম শতক; তিনি সম্ভবত সাতবাহন রাজা হালের পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করেছিলেন! সাতবাহন বংশের রাজত্বকালে প্রাকৃত সাহিত্যের প্রভূত উন্নতি ঘটেছিল।

বৃহৎকথার মূল উপাখ্যানের নায়ক উদয়নপুত্র নরবাহন দত্ত। তিনি তাঁর প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বীদের পরাজিত করে বিদ্যাধর রাজ্য অধিকার করেন এবং সুন্দরী রাজকন্যাদের পাণিগ্রহণ করেন। শক্তিশালী প্রতিপক্ষ মানসবেগও তাঁর হাতে পরাজিত হন। নরবাহন দত্তের প্রধানা মহিষী

Dhaka University Institutional Repository

ছিলেন মদন মঞ্জুকা। বৃহৎকার ভূমিকায় উদয়ন-বাসবদত্তা-পদ্মাবতীর কাহিনীও বিবৃত। ক্ষেমেন্দ্রের রচনায় অনেক অপ্রাসঙ্গিক কাহিনীও আছে। নেপালি সংস্করণে নরবাহন দত্তের কাহিনীর সঙ্গে গোপাল ও পালকের কাহিনী জুড়ে দেওয়া হয়েছে। হেমচন্দ্রের কাব্যানুশাসনের স্বোপজ্ঞবৃত্তিতে (৮/৮) বৃহৎকথার কয়েকটি বৈশিষ্ট্য উল্লিখিত-মূল কাহিনী নরবাহন দত্তকে কেন্দ্র করে রচিত, তন্ত্রশাস্ত্রের মত এ কাহিনীও শিব-পার্বতীর কপোথকথনের আকারে বিবৃত, গল্পটি খুবই চিত্তাকর্ষক, কামকথা অর্থাৎ প্রণয় ও শৃঙ্গারপ্রধান কাহিনীর বাহুল্য, পরিচ্ছেদগুলি 'লম্ভ' নামে খ্যাত।
সংস্কৃত সাহিত্যে বৃহৎকথার অপরিসীম প্রভাব। এই গ্রন্থের বহু কাহিনী অবলম্বনে অসংখ্য কাব্য নাটক রচিত, যেমন- দণ্ডীর দশকুমার চরিত. বাণের কাদম্বরী, ধনপালের তিলকমঞ্জরী, সুবন্ধুর বাসবদত্তা, সোমদেবের যশস্তিলকচম্পূ, ভাসের স্বপ্ন বাসব দত্তা, প্রতিজ্ঞাযৌগন্ধরায়ণ, শ্রীহর্ষের নাগানন্দ ও রত্নাবলী প্রভৃতি। গণিকা মদনমঞ্জুকার আখ্যান বৃহৎকথার একটি প্রসিদ্ধ গল্প। সম্ভবত ভাসের চারুদত্ত এবং শুদ্রকের মৃচ্ছকটিক নাটকের নায়িকা বসন্তসেনার চরিত্র চিত্রণে আলোচ্য গল্পের প্রভাব পড়েছে। গুণাঢ্য রচিত বৃহৎকথা লুপ্ত হলেও তাকে অবলম্বন করে রচিত পরবর্তী তিনটি গ্রন্থ সমধিক প্রসিদ্ধি লাভ করেছে- বুদ্ধস্বামীর শ্লোক সংগ্রহ. ক্ষেমেন্দ্রের বৃহৎকথামঞ্জরী এবং সোমদেবের কথাসরিৎসাগর।

নেপালে রচিত বুদ্ধস্বামীর বৃহৎথা শ্লোক সংগ্রহ সর্বাপেক্ষা প্রচীন ও মূলানূগ। পাণ্ডুলিপি বিচার করে পন্ডিতেরা অনুমান করেছেন গ্রন্থটির রচনাকাল ৮ম বা ৯ম শঃ। তবে কেউ কেউ মনে করেন এটি গুপ্ত যুগের রচনা। আলোচ্য গ্রন্থ আবিষ্কারের পূর্বে পন্ডিতদের ধারণা ছিল কাশ্মীরীয় কথাসরিৎসাগর ও বৃহৎকথামঞ্জরী মূল পঞ্চতন্ত্রের যথাযথ অনুবাদ। কিন্তু তুলনা মূলক বিচারে বোঝা গেল শ্লোক সংগ্রহই অধিক মূলানুগ সংকলন। এই সূত্রে কেউ কেউ সিদ্ধান্ত করেছেন কাশ্মীরের দুই প্রান্তে বৃহৎকথার দুটি ভিন্ন সংস্করণ প্রচলিত ছিল এবং সোমদেব ও ক্ষেমেন্দ্র প্রত্যেকে পৃথক সংস্করণ অনুসরণ করেছেন। কিন্তু গ্রন্থকারদ্বয় আপন আপন গ্রন্থে মূল গ্রন্থের অনুসরণ, বিশাল আকার থেকে সংক্ষেপীকরণ এবং ভাষার ভেদ উল্লেখ করেছেন। বুদ্ধ স্বামীর শ্লোক সম্পূর্ণ পাওয়া যায় না; ২৮ সর্গ ৪৫৩৯ শ্লোক অবধি উপলব্ধ। অনুমান করা যায় আলোচ্য গ্রন্থে মোট ২৫০০০ শ্লোক ছিল। নেপালি ও কাশ্মীরী গল্প গুলির মধ্যে অল্প বিস্তর পার্থক্য আছে। নায়ক-নায়িকাদের বৈচিত্র্যময় জীবন ধারা, উদার স্বচ্ছ দৃষ্টিভঙ্গি, জীবনের প্রতি গভীর মমতা, বর্ণনার নৈপুণ্য প্রভৃতি বৈশিষ্ট্যে বুদ্ধস্বামী সার্থক গল্পকার।

Dhaka University Institutional Repository

তিনি সাধারণ ভাবে সরল রচনারীতির পক্ষপাতী; তবে কখনো প্রয়োজনবশে বিশিষ্ট বাচনভঙ্গি ও বর্ণনারীতি, অপ্রচলিত শব্দচয়ন প্রভৃতিরও পক্ষপাতী।

কথাসরিৎসাগর দশটি লম্বকে বিভক্ত; লম্বকগুলি তরঙ্গে বিভক্ত। তরঙ্গ সংখ্যা ৬৬। প্রথম লম্বকে বৃহৎকথা রচনার ভূমিকা ও পাটলী পুত্রের বর্ণনা; বাকি অংশে প্রধান প্রধান উপাখ্যানগুলি বর্ণিত -মৃগবতী, শ্রীদত্ত-মৃগাঙ্কবতী, বাসবদত্তা, পিঙ্গলা, জীমূতবাহন, নরবাহনদত্ত, শক্তিদেব, কলিঙ্গদত্তা, সুলোচনা, কলিঙ্গসেনা, হেমপ্রভা, রাজা বিক্রমাদিত্য, ধীরবাহু, ব্রহ্মরাক্ষস, মদনমঞ্জুকা, তপোদত্ত, চিরায়ু, কর্পূরিকা, অশোকমালা, বিক্রমতুঙ্গ, শূরবর্মা প্রভৃতির গল্প বর্ণিত।

পঞ্চতন্ত্রের কতিপয় শ্লোক-

কোহর্থান্ প্রাপ্য ন গর্বিতো বিষয়িণঃ কস্যাপদোহস্তংগতাঃ?
স্ত্রীভিঃ কস্য ন খন্ডিতং ভুবি মনঃ কো বাস্তি রাজ্ঞাং প্রিয়ঃ?
কঃ কালস্য ভুজান্তরং ন চ গতঃ কোহর্থী গতো গৌরবম্?
কো বা দুর্জনবাগুরাসু পতিতঃ ক্ষেমেন যাতঃ পুমান্? পঞ্চতন্ত্র ২/১৫২

ঋণকর্তা পিতা শত্রুর/ মাতা চ ব্যভিচারিণী।
ভার্ষা রূপবতী শত্রুঃ / পুত্রঃ শত্রুর পন্ডিতঃ।।
হিতোপদেশ (ভূমিকা)/২১।

আপৎসু মিত্রং জানীয়াৎ / যুদ্ধে শূরমৃণে শুচিম্।
ভার্যাং ক্ষীণেষু/ বিত্তেষু ব্যসনেষু চ বান্ধবান্ ।। হিতোপদেশ ১/৭৪।

বেতাল বিষয়ক ২৫টি লোককথার সংকলন বেতাল- পঞ্চবিংশতি নামে প্রসিদ্ধ। বেতালের গল্পগুলি অতিপ্রাচীন এবং এগুলি যে মূলরূপে লোকসাহিত্যের (Folk-Literature) মৌখিক ধাঁ ধা বা মজাদার গল্পের আকার মুখে মুখে সৃষ্টি হয়েছিল, সে বিষয়ে আমরা নিঃসন্দেহ। ক্ষেমেন্দ্রের বৃহৎকথামঞ্জরীতে এবং সোমদেবের কথাসরিৎসাগরে বেতালকাহিনীগুলির প্রাচীনতম রূপ পদ্যে সংরক্ষিত। জনৈক শিবদাস কর্তৃক রচিত গদ্যপদ্যমিশ্রিত বেতাল পঞ্চবিংশতি সংরক্ষণটি সর্বাপেক্ষা বৈশিষ্ট্যপূর্ণ এবং অনেকের মতে প্রাচীনতম সংকলন। জনৈক জম্ভল দত্তের রচিত একটি গদ্যাত্মক সংস্করণ এবং কোন অজ্ঞাতনামা লেখকের একটি গদ্য রচনাও পাওয়া যায়।সমগ্র কাহিনীর সংক্ষিপ্ত সংকলন করেছেন জনৈক বল্লভদাস। বেঙ্কটভট্ট রচিত বেতাল পঞ্চবিংশতি অপেক্ষাকৃত অর্বাচীন রচনা। পূর্বোক্ত লেখকগণের সম্পর্কে আমরা সম্পূর্ণ অজ্ঞ। আলোচ্য গ্রন্থগুলি পাঠ করে বোঝা যায় বেতালের গল্পগুলি স্থান- কাল-পাত্র ভেদে ভিন্ন ভিন্ন রূপে প্রচলিত ছিল এবং বিভিন্ন লেখক আপন আপন দেশ প্রচলিত

Dhaka University Institutional Repository

জনপ্রিয় রূপটি গ্রহণ করেছেন ক্ষেমেন্দ্র এবং সোমদেব কৃত প্রাচীনতম পদ্যরূপ ১১শ শতকের রচনা; অন্যান্য সংস্করণগুলি পরবর্তী কালে বিভিন্ন সময়ে সম্পাদিত হয়।

গল্প অনুসারে রাজা বিক্রমসেন বা ত্রিবিক্রমসেনের নিকট বেতালের মুখে ২৫টি উপাখ্যান বর্ণিত। এক সন্ন্যাসী প্রতিদিন বিক্রমসেনের রাজসভায় উপস্থিত হয়ে একটি ফলের ভিতর লুক্কায়িত রত্ন রাজার হাতে উপহার দিতেন। রত্ন উপহারের কারণ জিজ্ঞাসা করে রাজা জানতে পারলেন যে, ঐ সন্ন্যাসী তান্ত্রিক শব সাধনায় সিদ্ধিলাভ করার জন্য তাঁর সাহায্য চান। প্রকৃতপক্ষে সেই তান্ত্রিক সন্ন্যাসী রাজাকে বলিদানের জন্য নির্বাচন করে মিথ্যা ছলনার আশ্রয়ে তাঁকে প্রতারিত করে হত্যার সংকল্প করেছেন।

সন্ন্যাসীর কপট অনুরোধে বীর নরপতি তাঁর নির্দেশ মত গভীর রাত্রিতে ঘনঘোর অন্ধকারে সকলের অজ্ঞাতে একাকী শ্মশানের নিকটবর্তী এক গাছ থেকে শবদেহ গ্রহণের জন্য যাত্রা করলেন। যথাস্থানে পৌঁছে শবটি কাঁধে নিয়ে তিনি শ্মশানে অপেক্ষারত সন্ন্যাসীর অভিমুখে রওয়ানা হলেন। অমনি শবাধিষ্ঠিত বেতাল রাজাকে একএকটি কাহিনী শুনিয়ে তৎসম্পর্কিত প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করতে লাগলেন। বুদ্ধিমান রাজাও প্রত্যেকটি প্রশ্নের যথাযথ উত্তর দিলেন। বেতাল রাজার পাণ্ডিত্য ও বীরত্বে প্রীত হয়ে তাঁর কাছে সন্ন্যাসীর কপট পরিকল্পনা প্রকাশ করলেন এবং বেতালের পরামর্শে রাজা চাতুরীর সাহায্যে ধূর্ত সন্ন্যাসীকে হত্যা করে আত্মরক্ষা করলেন।

সমগ্র বেতাল কাহিনী বৃহৎ কথামঞ্জরীতে ১২২০ শ্লোকে এবং কথা সরিৎসাগরে ২১৯৫ শ্লোকে বর্ণিত। সুতরাং সোমদেবকৃত গল্পগুলি অপেক্ষাকৃত বৃহদাকার। পরবর্তী রচনাগুলির মধ্যে শিবদাসকৃত বেতাল পঞ্চবিংশতির (১২শ শতকের পরবর্তী) রচনারীতি ও বর্ণনা ভঙ্গি সর্বাপেক্ষা চিত্তাকর্ষক। বেতালের প্রশ্নগুলি মূলত জনপ্রিয় ধাঁধা; কিন্তু কাহিনীগুলি অতীব কৌতূহলোদ্দীপক ও হৃদয়গ্রাহী। প্রত্যেকটি গল্পের অভিনবত্ব, অবাধ কল্পনার বিস্তার, হাস্যরসের উপাদান, বুদ্ধির চাতুর্য, বিচিত্র পরিবেশ ও বহুমুখী উপাদান প্রভৃতি মিলে এই গ্রন্থ প্রাচীন ভারতীয় লোকসাহিত্যের অর্বাচীন সংস্করণ রূপে অত্যন্ত মূল্যবান।

হিতোপদেশ

পঞ্চতন্ত্রের পরেই হিতোপদেশ উল্লিখিত হবার দাবি রাখে। বঙ্গদেশেই এটি রচিত হয় এবং বঙ্গদেশেইএটি সর্বাধিক জনপ্রিয়। এর রচয়িতা নারায়ণের পৃষ্টপোষক ছিলেন ধবলচন্দ্র। একটি পুঁথিতে এর তারিখ দেওয়া আছে ১৩৭৩ খ্রীষ্টাব্দ, সুতরাং এর রচনাকাল তার পূর্বে। গ্রন্থে রবিবারকে বলা হয়েছে 'ভট্টারকবার'; ৯০০ খ্রীষ্টাব্দের পূর্বে ঐ শব্দটির প্রচলন ছিল না। নারায়ণকে মাঘের পরবর্তী বলে মনে করা হয়। পঞ্চতন্ত্র,

Dhaka University Institutional Repository

কামন্দকীয় নীতিসার এবং অন্যান্য গ্রন্থ হতে নারায়ণ রচনার উপাদান সংগ্রহ করেছেন। হিতোপদেশের চারটি খন্ড আছে এবং এর তৃতীয় খন্ড পঞ্চতন্ত্রের চতুর্থ খন্ডেরই ছায়ামাত্র।

কথাসরিৎ সাগর

কথাসরিৎসাগর সংস্কৃত গল্প-সাহিত্যে বা কথা সাহিত্যে বিশিষ্ট স্থান অধিকার করেছে। কথাসরিৎসাগরের রচয়িতা সোমদেব নিজেই বলেছেন যে, পৈশাচী প্রাকৃত ভাষায় রচিত গুণাঢ্যের বৃহৎকথার সার সংক্ষেপমাত্র তাঁর 'কথাসরিৎসাগর' বর্তমানে পৃথিবীর বৃহত্তম গল্প সঞ্চয়ন। এর শ্লোক সংখ্যা প্রায় ২৪০০। কথাসরিৎসাগরের কাহিনী অনুসারে-গুণাঢ্য ছিলেন রাজা সাত বাহনের অতি প্রিয় পাত্র এবং অনেক ঘটনা বৈচিত্র্যের মধ্যদিয়ে পৈশাচী ভাষায় তিনি তাঁর বৃহৎকথা রচনা করেছেন। সোমদেবের কথাসরিৎসাগরে বৃহৎকথা রচনার পটভূমিকারূপে অলৌকিক কাহিনী পাওয়া যায়। বৃহৎ কথায় মূল কাহিনীগুলো মহাদেব পার্বতীকে বলেছিলেন। একদিন মহাদেব যখন পার্বতীকে বিদ্যাধরদের গল্প শোনাচ্ছিলেন, তখন তাঁর জনৈক অনুচর পুষ্পদন্ত উভয়ের অলক্ষ্যে সে গুলো শোনেন এবং পার্বতীর পরিচারিকা জয়াকে শোনান। পরে জয়ার মুখ থেকে অন্যান্যদের মধ্যে গল্পগুলো ছড়িয়ে পড়ে। পার্বতী তা জেনে ক্রুদ্ধ হয়ে পুষ্পদন্ত ও তাঁর ভাই মলয়বানকে অভিশাপ দেন। অভিশপ্ত পুষ্পদন্ত কৌশাম্বী নগরীতে কাত্যায়ন হয়ে এবং মলয়বান প্রতিষ্ঠান পুরে গুণাঢ্য হয়ে জন্ম নিলেন। গুণাঢ্য রাজা সাতবাহনের অত্যন্ত প্রিয় পাত্র ছিলেন।

একদিন রাজমহিষীরা স্বামীর সঙ্গে জলক্রীড়া কালে তাঁকে বললেন ''মোদকৈঃ'' রাজা সাতবহান (মা উদকৈঃ) পরিহাসের অর্থ না বুঝে সত্বর মোদক আনলেন। পত্নীরা তাঁকে উপহাস করতে লাগলেন তখন তিনি প্রতিজ্ঞা করলেন, যে কোন উপায়ে সংস্কৃত ভাষায় ব্যুৎপত্তি অর্জন করবেন। রাজাকে শিক্ষা দিতে গিয়ে দুই পন্ডিত শর বর্মা ও গুণাঢ্যের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা হলো। গুণাঢ্য প্রতিজ্ঞা করলেন, তিনি পরাজিত হলে সংস্কৃত উচ্চারণ করবেন না। পরিতাপের বিষয় তিনি পরাজিত হলেন এবং রাজ্য ত্যাগ করে মৌনী হয়ে পর্বতে গিয়ে বাস করতে লাগলেন। বেশ কিছু দিন পর তার ভাই কাত্যায়ন (অভিশপ্ত পুষ্পদন্ত) বৃদ্ধ বয়সে তীর্থ ভ্রমণ কালে বিদ্যাবাসিনী দুর্গার মন্দিরে পিশাচ কণভূতিকে বিদ্যাধরদের গল্পশুনিয়ে পাপমুক্ত হন। গুণাঢ্য কণভূতির কাছে যে সব গল্প শুনে আপন রক্তে ৭ লক্ষ শ্লোকে সে গুলো লিখে রাজা সাতবাহনের কাছে পাঠালেন। গুণাঢ্য মনের দুঃখে ঐ রচনা আগুনে পুড়িয়ে ফেলতে লাগলেন। এদিকে সাতবাহন নিজের ভুল বুঝতে পেরে ছুটে এসেছেন। কিন্তু ততক্ষণে ৬ লক্ষ শ্লোক পুড়ে

Dhaka University Institutional Repository

ছাই। বাকি এক লক্ষ উদ্ধার পেল। ঐ শ্লোক সংগ্রহ 'বৃহৎকথা' নামে পরিচিত। নেপালী সংস্করণ অনুসারে মথুরাবাসী গুণাঢ্য উজ্জয়িনীর রাজা মদনের অনুগ্রহ পেয়েছিলেন।

শুক-সপ্ততিকথা

চিন্তামণি ভট্ট বিরচিত সত্তরটি গল্পের সংকলন রূপে শুক-সপ্ততিকথা সংস্কৃত-গল্প সাহিত্যে বিশিষ্ট স্থান লাভ করেছে। ১২শ' খ্রীষ্টাব্দের পর এর রচনা কাল। দেবদাস নামে কোন এক ব্যক্তির একটি শুক ছিল। দেবদাসের পত্নী ছিলেন পরমা সুন্দরী। তাঁকে অপহরণ করার জন্য রাজা কোনও কাজের অযুহাতে দেবদাসকে দূরদেশে পাঠান। যাত্রাকালে দেবদাস শুকের উপর সবকিছুর ভার দিয়ে বিদেশ গেলেন। শুক দেবদাস পত্নীর মনোভাব বুঝতে পারে। প্রতি রাতে গৃহকর্ত্রী গৃহত্যাগ করতে গেলে শুক তাঁকে তাঁর কৃতকর্মের পরিণামের কথা স্মরণ করিয়ে দেয় এবং অতীতে অনুরূপ অবস্থায় কে কেমন আচরণ করেছিল তাই গল্প করে। গল্পের আকর্ষণে গৃহকর্ত্রীর আর গৃহত্যাগ করা হয়না। এমন করে ৭০টি রজনী অতিবাহিত হলো। ইতোমধ্যে দেবদাস ফিরে এলেন এবং এভাবে শুক কর্তৃক গল্পের আকর্ষণের সৃষ্টি করে দেবদাস পত্নীর চরিত্রের পবিত্রতা রক্ষা করা হলো।

সিংহাসন দ্বাত্রিংশিকা বা বিক্রমার্ক চরিত

খ্রীষ্টাব্দ ১৪শ' শতকে ক্ষেমঙ্কর নামে জনৈক জৈন লেখক বত্রিশটি গল্পের সংকলন সিংহাসন দ্বাত্রিংশিকা বা বিক্রমার্ক চরিত এর কাহিনী গুলো গদ্যে সার সংক্ষেপ করেছিলেন।

গল্পটি এই- মহারাজ বিক্রমাদিত্য ইন্দ্রের নিকট থেকে একটি সিংহাসন উপহার পান। শালিবাহন কর্তৃক রাজা বিক্রমাদিত্য পরাজিত ও নিহত হবার পর ঐ সিংহাসন কালক্রমে ভূগর্ভে প্রোথিত হয়ে পড়ে। ধারাধিপতি ভোজ ঐ সিংহাসনের উদ্ধার করতে সমর্থ হন এবং যখন তিনি তাতে উপবেশন করতে যাচ্ছিলেন তখন সিংহাসন গাত্রে খোদিত ৩২টি পুত্তলিকা (পুতুল) জীবন্ত হয়ে উঠে এবং প্রত্যেকে মহারাজ বিক্রমাদিত্য সম্বন্ধে এক একটি গল্প বলে প্রস্থান করে। সেই বত্রিশটি গল্পই এতে স্থান পেয়েছে। খ্রীষ্টাব্দ ১৩শ' শতকের আগে এটি রচিত নয় বলে অনুমান করা হয়।[৮]

বৃহৎ কথা

গুণাঢ্য রচিত বৃহৎকথা (পৈশাচী প্রাকৃতে 'বড্ড কহা') সংস্কৃত গল্প সাহিত্যে এক অনবদ্য সৃষ্টি। কিন্তু অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় বৃহৎ কথা আজ নামমাত্র পর্যবসিত। বৃহৎকথা নষ্ট হওয়ায় ভারতীয় গল্প সাহিত্যের অপরিমেয় ক্ষতি হলো। গুণাঢ্যের নাম ও রচনা কাহিনী গল্পের বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। ৭ম খ্রীষ্টাব্দে সুবন্ধু বাণ ও দণ্ডীর উক্তি থেকে প্রথম গুণাঢ্য বিরচিত বৃহৎ কথার নাম জানা যায়। এমনকি ব্যাস-বাল্মীকির

Dhaka University Institutional Repository

সঙ্গেও একসময়ে গুণাঢ্যের নাম উল্লেখ করা হতো। ৯ম খ্রীষ্টাব্দের একটি কম্বোডীয় লিপিতে গুণাঢ্যের উল্লেখ আছে। এ থেকে ৬ষ্ঠ খ্রীষ্টাব্দের আগেই যে বৃহৎ কথার অস্তিত্ব ছিল তা প্রমাণিত হয়।

Keith গুণাঢ্য কে ৫ম খ্রীষ্টাব্দের পরে আনতে রাজি নন এবং খ্রীষ্টাব্দ ১ম শতক তাঁর মতে অযৌক্তিক অনুমান মাত্র।

সোমদেবের মতে বৃহৎ কথার গল্পটি এরূপ - পার্বতীর অনুরোধে মহাদেব একদিন পার্বতীকে সাতজন বিদ্যাধর চক্রবর্তীর কাহিনী বিবৃত করেন। মহাদেবেরই এক অনুচর পুষ্পদন্ত আড়াল থেকে সে কাহিনী শুনে তাঁর পত্নী জয়ার কাছে বিবৃত করে। জয়ার মুখ হতে গল্প গুলো ছড়িয়ে পড়ে। পার্বতী সব জানতে পেরে পুষ্পদন্তকে অভিশাপ দিলেন পৃথিবীতে মানুষ হয়ে জন্মাবার জন্য। পুষ্পদন্তের ভাই মলয়বান পুষ্পদন্তের পক্ষ অবলম্বন করে পার্বতীর নিকট অনেক অনুনয় করলো, ফলে তাকেও অনুরূপ শাপগ্রস্থ হতে হলো। জয়া পার্বতীরই পরিচারিকা ছিল। জয়ার পরিচর্যায় প্রীত হয়ে পার্বতী নিজেই একদিন অনুগ্রহ করলেন; বললেন কণভূতি নামে পিশাচের দেখা পেয়ে পুষ্পদন্ত যেদিন তাঁর পুর্বজন্মের সব কথা স্মরণ করে কণভূতির নিকট বিবৃত করবে সেদিন পুষ্পদন্ত নরদেহ থেকে মুক্তি পাবে। আর কণভূতির নিকট হতে সে কাহিনী শুনে মলয়বান যেদিন তা পৃথিবীতে প্রচার করবে সে দিন হবে মলয়বানের মুক্তি।

বররুচি

কাত্যায়ন রূপে কৌশাম্বীতে জন্মিলেন, পুষ্পদন্ত আর গুণাঢ্যরূপে প্রতিষ্ঠানপুরে জন্মিলেন মলয়বান। রাজা সাতবাহনের প্রিয়পাত্র গুণাঢ্য। একদিন রাজা সাতবাহন রাণীদের সঙ্গে জলকেলি করার সময় রাণীদের গায়ে জল নিক্ষেপ করছিলেন। একজন মহিষী তখন রাজাকে বললেন, 'মোদকৈঃ (মা+উদকৈঃ, অর্থাৎ আর জল ছিটিও না) সন্ধির জ্ঞান না থাকায় রাজা ঐ শব্দের অর্থ বুঝতে পারলেন না, মনে করলেন জলের পরিবর্তে রাণী তাকে মিষ্টান্ন দিয়ে আঘাত করতে বলেছেন। নিজের অজ্ঞানতার জন্য রাজার লজ্জা হলো এবং তিনি প্রতিজ্ঞা করলেন, যেমন করেই হোক সংস্কৃত ভাষায় জ্ঞান লাভ করবেন। গুণাঢ্য রাজাকে আশ্বাস দিলেন যে, ছয় বছরের মধ্যে তিনি তাঁকে সংস্কৃতে ব্যুৎপন্ন করে তুলবেন। বৈয়াকরণ শরবর্মা বললেন, তিনি তা' ছয়মাসেই করতে পারেন। তখন গুণাঢ্য শপথ করলেন, শরবর্মা যদি ছয়মাসের মধ্যে রাজাকে সংস্কৃতে পারদর্শী করে তুলতে পারেন তবে তিনি জীবনে আর কোনওদিন সংস্কৃত, প্রাকৃত বা কোনও দেশজ ভাষার ব্যবহার করবেন না। শরবর্মা নিজের কথা রক্ষা করলেন। গুণাঢ্য মৌনাবলম্বন করে বিন্ধ্যপর্বতে প্রস্থান করলেন।

Dhaka University Institutional Repository

এদিকে কাত্যায়ন রূপী পুষ্পদন্ত আজীবন নন্দ রাজবংশের সেবা করে বৃদ্ধ বয়সে তীর্থ ভ্রমণে বের হলেন। বিন্ধ্যবাসিনী পার্বতীর মন্দিরে এসে তিনি দেখা পেলেন পিশাচ কণভূতির। সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়ে গেল পূর্বজন্মের কথা - মনে পড়ে গেল সেই বিদ্যাধর চক্রবর্তীর কাহিনী যা আড়ালে থেকে তিনি মহাদেবের মুখ হতে শুনেছিলেন। সব কথা জানালেন কণভূতিকে। পার্বতীর বর সফল হলো, কাত্যায়ন স্বদেহ ত্যাগ করে স্বর্গে গমন করলেন।

বিন্ধ্য পর্বতে ভ্রমণ করতে করতে কণভূতির সঙ্গে গুণাঢ্যের দেখা হলো। গুণাঢ্যের সঙ্গে আসলেন গুণদেব ও নন্দিদেব নামে তাঁর দুই শিষ্য। কণভূতির কাছ থেকে গুণাঢ্য সেই কাহিনী শুনে তা লিপিবদ্ধ করতে প্রয়াসী হলেন। পূর্ব প্রতিজ্ঞা মত সংস্কৃত, প্রাকৃত বা দেশজ ভাষার ব্যবহার না করে সাত লক্ষ শ্লোকে পৈশাচী ভাষাতে নিজের রক্ত দিয়ে সেই কাহিনী লিখলেন। শিষ্যদ্বয়ের পরামর্শ অনুযায়ী গুণাঢ্য তা পাঠালেন রাজা সাত বাহনের নিকট। রক্তাক্ষরে ও পৈশাচী ভাষায় লিখিত এ গ্রন্থের সমাদর কিন্তু রাজা করলেন না। গুণাঢ্যের রচনা গুণাঢ্যের কাছেই ফিরে এলো। মর্মাহত গুণাঢ্য দিনের পর দিন সে রচনা পড়ে বনের পশু পাখিকে শোনালেন। পড়া শেষ হয়ে যায় আর তা পুড়িয়ে ফেলেন। সে রচনা শুনে পশু পাখির চিত্তও হয় দ্রবীভূত। তাদের চোখেও আসে জল। আহার নিদ্রা ভুলে তারা শুনে চলে গুণাঢ্যের রচনা। রাজবাড়িতে শিকারের পশু আনা হয়, কিন্তু তা আর আগের মত হৃষ্টপুষ্ট নয়। পাচক পশু মাংস রান্না করে কিন্তু তার স্বাদ আর আগের মত হয়না। রাজার টনক নড়লো। অনুসন্ধান করে সব জানলেন ও অত্যন্ত অনুতপ্ত হলেন। কিন্তু যখন ভুল বুঝতে পারলেন তখন বড্ড দেরি হয়ে গেছে; গুণাঢ্য ততদিনে ছয়টি গল্প আগুনে পুড়িয়ে ফেলেছেন। রাজা একলক্ষ শ্লোকে রচিত একটি কাহিনীর মাত্র উদ্ধার করলেন। তাই পৃথিবীতে 'বৃহৎকথা' নামে প্রচারিত হলো।

বেতাল পঞ্চবিংশতি

পঁচিশটি গল্প নিয়ে শিবদাস বিরচিত 'বেতাল পঞ্চবিংশতি' গল্প- সাহিত্যের এক অমূল্য সম্পদ। গল্পগুলো খুবই প্রাচীন। সোমদেব ও ক্ষেমেন্দ্র এ গল্পগুলো তাঁদের রচনায় গ্রহণ করেছেন। রাজা বিক্রমাদিত্যকে এক সন্ন্যাসী প্রতিদিন একটি করে ফল উপহার দিতেন এবং সেই ফলের মধ্যে একটি করে রত্ন পাওয়া যেত। সন্ন্যাসীর প্রয়োজনে, সন্ন্যাসীর অনুরোধে বিক্রমাদিত্য শ্মশানস্থ কোনও বৃক্ষের উপরিভাগ হতে একটি শব (মৃতদেহ) কে আনার জন্য গমন করেন। শবটিকে আশ্রয় করে এক বেতাল অবস্থান করতো। বিক্রমাদিত্য যতবার ঐ শব নিচে নিয়ে আসেন বেতাল ততবার তাঁকে একটি করে গল্প বলে গল্পে বর্ণিত সমস্যার সমাধান করতে বলে । বিক্রমাদিত্য

Dhaka University Institutional Repository

যথাযথ উত্তর দেন এবং এভাবে তাঁর মৌন ভঙ্গের সুযোগ নিয়ে শব আবার বৃক্ষে আরোহণ করে। এ ভাবে ২৫ টি গল্প বেতাল বিক্রমাদিত্যকে বলেছিল।

উল্লিখিত রচনা ছাড়া ও বিদ্যাপতির পুরুষ পরীক্ষা, রাজশেখরের প্রবন্ধ কোষ, মেরুতুঙ্গের প্রবন্ধচিন্তামণি, প্রভৃতি বহু সংকলন সংস্কৃত গল্প সাহিত্যের ভান্ডার কে ঋদ্ধ করে- বিদগ্ধ পাঠকদের আকৃষ্ট করেছে।

RhysDavids ও OttoKeller ভারতীয়-গল্প সাহিত্যের উপর প্রভূত আলোচনা করেছেন। কেউ কেউ মনে করেন গ্রীক গল্প সাহিত্য হতে ভারতীয়গণ গল্প বলার রীতি গ্রহণ করেছেন। বস্তুত গ্রীক গল্প সাহিত্য হতে ভারতীয়গণ গল্প বলার রীতি গ্রহণ করেননি বরং ভারতীয়গণ গ্রীকদের সব কিছুই বর্জন করেছেন।

> "Neither Alexander's Conquest nor the association with Bactrian Kings, Seems to have left any permanent impression on Indian mind. ....hardly any effect of Hellenisation can be discovered. .... The people of India rejected Greek political institutions and architecture as well as language." -Das Gupta & De, Introd. p. ciii. [৯]

অর্থাৎ না আলেকজান্ডারের বিজয়, না ব্যাকটীয় রাজাদের সঙ্গ ভারতীয়দের মনে কোন স্থায়ী ছাপ রেখেছে। হেলেনিক প্রভাব নেই বললেই চলে। ভারতীয়রা গ্রীক রাজনীতির ধারণা, স্থাপত্য এবং ভাষাকে প্রত্যাখ্যান করেছিল।

> "Hertels view that the work was composed in Kashmir because neither the tiger nor the elephant plays a part in the original, while the Camel is known, is inconclusive in view of the late origin of the work, which would render it possible for-persons in a very wide area in India to know all about the camel." - Keith.[১০]

অর্থাৎ হার্টেলের মত হলো এ সাহিত্য কর্ম কাশ্মীরে রচিত হয়েছিল কেননা মূললেখায় বাঘ ও হাতির কোন ভূমিকা নেই - আছে উট, আর এ কথা চূড়ান্তমূলক সাহিত্য কর্মটির সর্বশেষ উৎস সম্পর্কে, আর এটা সম্ভব করতে ভারতের ব্যাপক এলাকায় লোকদের উট সম্পর্কে সব কথা জানাতো।

ইতালীয় সাহিত্যে Gesta Romanorum (1830), Boccaccio -র Decameron (1348-53) ইংরেজি সাহিত্যে বাইবেল Chaucer এর গল্প Aesop's Fables, সংস্কৃতে বিষ্ণুশর্মা বিরচিত 'পঞ্চতন্ত্র' নারায়ণ বিরচিত 'হিতোপদেশ' সোমদেবের 'কথাসরিৎসাগর' বৌদ্ধ সাহিত্যের 'জাতকের গল্প দিব্যাবদান' শীর্ষক গল্প-সাহিত্য ছোট গল্পের চিরন্তন আবেদনের সাক্ষ্য বহন করছে। কিন্তু এটাও স্বীকার করতে হবে যে, আধুনিক ছোট

Dhaka University Institutional Repository

গল্প এক প্রকার নতুন রূপ সৃষ্টি। প্রাচীন কালের গল্পের মতো এগুলোকে যথেচ্ছ বিহারী, প্রগলভ ও নিরুদ্দেশপন্থী বলা যায় না।

আধুনিক গল্প লেখক গল্প উপস্থাপনার ক্ষেত্রে বিষয়বস্তু, চরিত্র সৃষ্টি, কথোপকথন, পরিবেশ সৃষ্টি বাণীভঙ্গি প্রভৃতি প্রত্যেকটি বিষয়ের প্রতি অত্যন্ত সচেতন।[১১]

সংস্কৃতকাব্যাকাশের উজ্জ্বল নক্ষত্র কালোত্তীর্ণ প্রাজ্ঞকবি কালিদাস এর পূর্বযুগে জাতক ও অবদান সাহিত্যের মধ্যদিয়ে গল্প শুনার আগ্রহ ও গল্প বলার বিশেষ ভঙ্গির পরিচয় মেলে। কিন্তু এ দুটো সাহিত্যের গল্প গুলোর সবই ধর্মের পটভূমিকায় রচিত অর্থাৎ কোনও ধর্মনীতি প্রচার করার জন্য বা তার দৃষ্টান্ত দেবার জন্যই বৌদ্ধগণ এ ধরনের গল্পের প্রচলন করেছিলেন। সংস্কৃত সাহিত্যের অন্তর্গত যে 'গল্প সাহিত্য' বা 'কথা সাহিত্য' তার মধ্য দিয়ে সাধারণ নীতি বোধকে জাগিয়ে তোলার চেষ্টা করা হয়েছে সত্য কিন্তু ধর্মের সঙ্গে তার কোনও সম্বন্ধ ছিলনা। 'পঞ্চতন্ত্র' গল্প সাহিত্যের একটি প্রধান ও অমূল্য গ্রন্থ। মিত্রলাভ, মিত্রভেদ, সন্ধি-বিগ্রহ, লব্ধ প্রণাশ ও অপরীক্ষিত কারিত্ব- এই পাঁচটি খণ্ডে (বা তন্ত্রে) বিভক্ত বলেই এরূপ নামকরণ হয়েছে। বিভিন্ন সময়ে ও বিভিন্ন স্থানে পঞ্চতন্ত্রের কলেবর পুষ্টিলাভ করেছে এবং মূল পঞ্চতন্ত্র কালিদাস পূর্ব যুগের রচনা। বিষ্ণুশর্মা নামক কোনও এক কাল্পনিক ব্যক্তিকে এর রচয়িতা বলে উল্লেখ করা হয়েছে। গুণাঢ্য রচিত 'বৃহৎ কথা' (পৈশাচী ভাষায় 'বড্ড কহা') ও কালিদাস পূর্ব যুগের আরেকটি সার্থক রচনা। মূল 'বৃহৎ কথা' পৈশাচী প্রাকৃতে রচিত হয়েছিল এবং তার রচনাকাল এখন শুধু অনুমানের বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। একে খ্রীষ্টাব্দ চতুর্থ শতকের রচনা বলে অনুমান করা হয়।[১২]

কালিদাসোত্তর যুগের গল্প-সাহিত্যে ষোড়ষ শতকের কবি বল্লাল বিরচিত (সংস্কৃত প্রবন্ধ সাহিত্য অভিধায়) ভোজ প্রবন্ধের গল্প গুলো প্রত্যেকটি স্বতন্ত্র কাহিনী। ভোজ প্রবন্ধের গল্প গুলোর কেন্দ্রীয় চরিত্র ধারাধিপতি ভোজ। লক্ষণীয় যে, ধর্মীয় মূল্যবোধকে বা সাধারণ নীতিবোধকে জাগিয়ে তোলার উদ্দেশ্যে ভোজ প্রবন্ধ রচিত হয়নি। ভোজ প্রবন্ধে 'নীতিকথা' বা উপদেশ মূলক বক্তব্য এসেছে ধারাধিপতি ভোজের মহিমা কীর্তনের প্রাসঙ্গিকতায় বা অনুষঙ্গ হিসেবে। রাজা ভোজের মহিমা কীর্তনের স্পৃহা সূত্রের মতো পরস্পর বিচ্ছিন্ন কাহিনী গুলোকে গ্রথিত করে একটি মালার আকারে পরিণত করেছে। কাহিনীগুলো সংক্ষিপ্তাকারে ও গদ্য পদ্য উভয়ের সংমিশ্রণে রচিত। অথচ এটি চম্পূ কাব্যের সমগোত্রীয় নয় এজন্য যে, এতে গদ্য ও পদ্য সমানভাবে উদ্দেশ্য সাধন করেনি।

Dhaka University Institutional Repository

ভোজ প্রবন্ধে বিচ্ছিন্ন গল্প গুলোতে যে Sublime thought কাজ করেছে তাতে এটি শিক্ষতোষ হয়ে উঠেনি। একে বারে পরিণত বুদ্ধি সম্পন্ন পরিণত বয়সের বিদগ্ধ পাঠকদের জন্য বলা যেতে পারে। অপরদিকে গল্প-সাহিত্যে -বিষ্ণুশর্মার 'পঞ্চতন্ত্র' নারায়ণ বিরচিত হিতোপদেশ, সোমদেবের 'কথাসরিৎসাগর' এ গল্প বলার রীতি, বিষয়বস্তু গল্পের পরিণতি এককথায় কাহিনী বিন্যাস - শিশুদের কাছে চিত্তাকর্ষক - শিশুতোষ, সুখপাঠ্য। এক্ষেত্রে পরিণত বুদ্ধি বা চিন্তাশীলতা অপরিহার্য নয়। সংস্কৃত-গল্প-সাহিত্যের গল্প গুলোতে ছোট গল্পের লক্ষণ -আধুনিক ছোট গল্পের তুল্য না হলেও অনকটা কাছাকাছি এসেছে। প্রসঙ্গত আধুনিক ছোট গল্পের লক্ষণ প্রসঙ্গে আমেরিকান- E. A.. Poe (1809-1849) র উক্তিটি অত্যন্ত তাৎপর্যবহ।[১৩] ভোজ প্রবন্ধে গল্পগুলো পরস্পর বিচ্ছিন্ন হওয়াতে ছোট গল্পের যথার্থ বৈশিষ্ট্য গুলো পরিলক্ষিত হচ্ছেনা। ছোট গল্পের রস ও মাধুর্য প্রাঞ্জলতা বা সাবলীলতা এবং সংক্ষিপ্ততা থাকলেও একটি অতৃপ্ত আস্বাদন ভোজ প্রবন্ধের গল্প গুলোতে নেই।

অন্যদিকে সংস্কৃত-গল্প সাহিত্য বা কথা সাহিত্যের গল্প গুলোতে যেমন ছোট গল্পের রস মাধুর্য প্রাঞ্জলতা বা সরলতা বর্তমান তেমনি পাঠকের অতৃপ্ত আস্বাদন ছোট গল্পের সার্থক লক্ষণাক্রান্ত। ভোজ প্রবন্ধে গল্প গুলো কল্পনা প্রসূত, বিধায় ঐতিহাসিক মূল্য নগণ্য।

গল্পে লেখক কল্পনার আশ্রয় নিতেই পারেন। তবে অতি বাস্তবতা রহিত -গল্প বা কাহিনী পাঠকের কাছে হৃদয় গ্রাহী নয়। সেদিক থেকে 'ভোজ প্রবন্ধ' অতি বাস্তবতা রহিত- বৈজ্ঞানিক ও সমাজতাত্ত্বিক দৃষ্টিভঙ্গিতে - শব ব্যবচ্ছেদের মতো সাহিত্যিক বিচার বিশ্লেষণে অলীক বলা যায়না। অপরদিকে সুখপাঠ্য হলেও সংস্কৃত-গল্প সাহিত্যে অলীক বা অবাস্তব কাহিনীর উপস্থাপন সাহিত্যিক মূল্যকে খানিকটা ম্লান করেছে। উদাহরণ স্বরূপ গুণাঢ্যের 'বৃহৎ কথা' (পৈশাচী ভাষায় 'বড্ড কহা') য় স্বর্গের দেব-দেবীকে মর্তে এনে গল্পের নায়ক-নায়িকা হিসেবে দেখানো হয়েছে। (হর-পার্বতী)। রক্ত মাংসের মানুষের কথ আধুনিক সাহিত্যের অন্যতম উপজীব্য। ভোজ প্রবন্ধে স্বর্গের দেব -দেবীকে মর্তে নামানো হয়নি। স্থান-কালোচিত্য লঙ্ঘন করে বাণীর বরপুত্র মহাকবি কালিদাস, মাঘ , ভবভূতি, বাণ, শঙ্কর, মুঞ্জ, ময়ূর মহিলা কবি সীতার মতো কবি ও প্রাজ্ঞ ব্যক্তিদের রাজ দরবারে হাজির করা হয়েছে মাত্র। এ জন্যই বলা যায় - ভোজ প্রবন্ধের গল্পগুলো মানবিক আবেদন থেকে দূরে নয় বরং মাটির মানুষের কথা কাহিনীতে বিধৃত হওয়াতে গল্প গুলোর সাহিত্যিক মূল্য বেড়েছে।

(দ্বিতীয় অধ্যায়ে বল্লাল রচিত ভোজ প্রবন্ধের সংক্ষিপ্ত পরিচিতিসহ কাহিনী গুলো সংক্ষেপে উপস্থাপন করা হয়েছে।)

Dhaka University Institutional Repository

খ) ভোজ প্রবন্ধের কাব্য সৌন্দর্য

ভোজ প্রবন্ধ সুধী পাঠক সমাজে সুপরিচিত হলেও এর কাব্যসৌন্দর্য কাব্যরস পিপাসুদের মন হরণ করতে পারেনি। কারণ গুলো হচ্ছে (১) এই গল্প গুচ্ছে যে গল্প গুলো সংকলিত হয়েছে তার প্রত্যেকটি স্বতন্ত্র কাহিনী। (২) কবির ধারাধিপতি ভোজের মহিমা কীর্তনের স্পৃহা সূত্রের মতো পরস্পর বিচ্ছিন্ন কাহিনী গুলোকে গ্রথিত করে একটি মালার আকারে পরিণত করেছে। (৩) কোন বিশেষ উক্তির পুনরুল্লেখ অথবা কোন বিশেষ তাৎপর্য পূর্ণ অর্থ প্রকাশের জন্য গদ্যের মধ্যে পদ্যের ব্যবহার হয়েছে। (৪) কাহিনীগুলোর অধিকাংশই সংক্ষিপ্তাকার এবং পদ্য ও গদ্য উভয়ের সংমিশ্রণে রচিত। অথচ এটি চম্পূকাব্যের সমগোত্রীয় নয় কারণ এতে গদ্য ও পদ্য সমান ভাবে একই উদ্দেশ্য সাধন করেনা।

গদ্য পদ্যময়ী ভাষা চম্পূরিত্য ভিধীয়তে - দণ্ডী ঃ কাব্যাদর্শ।[১৪]

গদ্য পদ্যময়ং কাব্যং চম্পূরিত্য ভিধীয়তে - বিশ্বনাথ ঃ সাহিত্যদর্পণ।[১৫]

গদ্যানুবন্ধরসমিশ্রিত পদ্যসূক্তি ঃ হৃদ্যাপিপদ্যকলয়া কলিতেব গীতিঃ।

তস্মান্দধাতু কবিমার্গ জুষাংসুখায় চম্পূ প্রবন্ধ রচনাং রসনা মদীয়া।। - ভোজ।[১৬]

ভোজ প্রবন্ধের শ্লোকে অনুপ্রাস, (Alleteration), উৎপ্রেক্ষা (Hypothetical Metaphor) অপ্রস্তুত প্রশংসা (Allegory, Parable) কাব্যসৌন্দর্য বৃদ্ধি করেছে।

"ছন্নং সৈন্য রজোভরেণ ভবতঃ শ্রীভোজদেব ক্ষমা -

রক্ষাদক্ষিণ দক্ষিণক্ষিতিপতিঃ প্রেক্ষান্তরিক্ষং ক্ষণাৎ।

নিঃশঙ্কো নিরপত্রপা নিরনুগো নির্বান্ধবো নিঃসুহৃন্মিত্রীকো

নিরপত্যকো নিরনুজো নির্হাটকো নির্গতঃ।।" শ্লোক - ২৬৬।[১৭]

শ্রীভোজদেব! পৃথিবী পালনে আপনি উদার। আপনার সেনাবাহিনীর দ্বারা উত্থিত ধূলির ভার আকাশকে মুহূর্ত কালের মধ্যে ঢেকে দিলে দক্ষিণ দেশের অধিপতি অত্যন্ত ভীত, অত্যন্ত লজ্জিত অনুচর বিহীন, স্বজন বিরহিত, মিত্র-বিবর্জিত, স্ত্রী পুত্র পরিশূন্য, কনিষ্ঠ ভ্রাতৃহীন এবং স্বর্ণ (অর্থাৎ ঐশ্বর্য) বিহীন হয়ে পলায়ন করেছে।

" নো চারু চরণৌ ন চহপি চতুরা চঞ্চুর্ন বাচ্যং বচো

নো লীলাচতুরা গতির্ন চ শুচিঃ পক্ষপ্রহোহয়ং তব।

ক্রুরক্রেঙকৃতিনির্ভরাং গিরমিহ স্থানে বৃথৈবোদ্গিরন্

মূর্খ ধ্বাঙ্ক্ষ ন লজ্জসেহপ্যসদৃশং পাণ্ডিত্যমুন্মাটয়ন্।।" ২৬৮।।[১৮]

হে মূঢ় কাক, তোমার চরণ সুন্দর নয়; তোমার চঞ্চু চতুর অর্থাৎ কাম সাধনের উপযোগী নয়, তোমার শব্দ উচ্চারণ যোগ্য নয়; তোমার গতি বিলাস যুক্ত নয়, তোমার পাখা শুক্ল

Dhaka University Institutional Repository

নয়। কর্কশ ক্রেং ক্রেং শব্দ পূর্ণ বাক্য বৃথা উচ্চারণ করে অযোগ্য ধ্বনি নৈপুণ্য প্রকাশ করেছে কিন্তু লজ্জিত হচ্ছেনা।

অনুপ্রাস (Alleteration) ঃ বর্ণ (ধ্বনি) বা বর্ণ গুচ্ছ (ধ্বনি গুচ্ছ) যদি যুক্ত বা বিযুক্ত ভাবে বাক্যমধ্যে একাধিকবার ধ্বনিত হয় তবে তাকে অনুপ্রাস বলা যায়।[১৯]

একই বা একাধিক ব্যঞ্জন ধ্বনির বারংবার প্রয়োগকে অনুপ্রাস বলে। [২০]

পয়োধরাকারধরো হি কন্দুক ঃ করেণ রোষাদভিহন্যতে মুহুঃ

ইতীব নেত্রাকৃতিভীতমুৎপলং স্ত্রিয়ং প্রসাদায় পপাত পাদয়োঃ ।। ২৯৯।।[২১]

কন্দুক নারীর স্তনের আকার ধারণ করে বলে বার বার নারীর হাতে দিয়ে রোষ সহকারে আঘাত প্রাপ্ত হচ্ছে। এই দেখে নয়নের সঙ্গে সাদৃশ্য বশত ভীত উৎপল স্ত্রীলোককে প্রসাদিত করার জন্য তার চরণে পতিত হলো।

উৎপ্রেক্ষা (Hypothetical Metaphor) ঃ''ভবেৎ সম্ভাবনোৎ প্রেক্ষা প্রকৃতস্যপরাত্মনা।'' - সাহিত্য দর্পণ।[২২]

প্রকৃতকে (উপমেয়কে) গভীরতর সাদৃশ্য হেতু যদি পরাত্মা (উপমান) বলে উৎকট এককোটিক সংশয় (সম্ভাবনা) হয়, তবে তাকে উৎপ্রেক্ষা বলা যায়।উৎপ্রেক্ষা অর্থ উৎকট জ্ঞান, কল্পনা বা মিথ্যা। অবশ্য কবি শক্তির নৈপুণ্যে এ মিথ্যা কল্পনাও এমন ভাবে কাব্যে ব্যবহৃত হয় যে, সহৃদয় পাঠক তার আবেদনকে সহজেই গ্রহণ করেন।

যেখানে উপমান বস্তুতে উপমেয়ের সম্ভাবনা করা হয়, সেখানে 'উৎপ্রেক্ষালঙ্কার' হয়।[২৩]

এই অলঙ্কার আসলে বাক্যে, "বুঝি, বোধহয়, যেমন, যেন" প্রভৃতি পদ আসতে পারে; - এরূপ শব্দ থাকলে অলঙ্ককারটিকে বাচ্যোৎপ্রেক্ষা বলে, আর ঐরূপ শব্দ না থাকলে প্রতীয়মানা উৎপ্রেক্ষা বলে।

'অনেকে ফণিন ঃ সন্তি ভেকভক্ষণ তৎপরাঃ

এক এব হি শেষোহয়ং ধরণীধরণক্ষমঃ ।। শ্লোক - ৩০০।।[২৪]

ভেক ভক্ষণে তৎপর অনেক সর্প এখানে আছে; তাদের মধ্যে একজন এই 'শেষ নাগ' পৃথিবীকে ধারণ করতে সক্ষম।

অপ্রস্তুতপ্রশংসা (Allegory, Parable) ঃ বর্ণনীয় বিষয়টিকে গূঢ়রেখে, অপ্রস্তাবিত বিষয়ের বর্ণনা দ্বারা এর উপলব্ধি হলে, "অপ্রস্তুত -প্রশংসা অলঙ্কার হয়।" [২৫]

Dhaka University Institutional Repository

যদি অপ্রস্তুতের বা উপমানের বিশদ ভাবে বর্ণনা থেকে ব্যঞ্জনার সাহায্যে প্রস্তুতের বা উপমেয়ের প্রতীতি জন্মে তবে অলঙ্কার হয় অপ্রস্তুত প্রশংসা। এখানে প্রশংসা অর্থে ব্যঞ্জনা বা বিশদ বর্ণনা বোঝানো হয়ে থাকে। এবং অপ্রস্তুত, অপ্রকৃত, অপ্রাকরণিক বা উপমান শব্দগুলো অলঙ্কার শাস্ত্রে সমার্থক, এদের অর্থ - কবির যা বর্ণনীয় বিষয় নয়, (অনভিপ্রেত- বস্তু)।[২৬] আসলে অপ্রস্তুতের মধ্য দিয়ে প্রস্তুতের প্রতীতি, কাব্য-সৌন্দর্য সৃষ্টির এক অনুপম কবি-কৌশল।

সাহিত্যের উৎকর্ষ বা অপকর্ষ বিচারমূলক সম্যক আলোচনাকে সাধারণ ভাবে 'সমালোচনা' বলা হয়। সম্যক আলোচনা বলতে সাহিত্যের ভাব, বস্তুরীতি, অলঙ্কার ও সাহিত্যিকের বিশিষ্ট মানস দৃষ্টি প্রভৃতির সামগ্রিক আলোচনাকেই বুঝায়। সাহিত্য সমালোচনা এত বিভিন্ন পদ্ধতিতে অনুসৃত হয় এবং একই সাহিত্য সম্বন্ধে অনেক সময় দু'জন মনীষীর এত মতানৈক্য দেখা যায় যে, এর শিল্প-সৌন্দর্য সম্বন্ধে কোন মীমাংসায় উপনীত হওয়া অনেক সময় কঠিন হয়ে দাঁড়ায়। বিজ্ঞান গবেষণাগারে বা বিজ্ঞান বীক্ষণাগারে (Science Laboratory) দু'জন বিজ্ঞানী বিভিন্ন মনোবৃত্তি সম্পন্ন হলেও কোন বৈজ্ঞানিক সত্য বিশ্লেষণ করে একই সত্যে উপনীত হতে পারেন। কিন্তু সাহিত্য সমালোচনার ক্ষেত্রে তেমনটি সম্ভব নয়।

এ জন্যই বলা হয়-"No two people have ever read the same novel or the same play."[২৭]

Dhaka University Institutional Repository

গ) ভোজ প্রবন্ধে রস

ভারতীয় নন্দন তত্ত্বের কেন্দ্রীভূত বিষয় রসতত্ত্ব। 'রসতত্ত্ব' শব্দটি অতি প্রাচীন। তৈত্তিরীয় উপনিষদে এই শব্দটির দ্বারা ব্রহ্মের আনন্দদায়ক স্বরূপকে বোঝানো হয়েছে - রসোবৈসঃ। প্রাচীনতমআলঙ্কারিক ও রসশাস্ত্রের প্রথম প্রবক্তা মুনিভরত ও আস্বাদ্যমান আনন্দের সমপর্যায়ক বলেছেন - অত্র রস ইতি কঃ পদার্থঃ? উচ্যতে আস্বাদ্য ত্বাৎ। (নাট্য শাস্ত্র/৬ অধ্যায়) । আনন্দই সকল কাব্যের চরমতম লক্ষ একথা সব আলঙ্কারিকই মেনেছেন । মম্মট ভট্ট স্পষ্টই বলেছেন --- সকল প্রয়োজন মৌলীভূতং ..... বিগলিত বেদান্তর আনন্দম্ রস। তাই রস কাব্যের সঞ্জীবক বা আত্মা বলা যেতে পারে। রস বিহীন কোন রচনাই সার্থক কাব্য নয় । ভরত উদাত্ত স্বরে ঘোষণা করেছেন । 'নহি রসাদৃতে কশ্চিদর্থ ঃ প্রবর্তCa'। (না-শা- ৬ অধ্যায়)। এরই অনুরণন শোনা যায় সাহিত্য দর্পণে কাব্যের সংজ্ঞায় 'বাক্যং রসাত্মকং কাব্যম্।' (১পরিচ্ছেদ।) রসতত্ত্বের মূল উপজীব্য নাট্যশাস্ত্রের একটি সূত্র -

'বিভাবানুভাব ব্যভিচারি সংযোগাদ্রসনিষ্পত্তিঃ।'

বিভাব, অনুভাব ও ব্যাভিচারিভাবের সংযোগে রতি প্রভৃতি স্থায়ীভাবের আস্বাদনই রস। উক্ত সূত্রটি অলঙ্কার জগতে একটি আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল। বহু আলঙ্কারিক বিভিন্ন ভঙ্গিতে এটিকে ব্যাখ্যা করেছেন। তাঁদের মধ্যে প্রধানত চারজন প্রসিদ্ধ ভট্টলোল্লট, শ্রীশঙ্কুক, ভট্টনায়ক ও অভিনবগুপ্ত। অভিনবগুপ্তের চৈতন্য সম্প্রদায়ভুক্ত বৈষ্ণব আলঙ্কারিকগণ ভক্তিকে রসরূপে স্বীকার করে তাকে সকল রসের প্রকৃতি বলেছেন। এই ভক্তিরস মুখ্য ও গৌণভেদে দ্বিবিধ। মুখ্য ভক্তিরস পাঁচ প্রকার- শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর এবং গৌণ ভক্তিরস - হাস্য করুণ, রৌদ্র, বীর, ভয়ানক, বীভৎস ও অদ্ভুত।

সংস্কৃত অলঙ্কারশাস্ত্রে রসসমুজ্জ্বল বাক্যই কাব্য - বাক্যং রসাত্মকং কাব্যম্। (সাহিত্য দর্পণ-১) ভোজ প্রবন্ধের কাহিনীগুলি রসসমুজ্জ্বল না হলেও রসরহিত নয়। এতে শৃঙ্গারাদি অষ্টবিধ রসই পরিবেশিত হয়েছে। কিন্তু সংস্কৃত সাহিত্যের প্রাণভূত শৃঙ্গার এখানে দীপ্তিহীন; হাস্য, করুণ, রৌদ্র, ভয়ানক, বীভৎসও ম্লান; কেবল বীর (দান) ও অদ্ভুত রসই প্রধান। এই প্রবন্ধের রসজন্য চমৎকারিত্বের অভাব পূর্ণ হয়েছে বিভিন্ন অলঙ্কারের ও গুণের মহিমায়। যেমন-

ছন্নং সৈন্যরজোভরেণ ভবতঃ শ্রীভোজদেব ক্ষমা -
রক্ষাদক্ষিণ দক্ষিণ ক্ষিতিপতিঃ প্রেক্ষান্তরিক্ষং ক্ষণাৎ।
নিঃশঙ্কো নিপত্রপা নিরনুগো নির্বান্ধবো নিঃসুহৃ-
নিস্ত্রীকো নিরপত্যকো নিরনুজো নির্হাটকো নির্গতঃ ।। ২৬৬

Dhaka University Institutional Repository

অর্থাৎ শ্রীভোজদেব! পৃথিবী পালনে আপনি উদার। আপনার সেনাবাহিনীর দ্বারা উত্থিত ধূলির ভার আকাশকে মুহূর্তের মধ্যে ঢেকে দিলে তাই দেখে দক্ষিণ দেশের অধিপতি অত্যন্ত ভীত, অত্যন্ত লজ্জিত, অনুচরবিহীন, স্বজন-বিরহিত, মিত্র-বিবর্জিত, স্ত্রীপুত্র - পরিশূন্য, কনিষ্ঠ ভ্রাতৃহীন এবং স্বর্ণ (অর্থাৎ ঐশ্বর্য) বিহীন হয়ে পলায়ন করেছেন।।

অথবা

নো চারু চর নৌ ন চহপি চতুরা চক্ষুর্ন বাচ্যং বচো

অনুপ্রাস ..... (২৬৮।।) ..... ইত্যাদিতে।

'পয়োধরাকার ধরো হিকন্দুকঃ করেণ রোষাদভি হন্যতে মুহুঃ।

শ্লোক - ২৯৯ এ উৎপ্রেক্ষা।

রস আট প্রকার বলে প্রসিদ্ধ-

শৃঙ্গার হাস্যকরুণাঃ রৌদ্রাদ্ভুতভয়ানকাঃ। বীভৎসাদ্ভুতসংজেতী চেত্যষ্টৌ নাট্যে রসাঃ স্মৃতাঃ।। নাট্যশাস্ত্র ৬/১৫

এদের স্থায়িভাব যথাক্রমে আট প্রকার বলে নির্দিষ্ট হয়েছে-

রতির্হাসশ্চ শোকশ্চ ক্রোধোৎ সাহৌ ভয়ং তথা।

জুগুপ্সা বিস্ময়শ্চেতি স্থায়িভাবাঃ প্রকীর্তিতা ঃ।। নাট্যশাস্ত্র ৬/১৭

নাট্যশাস্ত্রের কোনো কোনো সংস্করণে রস নয় প্রকার ও স্থায়িভাবও নয় প্রকাররূপে ঘোষিত হয়েছে।

বীভৎসাদ্ভুতশান্তাশ্চ নব নাট্যে রসাঃস্মৃতাঃ।। ৬/১৫

রতির্হাসশ্চ শোকশ্চ ক্রোধোৎসাহৌ ভয়ং তথা।

জুগুপ্সা-বিস্ময়-শমাঃ স্থায়িভাবাঃ প্রকীর্তিতা ।।৬/১৭

শান্তরসকে অনেক আলঙ্কারিক স্বীকার করেন না। কেউ কেউ যথা দশরূপককার ধনঞ্জয় শ্রব্যকাব্যে শান্তরস স্বীকার করেছেন কিন্তু দৃশ্যকাব্য বা নাট্যে নয়।

' শমমপি কেচিৎ প্রাহুঃ পুষ্টিনাট্যেষু নৈতস্য।' (ধনঞ্জয় ১৯৪১ : ৪/৩৫)

মম্মটভট্ট প্রমুখআলঙ্কারিকগণ 'নির্বেদ' (তত্ত্বজ্ঞানজন্য বৈরাগ্য) কে শান্তরসের স্থায়িভাব বলেছেন-'নির্বেদস্থায়িভাবোহস্তি শান্তহপি নবমো রসঃ।' (কাব্য প্রকাশ ৪ অধ্যায়)। ভোজমুনি কথিত নয়টি রসের সঙ্গে আরও তিনটি রসের যোগ করে বারো প্রকার রসের উল্লেখ করেছেন-

শৃঙ্গারবীর করুণঃ রৌদ্রাদ্ভুত ভয়ানকাঃ।

বীভৎসহাস্য প্রেয়াংসঃ শান্তোদাত্তোদ্ধতা রসা;।। সরস্বতীকণ্ঠাভরণ ৫/২৫১

অনেকে ফণিনঃ সন্তি শ্লোক-৩০০ তে অপ্রস্তুত প্রশংসা প্রভৃতি একাধিক অলঙ্কার এ প্রবন্ধটিকে মনোজ্ঞ করে তুলেছে। প্রসঙ্গত বিশেষভাবে উল্লেখ্য, ভোজ প্রবন্ধের গদ্য সুবন্ধু বাণ বা দণ্ডীর গদ্যের মতো ওজোগুণের বিস্তার বা অলঙ্কারের আড়ম্বরে পাঠকদের বুদ্ধি বিভ্রান্ত করে না। বরং এর স্বচ্ছ সুন্দর গদ্য সরল ও সাবলীল গতিতে

Dhaka University Institutional Repository

একাধিক বৃত্তান্ত প্রকাশিত করে চিরাচরিত গদ্যসাহিত্যের একটি নতুন দিক উন্মোচিত করেছে।[২৮]

'রস্যতে ইতিরস।' যা অস্বাদিত হয় তাই রস। (বিশ্বনাথ কবিরাজ ১৩৮৬ঃ২৭) ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃত ও পালি বিভাগের অধ্যাপক ড. দিলীপ কুমার ভট্টাচার্য্য তাঁর 'সংস্কৃত অলংকার শাস্ত্রে রস সংখ্যা ও রূপ বৈচিত্র্য' শীর্ষক প্রবন্ধে (সাহিত্য পত্রিকা, সাঁইত্রিশ বর্ষ-তৃতীয় সংখ্যা) ভারতীয় নন্দনতত্ত্বের কেন্দ্রীভূত বা প্রধান আলোচ্য বিষয় রস তত্ত্ব আলোচনায় অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পরিবেশন করে প্রবন্ধটিকে ঋদ্ধ ও চিত্তাকর্ষক করে তুলেছেন। শ্রদ্ধেয় প্রবন্ধকার ড. দিলীপ কুমার ভট্টাচার্য্যের প্রবন্ধ থেকে রসতত্ত্ব বিষয়ে প্রাসঙ্গিক কিছু উল্লেখ করা হলো।

রসবাদের উৎপত্তি কিভাবে কার দ্বারা প্রথম হয়েছিল তা সুনির্দিষ্টভাবে বলা সম্ভব নয়। রাজ শেখর তাঁর কাব্য মীমাংসা গ্রন্থে বলেছেন যে, সর্বপ্রথম নন্দিকেশ্বর অলঙ্কার শাস্ত্রের বেদীমূলে রস প্রদীপ প্রজ্জ্বলিত করেছেন। বাসুকি ও অন্যান্যের অনুসরণে ভরত তাঁর নাট্যশাস্ত্রে প্রথম রস নিয়ে বিস্তৃত ব্যাখ্যা দিয়েছেন। ভরতের মতে রসই অর্থের প্রবর্তক- গুণরীতি, বৃত্তি অলঙ্কার পরিশেষে রসেই পর্যবসিত হয়। রসের সংখ্যা নিয়েও সংস্কৃত আলঙ্কারিকদের মধ্যে মতভেদ ছিল। প্রথমে 'শৃঙ্গার' বা আদিরস, (শৃঙ্গার শব্দের বুৎপত্তি হচ্ছে শৃঙ্গ-√ঋি+অ। শৃঙ্গ শব্দের বহুবিধ অর্থের মধ্যে একটি হচ্ছে কাম আর ঋ-ধাতুর অর্থ গমন করা। সুতরাং কামের গমন বা আবির্ভাব হয় যাতে তারই নাম শৃঙ্গার। বৈষ্ণব আলঙ্কারিকগণ আদর করে এই রসকে বলেন মধুররস, কান্তারস।) ড. দিলীপ কুমার ভট্টচার্য্য তাঁর প্রবন্ধে বিস্তৃত আলোচনায় নিম্নোক্ত রস সমূহের নামোল্লেখ করেছেন-

১। শৃঙ্গার, ২। হাস্য, ৩। করুণ, ৪। রৌদ্র, ৫। বীর, ৬। ভয়ানক, ৭। বীভৎস ৮। অদ্ভুত, ৯। শান্ত ১০। প্রেয়ান, ১১। শ্রেয়ান, ১২। মৃগয়া, ১৩। অক্ষ, ১৪। উদাত্ত, ১৫। উদ্ধত, ১৬। বাৎসল্য, ১৭। মায়া, ১৮। কার্পণ্য, ১৯। লৌল্য, ২০। স্নেহ, ২১। ব্যসন, ২২। দুঃখ, ২৩। সুখ, ২৪। প্রেম, ২৫। ভক্তি।

সাগর নন্দীর মতে, উত্তম প্রকৃতির পাত্র পাত্রীর প্রাধান্য যাতে থাকে এবং নারী পুরুষ যার হেতু তাকে শৃঙ্গার রস বলা হয়। ভরতাচার্য্যের মতে, রতি নামক স্থায়িভাব থেকে এই রস উদ্ভূত এবং এই রস উজ্জ্বল রেষাত্মক। পৃথিবীতে যা কিছু শুভ্র. পবিত্র, সুদর্শন তা শৃঙ্গারের সঙ্গে উপমিত। বিশ্বনাথ কবিরাজের অভিমত হচ্ছে, কামের হেতু স্বরূপ যে রসের মূল প্রায়ই উত্তম প্রকৃতির হয়ে থাকে; সেই রসকেই বলা হয় 'শৃঙ্গার'।

নবরসের মধ্যে সব আলঙ্কারিক শান্ত রসকে স্বীকার করেননি। উদ্ভটের কাব্যালঙ্কার সংগ্রহে নবম রস রূপে শান্ত রসের প্রথম উল্লেখ পাওয়া যায়।

Dhaka University Institutional Repository

শৃঙ্গার হাস্যকরুণরৌদ্রবীর ভয়ানকাঃ।

বীভৎসাদভুতশান্তাশ্চ নব নাট্যে রসাঃস্মৃতাঃ ৪/৪

V. Raghavan বলেন ঃ

> Udbhata recognises Santa as can be seen from his KavyalamKarasara-Samgraha (N.4). He is thus the first commentator on the NS and the first Alamkarika now known to have definitely begun to speak of Rasa as nine in number. He may therefore have made the necessary alteration in the text of the Natyasastra as shown above and as pointed out by Abhinavagupta. (Raghavan ১৯৭৫ঃ১৩)

বিষ্ণু ধর্মোত্তর পুরাণে নয়টি রসই স্বীকৃত। দণ্ডী কাব্যাদর্শে আটটি রসেরই উল্লেখ করেছেন। আনন্দ বর্ধন রস সংখ্যা সম্বন্ধে কোন কথা বলেননি, তবে তিনি নয়টি রসেরই আলোচনা করেছেন। ধনঞ্জয়ের মতে নাটকের রস আটটি, কেউ কেউ শান্ত রসের কথা বলেন, তবে নাটকে তা পুষ্টিলাভ করে না-

শমমপি কেচিৎ প্রাহুঃ পুষ্টিনাট্যেষু নৈতস্য। (ধনঞ্জয় ১৯৪১ঃ৪/৩৫)

সাগর নন্দী শান্তরস স্বীকার করেননি। ভানুদত্ত নাট্যে ভরত সম্মত আটটি রস স্বীকার করেছেন এবং নাট্য ব্যতীত অন্যত্র স্বীকার করেছেন শান্ত নামক নবম রস

"নাট্যভিন্নে পরং নির্বেদ স্থায়ি ভাবকঃ শান্তোহপি নবমো রসো ভবতি।" (ভানু দত্ত ১৯৭১ঃ১৬১)

এছাড়াও তিনি স্বীকার করেছেন মায়ারসকে।

রূদ্রট নয়টি রসের সঙ্গে প্রেয়ান্ নামক আরেকটি রস সংযোজন করেছেন।ধনঞ্জয় নব রস ব্যতিরেকে মৃগয়া অক্ষ নামে আরো দুটি রসের উল্লেখ করেছেন।কবি কর্ণপুর নয়টি রসের সঙ্গে বাৎসল্য রস ও প্রেম রসও স্বীকার করেছেন এবং প্রেম রসের উপরই সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব প্রদান করেছেন। তাঁর মতে সকল রসই প্রেম রসের অন্তর্ভুক্ত। তিনি বলেন-

উন্মজ্জন্তি নিমজ্জন্তি প্রেম্ন্যখণ্ডরসতৃতঃ

সর্বে রসাশ্চ ভাবাশ্চ তরঙ্গা ইব বারিধৌ। (কবি কর্ণপুর ১৯৮১ঃ৫/১২)

অর্থাৎ সমুদ্র তরঙ্গ সমূহের ন্যায় অখণ্ড প্রেম রসে সকল রস, সকল ভাব একবার উঠেছে, একবার বিলীন হচ্ছে।

উপরিউক্ত আলোচনা থেকে বলা যাচ্ছে- প্রথমে আট প্রকার, পরে নয় প্রকার ও পরিশেষে বহুপ্রকার (পঁচিশটি) রসের উল্লেখ পাই।

ভোজরাজ উদাত্ত ও উদ্ধত রস কল্পনা ও সমর্থন করেছেন। তিনি 'শৃঙ্গার প্রকাশ গ্রন্থে' বিশদরূপে এবং 'সরস্বতী কণ্ঠাভরণে' সংক্ষিপ্ত রূপে শৃঙ্গার রসকে সব রসের মূল

Dhaka University Institutional Repository

প্রকৃতি বলে বর্ণনা করেছেন।এই শৃঙ্গার রস নব রসের আদি রস নয়। এ হচ্ছে পুরুষের আদি অভিমান বা অহংকার।

ভোজ বলেন-

" তচ্চ আত্মনোহ হঙ্কারগুনবিশেষং ব্রুমঃ।

স শৃঙ্গারঃ। সোহভিমানঃ স রসঃ। তত এতে রত্যাদয়ো জায়ন্তে।" (ভোজদেব ১৯৫৫ঃ৩০/।)

(তাকে আত্মার অহংকার নামক গুণ বিশেষ বলছি; তাই শৃঙ্গার, তাই অভিমান, তাই রস। তা থেকে এই রতি প্রভৃতি উৎপন্ন হয়ে থাকে।)[২৯]

Dhaka University Institutional Repository

ঘ) ভোজ প্রবন্ধে সমাজচিত্র

সাহিত্য সমাজ জীবন থেকে বিচ্ছিন্ন কোন শিল্প নয় বরং সমাজ ও অধিগত। সাহিত্য সমাজ মনের ভাষাগত প্রকাশ ও আত্মেতর সচেতনতার বাস্তব প্রতিফলন।কোন সাহিত্য তখনই সার্থক সৃষ্টি হয়ে উঠে বা কালোর্ত্তীর্ণ সাহিত্য হয়ে উঠে যখন তাতে সমসাময়িক সামাজিক, রাজনীতিক, সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিক অবস্থার পরিচয় মেলে। আলোচ্য ভোজ প্রবন্ধে সমাজচিত্র আলোচনায় উল্লেখ্য যে, ভোজ প্রবন্ধের কাহিনী গুলো কল্পনা প্রসূত। ফলে বাস্তবতার অভাবে সমাজচিত্র যথাযথভাবে হয়তো চিত্রিত নয়; তবু লেখক যতই কল্পনার আশ্রয় নেন না কেন তিনি তাঁর সাহিত্যকর্মে সমসাময়িক সামাজিক অবস্থাকে একেবারে এড়িয়ে যেতে পারেন না।

ভোজ প্রবন্ধের যুগ রাজতন্ত্রের যুগ। রাজা বিদ্যানুরাগী, বিদ্যোৎসাহী, দানশীল ছিলেন। প্রজাদের সুখ দুঃখকে অগ্রাহ্য করা হয়নি। ব্রাহ্মণদের যথাযথ সম্মান দেয়া হ'ত। সে যুগে ব্রাহ্মণদের পান্ডিত্য ও দারিদ্র্য যুগপৎ দুটোই ছিল ভূষণ। (ভোজ ও বিপ্রের কাহিনী।)

ভোজ রাজ বিদ্বৎপ্রিয় ও বিদ্যার পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। তাই রাজ দরবারে কবিদের আগমন ঘটতো। প্রত্যেকে আপন আপন পান্ডিত্য প্রদর্শন করে রাজার কাছ থেকে পারিতোষিক পেয়ে ধন্য হয়েছেন।বিদ্বান ব্যক্তিদের মর্যাদা ছিল সবার উর্ধ্বে। (ভোজ ও কবির কাহিনী এবং ভোজ ও কালিদাসের কাহিনী)।

সে যুগে মাটির মূর্তি তৈরি হ'ত এবং মৃৎপাত্রের প্রচলন ছিল। এ ধরনের পেশায় নিয়োজিতদের বলা হ'ত কুম্ভকার।(ভোজ ও কুম্ভকারের কাহিনী।) চৌর্যবৃত্তি ছিল। ভোজ ও তস্করের কাহিনী এবং ভোজ ও দুই চোরের কাহিনী তারই সাক্ষ্য বহন করে। গোপালন ও দুগ্ধমন্থনকৃত ঘোলের ব্যবসা প্রচলিত ছিল। ''কোন এক কোমল ও মনোরম অঙ্গ বিশিষ্ট গোপকন্যা স্বেচ্ছায় ধারানগরে ঘোল বিক্রয় করতে ইচ্ছা করে ঘোলের ভান্ড বহন করে এসে উপস্থিত হলো।'' (ভোজ ও গোপকন্যার কাহিনী।) নৃত্য গীতাদি কলাবিদ্যার চর্চা ছিল। বাদ্যযন্ত্রের মধ্যে বীণাবাদন ছিল অন্যতম। (ভোজ ও বীণাবাদনরত কবির কাহিনী।)

বেশ্যাবৃত্তি ছিল।

> ''তখন চামরধারিণী বেশ্যাকে দেখে রাজা কালিদাসকে বললেন, সুকবি এ বেশ্যাকে বর্ণনা করুন।'' তাঁকে অবলোকন করে কালিদাস বললেন-

Dhaka University Institutional Repository

'হে চন্দ্রাননে, কেশভারকে স্তনভার, স্তন ভারকে কেশভার ভয় পায়, আর তোমার জঘন কেশভার ও স্তনভার উভয়কেই ভয় পায়। কী অপূর্ব শোভা।'' (ভোজ ও স্বৈরিণীর কাহিনী এবং ভোজ সীতা ও কালিদাসের কাহিনী।) ।।২৯০।।

তৎকালীন সমাজে তন্তুবায় ছিল। এদের মাধ্যমে সে সময়ে বস্ত্রশিল্পের প্রসার ঘটে। (ভোজ, লক্ষ্মীধর ও তন্তুবায় কাহিনী।)

শিবিকা বা পালকির প্রচলন ছিল। ''গজদন্তের স্তম্ভের দ্বারা শোভিত শিবিকা আমার নেই।'' (ভোজ ও কাশ্মীর দেশীয় ব্রাহ্মণের কাহিনীতে ব্রাহ্মণের উক্তি)। অশ্বারোহণ প্রথা ছিল। ''আমার অশ্ব ও সমস্ত জগতের মধ্যে উন্নততম নয়। কেবল রাজ সভাতে মনোরম বাগ্‌বিন্যাসের কৌশল আমার আছে।'' ।।২৫৭।।

লোকজন ধর্মভীরু ছিল। পাপ পুণ্য বোধ ছিল। লোভ অনিষ্টের কারণ মনে করা হ'ত।

''লোভাৎ ক্রোধঃ প্রভবতি ক্রোধাদ্ দ্রোহঃ প্রবর্ততে।

দ্রোহেণ নরকং যাতি শাস্ত্রজ্ঞোহপি বিচক্ষণঃ।। ২।।''

লোভ থেকে ক্রোধের উৎপত্তি, ক্রোধ থেকে দ্রোহ (হিংসা) প্রবর্তিত হয়। বিচক্ষণ শাস্ত্রজ্ঞ ব্যক্তিও দ্রোহবশত নরকে গমন করে।বিদ্যা বা জ্ঞানের প্রতি অনুরাগ ছিল-

'মাতেব রক্ষতি পিতেব হিতে নিযুঙ্‌ক্তে

কান্তেব চাভিরময়ত্যপনীয় খেদম্।

কীর্তং চ দিক্ষু বিমলাং বিতনোতি লক্ষ্মীং

কিং কিং ন সাধয়তি কল্পলতেব বিদ্যা' ।।৫।।

'বিদ্যা পিতার ন্যায় রক্ষা করে, মাতার ন্যায় হিতকর্মে নিযুক্ত করে কান্তার (প্রিয়ার) ন্যায় দুঃখ দূর করে আনন্দিত করে। সর্বদেশে বিশুদ্ধ যশ ও সম্পদ বিস্তার করে।' অতএব বিদ্যা কল্পলতার ন্যায় কী না সাধিত করে।

নারীদের মধ্যে শিক্ষার প্রচলন ছিল। বিদুষী নারীর পরিচয় পাওয়া যায়। নিম্নোদ্ধৃত গল্পে এর প্রমাণ মেলে।

''অন্য এক সময়ে যখন শ্রীভোজ রাজ সিংহাসন অলংকৃত করেছিলেন তখন দ্বারপাল এসে বলল, 'দেব জাহ্নবী তীরবাসিনী কোনো এক বৃদ্ধা ব্রাহ্মণী বিদুষী দ্বারে উপস্থিত। রাজা তাঁকে প্রবেশ করতে বললেন। তিনি এলে রাজা তাঁকে প্রণাম করলেন। তিনি রাজাকে 'দীর্ঘজীবী হও' এই কথা বলে বললেন,-

'ভোজ প্রতাপাগ্নিরপূর্বা এষ জাগর্তি ভূভৃৎকটকস্থলীষু।

যস্মিন্‌প্রবিষ্টে রিপুপার্থিবানাং তৃণানি রোহন্তি গৃহাঙ্গনেষু।''।।২১৮।।

Dhaka University Institutional Repository

-'অপূর্ব ভোজের প্রতাপরূপ অগ্নি যা পর্বতের (অপর অর্থ রাজাদের) নিতম্ব প্রদেশে (অপর অর্থে রাজধানী স্থলে) জাগ্রত থাকে। এই প্রতাপাগ্নি প্রবেশ করলে শত্রু-নৃপতিদের গৃহের অঙ্গনে তৃণ জন্মায়।' (ভোজ ও বিদুষীর সংবাদ।)

সে সময়ে পেশাদার বৈদ্য ছিলেন এবং তাঁরা বাগভট্ট প্রণীত আয়ুর্বেদ শাস্ত্রানুসারে রোগীদের চিকিৎসা করতেন। এ সময়ে আধুনিক চিকিৎসা বিজ্ঞানের উল্লেখ যোগ্যবিষয় অজ্ঞান করা (Anaesthesia) প্রচলন ছিল এবং মস্তকে শৈল্য চিকিৎসা (Brain Surgery) প্রচলিত ছিল। (ভোজ ও স্বর্গবৈদ্যের কাহিনী)

বিদ্বৎ ব্যক্তি মাত্রই সম্মানিত হতেন। নীচ ব্যক্তিও যদি গুণবান ও বিদ্বান হতেন তাহলে তার যথাযথ মূল্যায়ন করা হ'ত। উচ্চকুলে জন্মলাভ করেও মূর্খ হলে তাঁর মূল্যায়নও সে অনুসারে হ'ত। এজন্যে ধারা নগরে কোন মূর্খ ছিল না।

'বিপ্রো হপি যো ভবেন্মূর্খঃ স পুরাদ্বহিরস্তু মে।

কুম্ভকারোহপি যো বিদ্বান্ স তিষ্ঠতু পুরে মম।' ।।৭৪।।

"ব্রাহ্মণ হয়েও যে মূর্খ তাকে আমার নগর থেকে অপসারিত করা হবে। কুম্ভকারও যদি বিদ্বান হয় তবে সে আমার সামনেই থাকবে।" (ভোজ ও কবির কাহিনী)

শিলালিপি পাঠের উল্লেখ আছে। শিলিলিপি পাঠ করে জ্ঞানার্জনের উপর গুরুত্ব দেয়া হ'ত। শিলালিপি থেকে ধর্ম, শাস্ত্র, পুরাণ, দর্শন, ইতিহাস প্রভৃতি জ্ঞান বিজ্ঞানের বিভিন্ন বিষয়ে চর্চা করা হ'ত। এ প্রসঙ্গে রাজা ভোজের উক্তি উল্লেখ্য- 'অতীতে ভগবান হনুমান শ্রীমদ্ রামায়ণ লিখেছিলেন, এই হ্রদে তা নিক্ষেপ করেছিলেন এই রকম প্রবাদ প্রচলিত আছে। সুতরাং এতে কী লেখা আছে তা অবশ্যই বিচার করা উচিত। অতএব এই লিপি জানা প্রয়োজন। জতু পরীক্ষার দ্বারা অক্ষরগুলি জেনে শিলালিপির পাঠ করা হোক।' (গলিত জতু বা লাক্ষা শিলাখণ্ডের উপর ফেললে শিলালিপির অক্ষরগুলি তাতে মুদ্রিত হয়ে যায়। এইভাবে শিলালিপি পাঠকরা সম্ভব। একে বলে জতু পরীক্ষা।) জন্মান্তরবাদ এবং পূর্বজন্মাকৃত কর্মের ফল বিষয়ে দৃঢ় বিশ্বাস ছিল।

ক্ব নু কুলমকলঙ্কমায়তাক্ষ্যাঃ ক্ব নু রজনীচরসঙ্গমাপবাদঃ।

অয়ি খলু বিষমঃ পুরাকৃতানাং ভবতি হি জন্তুষু কর্মণাং বিপাকঃ ।।৩০৪।।

"আয়তনয়না (সীতার) অকলঙ্ককুল কোথায় আর কোথায় বা নিশাচরের দ্বারা সম্ভোগ সম্পর্কিত কুৎসা? হায় জীবের পূর্বজন্মকৃত কর্মের ফল দুঃসহ হয়ে থাকে।" (শিলালিপি পাঠ প্রসঙ্গে ভোজ ও দুই কবির কাহিনী।)

Dhaka University Institutional Repository

ঙ) ভোজ প্রবন্ধের ঐতিহাসিক মূল্য

ভোজ প্রবন্ধের ঐতিহাসিক মূল্য নগণ্য হলেও এবং কাব্যরূপে এর মান উন্নত না হলেও এটি বিধুব পাঠক সমাজে কম সমাদৃত হয়েছে একথা বলার অবকাশ নেই। তার অন্যতম প্রমাণ - এটি বহুবার মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়েছে। ১৮৫১ খ্রীঃ মাদ্রাজ থেকে এর একটি সংস্করণ প্রকাশিত হয়। কলকাতা থেকে শ্রীজীবানন্দ বিদ্যাসাগর সম্পাদিত ১৮৭২ খ্রীঃ ও ১৮৮৩ খ্রীঃ বোম্বাই (বর্তমান মোম্বাই) থেকে শ্রী বাসুদেব পংশীকর (Panshikar) ১৯২১ খ্রীঃ একটি 'ভোজ প্রবন্ধ' প্রকাশ করেন।

India office catalogue VII (পৃষ্ঠা ১৫৪৯) ভোজ প্রবন্ধের একটি সংক্ষিপ্ত উল্লেখ আছে। Theodore Pavic প্যারিস থেকে অনুবাদসহ একটি ভোজ প্রবন্ধ প্রকাশ করেন। (History of Sanskrit Literature, p 128- সুশীল কুমার দে।)

ভোজ প্রবন্ধের পূর্বে কতগুলি জৈন প্রবন্ধ সংস্কৃত গদ্যে রচিত হয়। তাদের মধ্যে মেরুতুঙ্গ রচিত (১৩০৬ খ্রীঃ) প্রবন্ধ চিন্তামণি ও রাজশেখর সূরি রচিত প্রবন্ধ কোশ (১৩৪৮ খ্রীঃ) উল্লেখযোগ্য। এ প্রবন্ধ গুলি সম্বন্ধে শ্রী সুশীল কুমার দে বলেন-

> The works are perhaps not satisfactory for their historical information of earliest times, but they have certainly an amusing content and a readable style. (History of Sanskrit Literature. পৃষ্ঠা-৪২৮)।[৩০]

অর্থাৎ প্রথম সময়ের ঐতিহাসিক তথ্যের দিক থেকে কাজগুলো সম্ভবত সন্তোষজনক নয়, কিন্তু অবশ্যই সে গুলোর আনন্দদায়ক বিষয়বস্তু এবং পাঠযোগ্য ধারা বা রীতি রয়েছে।

ভোজ প্রবন্ধের ঐতিহাসিক মূল্য (Historical importance) নগণ্য হওয়ার কারণ হলো- ভোজ প্রবন্ধের রচয়িতা বল্লালের ধারাধিপতি ভোজের জীবন চরিতে তাঁর মহিমা কীর্তনের উদ্দেশ্যটি মুখ্য ছিল। এ প্রসঙ্গে একটি বিষয় উল্লেখ্য, সংস্কৃত সাহিত্যে ঐতিহাসিক রচনা খুবই কম। ইতিহাস লেখার উদ্দেশ্য বা সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা নিয়ে একমাত্র দ্বাদশ শতকের কাশ্মীরী কবি কল্হণই- 'রাজতরঙ্গিণী' রচনা করেছেন।[৩১] সংস্কৃত সাহিত্যে ঐতিহাসিক কাব্য বা ঐতিহাসিক রচনা অভিধায় যেসব গ্রন্থ অভিহিত সেগুলোর মধ্যে ঐতিহাসিক কাহিনীর সংযোজনের উদ্দেশ্য বা পরিকল্পনা বিশেষ নেই। ঐতিহাসিক ঘটনার উল্লেখ যা পাওয়া যায় তা মূল বক্তব্য বিষয়ের কেবল প্রাসঙ্গিকতায় বা অনুষঙ্গ হিসেবে।

সংস্কৃত সাহিত্যের আরেকটি দিক হলো- সমাজসত্যের গভীরে প্রবেশ করে সমসাময়িক রাজনীতিক, আর্থসামাজিক অবস্থা তুলে ধরার চেয়ে রাজার প্রণয় কাহিনী

Dhaka University Institutional Repository

ও মহিমা কীর্তনের স্পৃহাই প্রবল। এক্ষত্রে শূদ্রকের মৃচ্ছকটিক (দৃশ্যকাব্য) ব্যতিক্রমধর্মী রচনা। মৃচ্ছকটিকে শুদ্রক গতানুগতিকতাকে পরিহার করে, সমাজসত্যের গভীরে প্রবেশ করে সমাজসত্যকে তুলে ধরতে প্রয়াস পেয়েছেন সার্থকভাবে। রাজতন্ত্রের যুগে যেখানে সধারণ মানুষের কথা বলার অধিকার মানে স্পর্ধা, ইংরেজি পরিভাষায় Audacity সেখানে অত্যাচারী রাজার বিরুদ্ধে সাধারণ মানুষের বিদ্রোহী কণ্ঠ হয়েছে সোচ্চার। বিদ্রোহে অত্যাচারী রাজার পরাজয় ও সাধারণ মানুষের অন্যায়-অবিচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদী কণ্ঠের বিজয় বিঘোষিত। একারণেই শূদ্রকের মৃচ্ছকটিক সংস্কৃত সাহিত্যে স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য মন্ডিত এক অসামান্য সৃষ্টি।[৩২]

আলোচ্য ভোজ প্রবন্ধের কেন্দ্রীয় চরিত্র ধারাধিপতিভোজ ঐতিহাসিক ব্যক্তিত্ব। অথচ কতকগুলো বিচ্ছিন্ন গল্পের অবতারণা করে ভোজের দানশীলতা, বিদ্যানুরাগ, প্রজাবাৎসল্য- এককথায় মহিমাকীর্তন করা হয়েছে। স্থান-কালোচিত্য লঙ্ঘন করে মহাকবি কালিদাস, বাণ, ভবভূতি, ময়ূর, মুঞ্জ, মাঘ, মহিলাকবি সীতা সহ যাঁদের রাজদরবারে হাজির করা হয়েছে এরা প্রত্যেকেই ঐতিহাসিক ও অসাধারণ ব্যক্তিত্ব স্বমহিমায় মহিমান্বিত।

Dhaka University Institutional Repository

চ) ভোজ প্রবন্ধে সুভাষিত

গল্প শোনা ও বলার সহজাত প্রবৃত্তি হতে গল্প-সাহিত্যের বা কথা সাহিত্যের উদ্ভব। প্রসঙ্গত সংস্কৃত সাহিত্যের পেছনে রাজশক্তির পৃষ্ঠপোষকতা বরাবরই ছিল, কিন্তু রাজাদের কোন বিশেষ প্রয়োজন সিদ্ধ করা সাহিত্য রচনার মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল বলা চলে না। গল্প-সাহিত্য সৃষ্টির পেছনে মূলত তিনটি উল্লেখযোগ্য কারণ কাজ করেছে- ক) অবসর যাপন খ) নিছক চিত্তবিনোদন গ) রাজকুমারদের শিক্ষাদান।

রাজদরবারে কোমলমতি রাজকুমারগণকে অর্থশাস্ত্রে ও নীতিশাস্ত্রে ব্যুৎপন্ন করে তোলার জন্য এক সময় রাজারাই ব্রাহ্মণ পন্ডিতদের নিযুক্ত করতেন। সুকুমারচিত্তে অর্থ ও নীতিশাস্ত্রের জটিল তত্ত্বসমূহ যাতে অতিসহজে গভীর প্রভাব বিস্তার করতে পারে তার জন্যই ব্রাহ্মণ পন্ডিতগণ গল্পকে মাধ্যমরূপে নির্বাচিত করেছেন।

ভোজ প্রবন্ধে প্রবন্ধাবতারণা থেকে শেষ গল্পটি পর্যন্ত প্রাসঙ্গিক বেশ কিছু সুবচন আছে যা শুধু কোমলমতি শিশুদের চিত্ত বৃত্তি নিরোধসহ আনন্দ বিধানই করে না পরিণত বয়সের বিবুধ পাঠক চিত্তকে আকৃষ্ট করে। বুদ্ধিবৃত্তি ও নৈতিক মূল্যবোধের উদ্বোধন বা বিকাশে সফল ভূমিকা পালন করে। আর সেকারণে এ সকল নীতিকথাকে সুভাষিত অভিধায় অভিহিত করা যায়।

"লোভঃ প্রতিষ্ঠা পাপস্য প্রসূতির্লোভ এব চ।

দ্বেষ ক্রোধাদিজনকো লোভঃ পাপস্যকারণম্ "।। ১।।

অর্থাৎ, লোভ থেকে পাপের আশ্রয়, লোভ পাপের উৎপাদক। দ্বেষ, ক্রোধ ইত্যাদির জনক লোভ, লোভ পাপের কারণ।

তুল্যঃ *কাম এব ক্রোধ এব রজো গুণ সমুদ্ভবঃ।*

মহাশনো মহাপাপ্মা বিদ্ধ্যেনমিহ বৈরিণম্।। (শ্রীমদ্ভগবদ্ গীতা- ৩/৩৭)

অর্থাৎ, কামক্রোধ দুটি দুর্জয় রিপু। রজো গুণ হতে এদের উৎপত্তি। এরা মোক্ষের বিরোধী।

"অ প্রগলভস্য যা বিদ্যা কৃপণস্য চ যদধনম্।

যচ্চ বাহুবলং ভীরোর্ব্যর্থ মেতত ত্রয়ং ভুবি" ।।৪৮।।

অর্থাৎ, অপ্রত্যুৎপন্নমতির বিদ্যা, কৃপণেরধন ও ভীরুর বাহুবল, পৃথিবীতে এই তিনটিই ব্যর্থ।

তুল্যঃ *অজ্ঞশ্চা শ্রদ্ধধানশ্চ সংশয়াত্মা বিনশ্যতি।*

নায়ং লোকোহস্তি ন পরো ন সুখং সংশয়াত্মনঃ। (শ্রীমদ্ভগবদ্ গীতা-৪/৪০)

Dhaka University Institutional Repository

অর্থাৎ, যে ব্যক্তি শ্রদ্ধাবান হয়েও সংশয় মুক্ত হয়না, সে মূর্খ। সে ব্যক্তির ইহলোকেও পরলোকে কোথাও সুখলাভ হয় না।

"দেহে পাতিনি কারক্ষা যশো রক্ষ্যম পাতবৎ।

নরঃ পতিত কায়োহপি যশঃ কায়েন জীবতি"।। ৫৩।।

অর্থাৎ, দেহ বিনশ্বর, তার কী রক্ষা আছে? যশকে অবিনাশী মনে করে রক্ষা করা উচিত। মানুষ দেহ বিনষ্ট হলেও যশরূপে দেহে বেঁচে থাকে।

তুল্যঃ *যদি নিত্যমনিত্যেন নির্মলং মল বাহিনী।*

যশঃ কায়েন লভ্যেত তন্ন লব্ধং ভবেন্নুকিম্।। (চাণক্য শ্লোক-৫৪)

অর্থাৎ, দেহ অস্থায়ী- এবং তা নিত্য মল বহন করে। যদি এদেহ দিয়ে যশ লাভ করা যায়, তবে তার অপেক্ষা লাভ আর কি আছে? (কীর্তিযস্য সঃ জীবতি, মানুষ কীর্তি বা যশের দ্বারা অমর হয়ে থাকে।)

"এক এব সুহৃদ্ধর্মো নিধনে হ প্যনুয়াতি যঃ।

শরীরেণ সমংনাশং সর্বমন্যত্তু গচ্ছতি"।। ৩২।।

অর্থাৎ, ধর্মই একমাত্র বন্ধু যা মৃত্যুর পরে ও অনুগমন করে। আর সব শরীরের সঙ্গে বিনষ্ট হয়ে যায়।

তুল্যঃ *বিদ্যা মিত্রং প্রবাসেষু মাতা মিত্রং গৃহেষু চ।*

ব্যাধিতস্যৌষধং মিত্রং ধর্মো মিত্রং মৃতস্য চ।। (চাণক্য শ্লোক-৫৮)

অর্থাৎ বিদেশে বিদ্যা, গৃহে মাতা, পীড়ায় ঔষধ এবং মৃত্যুকালে ধর্ম মানুষের বন্ধুর কাজ করে।

"ন ততোহি সহায়ার্থং মাতা ভার্যা চ তিষ্ঠতি।

ন পুত্র মিত্রে ন জ্ঞাতি ধর্মস্তিষ্টাতি কেবলঃ"।। ৩৩।।

অর্থাৎ, মৃত্যুর পর সহায়ের জন্য জননী, পত্নী, মিত্র, পুত্র বা জ্ঞাতি কেউ থাকে না; কেবল ধর্মই বর্তমান থাকে।

তুল্যঃ *ধর্ম এব হতো হন্তি ধর্ম রক্ষতি রক্ষিতঃ।*

তস্মাদধর্মং নত্যজামি মা নো ধর্ম হতোহধীৎ।।

(মহাভারতে যক্ষের প্রতি যুধিষ্ঠিরের উক্তি।)

অর্থাৎ, ধর্ম বিনাশ হলে মানুষ বিনষ্ট হয়, আর ধর্মকে রক্ষা করলে ধর্মই ধার্মিককে রক্ষা করে। ধর্ম যদি হত্যাও করে, তবু আমি ধর্মকে ত্যাগ করবোনা।

বিদ্যা মিত্রং প্রবাসেষু মাতা মিত্রং গৃহেষু চ

ব্যাধিত স্যৌষধং মিত্রং ধর্মো মিত্রং মৃতস্য চ।। (চাণক্যশ্লোক-৫৮)

Dhaka University Institutional Repository

অর্থাৎ, বিদেশে বিদ্যা, গৃহে মাতা, পীড়ায় ঔষধ এবং মৃত্যুকালে ধর্ম মানুষের বন্ধুর কাজ করে।

"লোভাৎ ক্রোধঃ প্রভবতি ক্রোধাদ্ দ্রোহঃ প্রবর্ততে।

দ্রোহেণ নরকংযাতি শাস্ত্র কোহপি বিচক্ষণঃ"।। ২।।

অর্থাৎ, লোভ থেকে ক্রোধের উৎপত্তি, ক্রোধ থেকে দ্রোহ (হিংসা) প্রবর্তিত হয়। বিচক্ষণ শাস্ত্রজ্ঞ ব্যক্তি ও দ্রোহ বশত নরকে গমন করে।

তুল্যঃ *ত্রিবিধং নরকস্যেদং দ্বারং নাশমাত্মনঃ*

কাম ক্রোধ স্তথা লোভ স্তস্মা দেত শ্রয়ংত্যজেৎ।। (শ্রীমদ্ভগবদ্ গীতা- ১৬/২১)

অর্থাৎ, কাম ক্রোধ ও লোভ- এ তিনটি নরকের দ্বার, এরা আত্মবিনাশক। এদের ত্যাগ কর।

ক্রোধাদ্ভবতি সম্মোহঃ সম্মোহাৎ স্মৃতি বিভ্রমঃ।

স্মৃতি ভ্রংশাদ্ বুদ্ধিনাশো বুদ্ধিনাশাৎ প্রণশ্যতি।। (শ্রীমদ্ভগবদ্ গীতা-২/৬৩)

অর্থাৎ, ক্রোধহতে মোহ জন্মে। মোহ হতে স্মৃতিনাশ হয়। স্মৃতি নাশ হতে বুদ্ধিনাশ হয়। বুদ্ধিনাশ হলে বিনাশ ঘটে।

"কণ্ঠস্থা যা ভবেদ বিদ্যা মা প্রকাশ্যা সদাবুধৈঃ।

যা গুরৌ পুস্তকে বিদ্যা তয়া মূঢ়ঃ প্রতার্যতে।। ৪।।"

অর্থাৎ, যে বিদ্যা কণ্ঠস্থ তাকে প্রকাশ করা পন্ডিতদের উচিত। যে বিদ্যা কেবল গুরু বা পুস্তকেই বর্তমান থাকে সেই বিদ্যার দ্বারা মূর্খ ব্যক্তি প্রতারিত হয়।।

তুল্যঃ *পুস্তকে চ স্থিতা বিদ্যা পরহস্ত গতং ধনম্*

কার্যকালে সমোৎপন্নে নসা বিদ্যা নতদ্ধনম্। (চাণক্যশ্লোক - ৮৬)

অর্থাৎ কেবল পুস্তকেই আছে, কিন্তু শিক্ষা করা হয়নি, আর যে ধন পরের হাতে আছে - কার্যকালে সে বিদ্যা আর সে ধনে কোনই উপকার হয়না।

"মাতেব রক্ষতি পিতেব হিতে নিযুঙ্ক্তে

কান্তেব চাভিরময়ত্যপনীয় খেদম্।

কীর্তিং চ দিক্ষু বিমলাং বিতনোতি লক্ষ্মীং

কিং কিং ন সাধয়তি কল্পলতেব বিদ্যা"।।৫।।

অর্থাৎ, বিদ্যা পিতার ন্যায় রক্ষা করে, মাতার ন্যায় হিতকর্মে নিযুক্ত করে, কান্তার (প্রিয়ার) ন্যায় দুঃখ দূর করে আনন্দিত করে। সর্বদেশে বিশুদ্ধযশ ও সম্পদ বিস্তার করে। অতএব বিদ্যাকল্প লতার ন্যায় কী না সাধিত করে?

তুল্যঃ *ন হি জ্ঞানেন সদৃশংপবিত্র মিহবিদ্যতে।*

তৎ স্বয়ং যোগ সংসিদ্ধঃ কালে নাত্মনি বিন্দতি।। (শ্রীমদ্ভগবদ্ গীতা ৪।৩৮)

Dhaka University Institutional Repository

অর্থাৎ, জ্ঞানের মত পবিত্র আর কিছু নেই। কর্মযোগী যথা সময়ে আত্মজ্ঞান লাভ করে থাকেন।

তুল্য ঃ কাম ধেনু গুণা বিদ্যাহ্যকালে ফল দায়িনী।

প্রবাসে মাতৃসদৃশী বিদ্যা গুপ্তং ধনং স্মৃতম্।। (চাণক্য শ্লোক - ১৫)

অর্থাৎ, স্বর্গের গাভী যেমন সবসময়ই দুধ দেয়, সেরূপ বিদ্যা অসময়ে ও ফল দেয়। বিদেশে গমন করলে বিদ্যা মাতার ন্যায় রক্ষা করে। এজন্য লোকে বিদ্যাকে গুপ্তধন বলে মনে করে।

"ন স্বল্পস্য কৃতে ভূরি নাশয়ে মতিমান্নরঃ।

এতদেবাতি পাণ্ডিত্যং সৎ স্বল্পাদ্ ভূরিরক্ষণম্ ।।১৩।।

অর্থাৎ, বুদ্ধিমান ব্যক্তি স্বল্পের (অর্থাৎ তুচ্ছবস্তুর) জন্যে বহুকে নষ্ট করেনা। অল্পকে রক্ষা করে বহুকে বিনাশ করা মহা মূর্খতা। (এতদেবাত্র পাণ্ডিত্যং য ৎ স্বল্পভূরিরক্ষণম্ - এই পাঠ থাকলে অর্থ এই - অল্পকে পরিত্যাগ করে বহুর রক্ষাই পাণ্ডিত্য।)

তুল্যঃ *"আত্মা বৈ জায়তে ভূমা। আত্মানং বিদ্ধি।*

নাল্পে সুখমস্তি, ভূমৈব বিজিজ্ঞাসিতব্যঃ" (বেদ-বাণী।)

অর্থাৎ, আত্মা রূপেই ভূমার জন্ম। আত্মাকে জান। অল্পে সুখনেই। ভূমাই জ্ঞাতব্য বিষয় হওয়া উচিত অর্থাৎ ভূমাকে জানা উচিত।

যে নাহং নামৃতা স্যাং কিমহং তেন কুর্যাম্?

যদেব ভগবান্বেদ তদেব মে ব্রুহীতি।।

(বৃহদারণ্যকোপনিষদ।।৩।।মৈত্রেয়ী যাজ্ঞবল্ক্য সংবাদঃ)

অর্থাৎ, ভগবান, যার দ্বারা কখনও অমরত্ব লাভ করা যায়না, তাদিয়ে আমি কি করব? "অমৃতস্য তুনাশাস্তি বিত্তেন ইতি"- অর্থাৎ বিত্তের দ্বারা অমৃতত্ত্ব লাভের আশা নেই।

"জাত মাত্রং নযঃ শত্রুং ব্যাধিং বা প্রশমংনয়েৎ

অতি পুষ্টাঙ্গ যুক্তোহপি স পশ্চাত্তেন হন্যতে" ।।১৪।।

অর্থাৎ, যে ব্যক্তি উৎপত্তি লাভের সঙ্গে সঙ্গে শত্রু বা ব্যাধিকে বিনাশ করেন না, তিনি অতি পুষ্ট অঙ্গ বিশিষ্ট হলেও ঐ শত্রু বা ব্যাধি তাঁকে বিনাশ করে।

তুল্যঃ *ন চ বিদ্যা সমো বন্ধুর্ণ চ ব্যাধি সমোরিপুঃ*

ন চাপত্য সমঃ স্নেহঃ নচ দৈবাৎ পরংবলম্। (চাণক্য শ্লোক - ৮১)

অর্থাৎ, বিদ্যার সমান বন্ধু নেই, ব্যাধির সমান শত্রু নেই। সন্তানের মতো স্নেহের পাত্র নেই, দৈবের অধিক বল নেই।

পণ্ডিতে চব মূর্খে চ বলবত্যপি দুর্বলে

ঈশ্বরে চ দরিদ্রে চ মৃত্যোঃ সর্বত্র তুল্যতা। ।।৫৪।।

Dhaka University Institutional Repository

অর্থাৎ, কি পন্ডিত, কি মূর্খ; কি বলবান, কি দুর্বল, কি দরিদ্র, মৃত্যু সকলের কাছে সমান।

তুল্যঃ *জাতস্যহি ধ্রুবো মৃত্যুর্ধ্রুবং জন্ম মৃতস্য চ।*

তস্মাদ পরিহার্য্যেহর্থে ন ত্বং শোচিতুমর্হসি।। (শ্রীমদ্ভগবদ্ গীতা - ২।২৭)

অর্থাৎ, জন্মের পর মৃত্যু, মৃত্যুর পর জন্ম - এটা নিশ্চিত। এ জেনেও তোমার শোক করা উচিত নয়।

ব্রহ্মা বিষ্ণুশ্চ রুদ্রশ্চ সর্বা বা ভূত জাতয়।

নাশমেবানুধাবন্তি সলীল মীব বাড়বম্। (যোগাবশিষ্ট - ১৬৩।)

অর্থাৎ, জলরাশি যেমন বাড়বানলে প্রবেশ করে, তদ্রুপ ব্রহ্মা, বিষ্ণু, রুদ্র ও নিখিল প্রাণী বিনাশ প্রাপ্ত হবে।

সুলভাঃ পুরুষা লোকে সততং প্রিয়বাদিনঃ।

অপ্রিয়স্য চ পথ্যস্য বক্তা শ্রোতা চ দুর্লভঃ ।।৫৭।।

অর্থাৎ, প্রিয়বাদী পুরুষ পৃথিবীতে সুলভ, কিন্তু অপ্রিয় অথচ হিতবাক্যের বক্তা ও শ্রোতা দুর্লভ।

তুল্যঃ *দুর্লভং সুনৃতং বাক্যং দুর্লভঃ পন্ডিতঃ সুত।*

দুর্লভা সদৃশী ভার্যা দুর্লভঃ স্বজনঃ প্রিয়ঃ ।। (চাণক্য শ্লোক - ৬০।)

অর্থাৎ, প্রিয় অথচ সত্যকথা দুর্লভ। বিদ্বান পুত্র দুর্লভ। মনের মত পত্নী এবং স্নেহময় আত্মীয় দুর্লভ।

হিতং মনো হারি চ দুর্লভং বচঃ।। (ভারবির কিরাতার্জুনীয়ম্ ১।৪)

অর্থাৎ, হিত অথচ মনোহর বাক্য দুর্লভ। রামায়ণের যুদ্ধকান্ডেও এ শ্লোকটি অনুরূপ ভাবে উক্ত হয়েছে। (১৬।২১ নির্ণয় সাগর প্রেস সংস্করণ)।

সুকরেঃ শব্দ সৌভাগ্যং সৎকবি বেত্তি না পরঃ

বন্ধ্যা নহি বিজানাতি পরাং সৌহৃদ সম্পদম্ ।।৮০।।

অর্থাৎ, সুকবির শব্দ মাধুর্য সৎ কবিই জানেন, অপরে জানে না। বন্ধ্যানারী গর্ভধারিণী নারীর সুন্দর অভিলাষ অনুভব করতে পারেনা।

তুল্যঃ *হতং অশ্রোত্রিয়ং শ্রাদ্ধং হতো যঙস্তৃদক্ষিণঃ*

হতো রূপবতী বন্ধ্যা হতং মন্য মনায়কম্।। (চাণক্য শ্লোক - ৯৮)

অর্থাৎ বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ দ্বারা সম্পন্ন না করলে শ্রাদ্ধ কার্য নিস্ফল। যজ্ঞ করে যদি পুরোহিতকে দক্ষিণা না দেয়া হয় তবে সে যজ্ঞ নিস্ফল। সুন্দরী হলেও যদি কোন রমণীর সন্তান না হয় তবে তার জন্ম নিস্ফল। আর নায়ক না থাকলে সৈন্যদল অচল হয়ে যায়।

Dhaka University Institutional Repository

"কৃতো যৈর্ন চ বাগ্মী চ বশং তং ন যৈঃ পদম্।

যৈরাত্মসদৃশো নার্থী কিং তৈঃ কাব্যৈর্বলৈধনৈঃ" ।।১০৪।।

অর্থাৎ, যে কাব্য পাঠ করে লোকে বাক পটু হয়না, যে শক্তির দ্বারা লোকে বিপদ থেকে রক্ষা পায়না, যে ধনের দ্বারা যাচক দাতার সদৃশ হয়না, সেই কাব্য, শক্তি বাধনের কী প্রয়োজন?

তুল্যঃ *যে নাহং নামৃতা স্যাং কিমহং তেনকুর্যাম্?*

যদেব ভগবান্বেদ তদেব মে ব্রুহীতি।।

(বৃহদারণ্যকোপনিষদ- ।।৩।। মৈত্রেয়ীযাজ্ঞ বল্ক্যসংবাদঃ)

অর্থাৎ, ভগবান যার দ্বারা কখনও অমরত্ব লাভ করা যায়না তা দিয়ে আমি কি করবো?

বল্লাল বিরচিত ভোজ প্রবন্ধে প্রবন্ধাবতারণা থেকে শুরু করে শেষ গল্পটি পর্যন্ত প্রাসঙ্গিক বা অনুষঙ্গ হিসেবে বহুনীতি কথা বা উপদেশ মূলক বক্তব্য উপস্থাপিত হয়েছে- যে গুলো শুধু শ্রুতি মধুর ও সাবলীলই নয়; অত্যন্ত অর্থবহ বা প্রণিধানযোগ্য। সুভাষিত অভিধায় ভোজ প্রবন্ধ থেকে কয়েকটি শ্লোক উদ্ধৃত হয়েছে যে গুলোর সাহিত্যিক ও দার্শনিক তত্ত্ব বিচারে ভারতীয় দর্শনের সার আধ্যাত্মিক অভিধান নিদানগ্রন্থ শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা, চাণক্য শ্লোক, মহাভারতে যুধিষ্টিরের উক্তি, বৃহদারণ্যকে মৈত্রেয়ীযাজ্ঞবল্ক্য সংবাদে -ব্রহ্মবাদিনী মৈত্রেয়ীর উক্তি, সংস্কৃত সাহিত্যে অর্থগৌরবের কবি ভারবির অনবদ্য সৃষ্টি কিরাতার্জুনীয়ম্ এর সাথে অনেক ক্ষেত্রে তুলনামূলক বিশ্লেষণে প্রভীয়মান হয় ভোজ প্রবন্ধের রচয়িতা বল্লালের রচিত সুবচন গুলো তাঁর অসাধারণ কবিত্ব শক্তিরই পরিচায়ক।

Dhaka University Institutional Repository

।।তথ্য নির্দেশ।।

১. ড. ধীরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, "সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাস", কলিকাতা, ১৯৮৮ ইং পৃঃ ৪৯৭

২. ঐ, প্রাগুক্ত; পৃঃ ৫১৮।

৩. ড. বিমানচন্দ্র ভট্টাচার্য, "সংস্কৃত সাহিত্যের রূপরেখা", কলিকাতা, ১৯৮০ ইং পৃঃ ১৪৬।

৪. ঐ, প্রাগুক্ত; পৃঃ ১৪৬-১৪৭।

৫. ঐ, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৪৬।

৬. ড. ধীরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রাগুক্ত; পৃঃ ৪৯৯-৫০০।

৭. ড. ধীরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রাগুক্ত; পৃঃ ৫০০।

৮. "The date and authorship of the work are unknown but since both the southern and jaina Versions, apparently independently, refer to the Danakhanda of Hemadri's Caturvarga-Cintamani, it Cannot date from a time earlier than the 13th Century" - Das gupta & De, p. 425. উদ্ধৃত - ড. বিমানচন্দ্র ভট্টাচার্য, প্রাগুক্ত; পৃঃ ১৫১।

৯. ড. বিমানচন্দ্র ভট্টাচার্য, প্রাগুক্ত; পৃঃ ১৪৭।

১০. ঐ, প্রাগুক্ত; পৃঃ ১৪৭।

১১. শ্রীশচন্দ্র দাশ, "সাহিত্য সন্দর্শন" প্রাগুক্ত; পৃঃ ১১১।

১২."If it belongs to a period after the Christian era, it is not improblem that the work took shape at about the same time as the lost original of the 'panchatantra' and to assign it to the 4th Century A. D. would not be an unjust Conjecture" - Dasgupta & De. P. 92.

১৩. ছোট গল্প প্রসঙ্গে E. A. Poc বলেন,

"In the whole Composition there should be no word written of which the tendency, direct or indirect, is not to the one *pre-established* design ..... undue brevity is just as exceptionable here as in the poem; but undue length is yet more to be avoided" উদ্ধৃত- শ্রীশচন্দ্র দাশ, "সাহিত্য সন্দর্শন", প্রাগুক্ত; পৃঃ ১১১

১৪. ড. বিমানচন্দ্র ভট্টাচার্য, "সংস্কৃত সাহিত্যের রূপরেখা ", প্রাগুক্ত; পৃঃ ১৩৭।

১৫. ঐ, প্রাগুক্ত; পৃঃ ১৩৭।

১৬. ঐ, প্রাগুক্ত; পৃঃ ১৩৭।

১৭. ড. গৌরীনাথশাস্ত্রী ও অন্যান্য 'সম্পাদিত' "সংস্কৃত সাহিত্য সম্ভার", (১৭তম খণ্ড) ষষ্ঠ সংস্করণ - ১৯৮৪, পৃঃ ২৪৫।

১৮. ঐ, প্রাগুক্ত; পৃঃ ২৪৫।

১৯. নরেন বিশ্বাস, "অলঙ্কার অন্বেষা", প্রথম পুনশ্চ সংস্করণ, কলিকাতা বইমেলা ১৯৯৬ ইং, পৃঃ ৪০।

২০. ড. সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, "ভাষা-প্রকাশ বাঙ্গালা ব্যাকরণ" কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রকাশিত। ৩য় সংস্করণ - ১৯৫৪ইং, পৃঃ ৪০২।

২১. ড. গৌরীনাথ শাস্ত্রী ও অন্যান্য 'সম্পাদিত' "সংস্কৃত সাহিত্য সম্ভার", প্রাগুক্ত; পৃঃ ২৫১।

Dhaka University Institutional Repository

২২. নরেন বিশ্বাস, প্রাগুক্ত; পৃঃ ৬৬।

২৩. ড. সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায়, প্রাগুক্ত; পৃঃ ৪০৫।

২৪. ড. গৌরীনাথ শাস্ত্রী ও অন্যান্য 'সম্পাদিত' প্রাগুক্ত; পৃঃ ২৫১।

২৫. ড. সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায়, প্রাগুক্ত; পৃঃ ৪০৬।

২৬. নরেন বিশ্বাস, প্রাগুক্ত; পৃঃ ১১৩।

২৭. শ্রীশচন্দ্র দাশ, প্রাগুক্ত; পৃঃ ১২৪।

২৮. ড. গৌরীনাথ শাস্ত্রী ও অন্যান্য, 'সম্পাদিত', প্রাগুক্ত; পৃঃ ১২৬।

২৯. ড. দিলীপ কুমার ভট্টাচার্য্য, "সংস্কৃত অলংকার শাস্ত্রে রস সংখ্যা ও রূপ বৈচিত্র্য" সাহিত্য পত্রিকা, ৩৭ বর্ষ ৩য় সংখ্যা, আষাঢ়, ১৪০১ বাং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, পৃঃ ৮৩-১০৮।

৩০. ড. গৌরীনাথশাস্ত্রী ও অন্যান্য 'সম্পাদিত' প্রাগুক্ত; পৃঃ ১২৬।

৩১. ড. বিমানচন্দ্র ভট্টাচার্য, প্রাগুক্ত; পৃঃ ১৪৪।

৩২. কমল কুমার সান্যাল, 'সম্পাদিত', "মৃচ্ছকটিক ও মুদ্রারাক্ষস"- এর মূল্যায়ন, কলিকাতা, ১৯৭৬ ইং পৃঃ ২১-২৫।

Dhaka University Institutional Repository

উপসংহার

সংস্কৃত সাহিত্যে 'প্রবন্ধ' শব্দটির অর্থদ্যোতনা এবং ব্যাপকতা অসামান্য। প্রবন্ধ অভিধায় গোটা সাহিত্য তত্ত্বকে বিশ্লেষণ করার মতো ও এর রসাস্বাদনের অবকাশ আছে বিধায় 'প্রবন্ধ' শব্দটিকে শুধু শাব্দিক বিচারে সীমাবদ্ধ না রেখে অর্থব্যঞ্জনার দিকটি বিশ্লেষণের প্রয়াসে, প্রাসঙ্গিকতায় বল্লাল বিরচিত ভোজ প্রবন্ধের বিষয়টি এসে দাঁড়িয়েছে। সংস্কৃত প্রবন্ধ সহিত্যে বল্লালের ভোজ প্রবন্ধ এক ঋদ্ধ সংযোজন। সংস্কৃত সাহিত্যে বল্লাল রচিত ভোজ প্রবন্ধ ছাড়াও একাধিক লেখকের 'ভোজ প্রবন্ধ' নামেই বেশ কয়েকটি গল্প গ্রন্থ রয়েছে। (ভূমিকা অংশে দ্রষ্টব্য)। তাই বল্লাল রচিত ভোজ প্রবন্ধকে সংস্কৃত প্রবন্ধ 'সাহিত্য' শিরোনামে গবেষণা অভিসন্দর্ভের (Dissertation) অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

গবেষণার বিষয়ের প্রাসঙ্গিকতায় প্রথমঅধ্যায়ে ' সাহিত্যে প্রবন্ধ শব্দের প্রয়োগ' এই শিরোনামে সাহিত্যে প্রবন্ধ শব্দের বিচিত্র প্রয়োগের দিকটি আলোচিত হয়েছে। এক সময় প্রবন্ধ শব্দে সব ধরনের সাহিত্য কর্মকেই বুঝাতো। কিন্তু কালের বিবর্তনে প্রবন্ধ শব্দটিরও বিবর্তন হলো। বর্তমানে বাংলা সাহিত্যে আধুনিক গদ্য-সাহিত্যের একটি বিশিষ্ট শিল্পরূপ হচ্ছে প্রবন্ধ। শব্দটির বিবর্তনের পথ পরিক্রমায় নির্দিষ্ট অভিধালাভ করেছে, নিবন্ধ, অভিসন্দর্ভ, ইত্যাদি। কল্পনা ও বুদ্ধিবৃত্তিকে আশ্রয় করে নাতিদীর্ঘ সাহিত্যরূপ হচ্ছে প্রবন্ধ। একসময় 'প্রবন্ধ' শব্দের পরিবর্তে 'প্রস্তাব' 'মহাবাক্য' শব্দের ব্যবহার ছিল।[১] এছাড়া প্রায়োগিক দিক থেকে বিশ্লেষণ করে দেখা গেল প্রবন্ধ শব্দটি এক সময় ছলনা, চাতুরী, কুমন্ত্রণা, উপায়, কৌশল, অর্থেও ব্যবহৃত হতো।

দ্বিতীয় অধ্যায়ে - সংস্কৃত প্রবন্ধ সাহিত্যে বল্লাল রচিত ভোজ প্রবন্ধের সক্ষিপ্ত পরিচিতি সহ ভোজ প্রবন্ধের গল্পগুলোর সংক্ষিপ্ত কাহিনী বর্ণনা করা হয়েছে। ভোজ প্রবন্ধ ধারাধিপতি ভোজের জীবন চরিত। ধারাধিপতি ভোজকে কেন্দ্র করে গল্প গুলোর বৃত্ত গঠিত হয়েছে।ভোজ প্রবন্ধে গল্প সংখ্যা ৮৫। শ্লোক সংখ্যা -৩২৮। প্রবন্ধাবতারণায় শ্লোক সংখ্যা ৪৪, মূল প্রবন্ধে শ্লোক সংখ্যা ২৮৪। ভোজ প্রবন্ধের ভাগ কল্পনা করা হয়েছে- শ্রী জীবানন্দ বিদ্যাসাগর সম্পাদিত গ্রন্থের অনুসরণে।[২] ৮৫টি গল্পের সংক্ষিপ্ত কাহিনী বর্ণনা- গল্প গুলোর মূল বিষয় হৃদয়ঙ্গমে সহায়ক ভূমিকা পালন করবে।

Dhaka University Institutional Repository

তৃতীয় অধ্যায়ে -ভোজের পরিচিতি- পরমার বংশোদ্ভূত ভোজ ধারাধিপতি হিসেবে প্রসিদ্ধ। ১০১৮ খ্রীঃঅব্দে সিংহাসনে আরোহণ করেন। তিনি একাধারে কবি, বৈয়াকরণ ও আলঙ্কারিক ছিলেন। ১০৬০ খ্রীঃঅব্দ পর্যন্ত রাজত্ব করেন।[৩]

বিদ্যানুরাগী রাজা ভোজ-রাজা ভোজ দানশীল ও প্রজানুরঞ্জকই ছিলেন না, তিনি বিদ্যানুরাগী হিসেবে বিশেষ খ্যাতি লাভ করেছিলেন। বল্লাল ভোজ প্রবন্ধে ভোজ ও ক্রুদ্ধ কালিদাসের কাহিনী নামে গল্পের অবতারণা করে সুধীজনদের কাছে বিদ্যানুরাগী ভোজকে পরিচয় করিয়ে দিয়েছেন। (বিদ্যানুরাগী ভোজ শিরোনাম অংশে বর্ণিত)।

ভোজ দেব ও তাঁর রচিত গ্রন্থাবলী- ভোজ দেব ও তাঁর রচিত গ্রন্থাবলী আলোচনায় ভোজ দেব রচিত ২০ (বিশ) টি গ্রন্থের পরিচয় পাওয়া যায়।[৪] প্রসঙ্গত'রামায়ণ চম্পু' 'সরস্বতী কণ্ঠাভরণ' ও 'শৃঙ্গার প্রকাশের' রচয়িতা একই ভোজ কিনা এ বিষয়ে অনেকেই সংশয় প্রকাশ করেছেন। 'রামায়ণ-চম্পূর' সমাপ্তিবাক্য (Colophon), এবং 'সরস্বতী কণ্ঠাভরণ' ও 'শৃঙ্গার প্রকাশের' সমাপ্তিবাক্য (Colophon) দুটি পাশাপাশি উল্লেখ করে উপর্যুক্ত সংশয়ের ব্যাপারে অনেকটা সিদ্ধান্তে আসা যায়।

ইতি বিদর্ভরাজ বিরচিতে চম্পূ রামায়ণে।।

ইতি মহারাজাধিরাজ শ্রী ভোজদেব বিরচিতে

সরস্বতী কণ্ঠাভরণে শৃঙ্গার প্রকাশে।।[৬]

ভৌগোলিক অবস্থানের দিক থেকে ধারা মালবের অন্তর্গত। রাজধানী উজ্জয়িনী। আর বিদর্ভ বেয়ারের অন্তর্গত।[৭] 'রামায়ণ চম্পূ' 'শৃঙ্গার প্রকাশ ও 'সরস্বতী কণ্ঠাভরণের' ভোজ একই ব্যক্তি হলে- ধারা ও বিদর্ভাধিপতি ভোজ বলে উল্লেখ করার কথা। কিন্তু এরূপ উল্লেখ পাওয়া যায়নি। অন্য কথায় ধারা ও বিদর্ভ এ দুটি স্থানের মধ্যে যে স্থানটি উল্লেখযোগ্য সে স্থানের অধিপতি হিসেবেই পরিচিত হবেন। 'রামায়ণ চম্পূ' ও 'সরস্বতী কণ্ঠাভরণ' ও 'শৃঙ্গার প্রকাশের' সমাপ্তি বাক্য (Colophon)এ বিদর্ভাধিপতি ও ধারাধিপতি আলাদাভাবে চিহ্নিত।

উল্লিখিত তথ্যানুযায়ী 'রামায়ণ চম্পূ'র রচয়িতা ভোজ এবং শৃঙ্গার প্রকাশ, ও সরস্বতী কণ্ঠাভরণের রচয়িতা ভোজ একব্যক্তি নন।

ভোজ প্রবন্ধের রচয়িতা বল্লাল- এই সাহিত্যিকের সম্পর্কে এর অধিক কিছু জানা যায়নি। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, ইতিহাস খ্যাত এক বল্লাল সেন ছিলেন যাঁর আবির্ভাব খ্রীষ্টীয় ১২শ শতাব্দীর প্রারম্ভে। তিনি বাংলার সেন বংশীয় রাজা বিজয় সেনের পুত্র। মাতা বিলাস দেবী। সেন বংশীয় রাজন্যবর্গের মধ্যে বল্লাল সেনই সবচেয়ে প্রসিদ্ধ। তিনি ১১১৮ মতান্তরে ১১১৯ খ্রীষ্টাব্দে মৃত্যুবরণ করেন। তিনি বিদ্বান ও বিদ্যোৎসাহী ছিলেন। 'দানসাগর' ও 'অদ্ভুত সাগর' নামে দুটি গ্রন্থ তাঁর অনবদ্য সৃষ্টি। (দ্বিতীয়

Dhaka University Institutional Repository

অধ্যায়ে ভোজ প্রবন্ধের রচয়িতা বল্লাল শীর্ষক আলোচনায় তথ্যসূত্রসহ উল্লেখ করা হয়েছে।)

ভোজ প্রবন্ধের রচনাকাল- ভোজ প্রবন্ধের রচনা কাল ষোড়শ শতক। ভোজ প্রবন্ধের রচয়িতা বল্লাল। এ প্রসঙ্গে অন্যমতও প্রচলিত আছে। (এ সম্পর্কে আলোচনা অংশে শ্রীকৃষ্ণ মাচারির, "History of Sanskrit Literature' গ্রন্থ থেকে ইরেজিতে উদ্ধৃতি বাংলা অনুবাদসহ) ও পন্ডিত প্রবর Keith এর "A History of Sanskrit Literature" এ উল্লিখিত মতামতের ইংরেজি উদ্ধৃতি (বাংলা অনুবাদ সহ) উপস্থাপন করা হয়েছে।

ভোজ প্রবন্ধে স্থান-কালোচিত্য লঙ্ঘন করে সংস্কৃত কাব্যাকাশের উজ্জ্বল নক্ষত্র কালোত্তীর্ণ প্রাজ্ঞকবি কালিদাস, সংস্কৃত গদ্য সাহিত্যে প্রথিত যশা কবি বাণভট্ট, করুণ রসের অবতারণায় সার্থক কবি ভবভূতি, বিদুষী কবিসীতা সহ অনেক বিদগ্ধ ব্যক্তিত্বকে হাজির করা হয়েছে। এ প্রসঙ্গে- William Henry Hudson," An Introduction to the study of Literature গ্রন্থ থেকে প্রাসঙ্গিক সমালোচনা উপস্থাপন করা হয়েছে।

ভোজ প্রবন্ধের শ্রেণী বিচার- ভোজ প্রবন্ধের গল্পগুলো কল্পনা প্রসূত। এ গল্প গুচ্ছে যে গল্প গুলো সংকলিত হয়েছে তার প্রত্যেকটি স্বতন্ত্র কাহিনী। গল্পগুলোর অধিকাংশই সংক্ষিপ্তাকার এবং পদ্য ও গদ্য উভয়ের সংমিশ্রণে রচিত। অথচ এটি চম্পূকাব্যের সমগোত্রীয় নয়, কারণ এতে গদ্য ও পদ্য সমানভাবে একই উদ্দেশ্য সাধন করেনি। বিষ্ণু শর্মার পঞ্চতন্ত্রের মতো গল্প-সাহিত্যে কিছু গল্প আছে- যেগুলোতে গল্পবলার জন্যই গল্প বলা হয়। বক্তার উপদেশ দানের স্পৃহার সঙ্গে রস পরিবেশনের স্পৃহা ও মহানব্যক্তিদের মহিমা কীর্তনের স্পৃহাও পরিলক্ষিত হয়।

(ভোজ প্রবন্ধে ধারাধিপতি ভোজের মহিমাকীর্তনই লেখকের মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল।) ভোজ প্রবন্ধ এই শ্রেণীর কাব্য। (ভোজ প্রবন্ধের কাব্য সৌন্দর্য বিশ্লেষণে চতুর্থ অধ্যায়ে চম্পূ কাব্যের (Champu- Literature) এর সংজ্ঞা উল্লেখ করা হয়েছে।) ভোজ প্রবন্ধের শ্রেণী বিচারের নিমিত্তে সংস্কৃত সাহিত্যে কাব্যে শ্রেণী বিচার ছকের সাহায্যে দেখানো হয়েছে।

চতুর্থ অধ্যায়ে- সংস্কৃত গল্প সাহিত্যের আঙ্গিক প্রকরণ ও বল্লাল বিরচিত ভোজ প্রবন্ধের তুলনা মূলক বৈশিষ্ট্য আলোচনা করা হয়েছে। সংস্কৃত গল্প-সাহিত্যে বিষ্ণুশর্মার পঞ্চতন্ত্র, নারায়ণ বিরচিত হিতোপদেশ, সোমদেবের কথা সরিৎসাগর এ গল্প বলার রীতি, বিষয় বস্তু, গল্পের শুরু ও পরিণতি এক কথায় কাহিনী বিন্যাস, শিশুদের কাছে চিত্তাকর্ষক, শিশুতোষ, সুখপাঠ্য। অপরদিকে ধারাধিপতি ভোজের মহিমা কীর্তনের নিমিত্তে রচিত ভোজ প্রবন্ধে যে Sublime thought কাজ করেছে তাতে

Dhaka University Institutional Repository

এটি শিশুতোষ হয়ে উঠেনি। একেবারে পরিণত বুদ্ধি সম্পন্ন পরিণত বয়সের বিদগ্ধ পাঠকদের জন্য বলা যেতে পারে। সংস্কৃত সাহিত্যে উল্লিখিত গল্প সাহিত্যের গল্প গুলোর রসাস্বাদনে পরিণত বুদ্ধি বা চিন্তাশীলতা অপরিহার্য নয়। সংস্কৃত গল্প সাহিত্যের গল্পগুলোতে ছোট গল্পের লক্ষণ -আধুনিক ছোট গল্পের তুল্য না হলেও অনেকটা কাছাকাছি এসেছে। ভোজ প্রবন্ধের গল্প গুলোতে গল্পের রস ও মাধুর্য, সাবলীলতা এবং সংক্ষিপ্ততা থাকলেও একটি অতৃপ্ত আস্বাদন ভোজ প্রবন্ধের গল্পগুলোতে নেই। সুখ পাঠ্য হলেও সংস্কৃত গল্প সাহিত্যে কিছু অলীক বা অতিবাস্তবতা রহিত কাহিনী সুধী পাঠকদের কাছে হৃদয় গ্রাহী নয়।

সেদিক থেকে বল্লাল বিরচিত ভোজ প্রবন্ধ বৈজ্ঞানিক ও সমাজতাত্ত্বিক দৃষ্টি ভঙ্গিতে- শব ব্যবচ্ছেদের মতো সাহিত্যিক বিচার বিশ্লেষণে (কাহিনী গুলো কল্পনা প্রসূত হলেও) সম্পূর্ণ বাস্তবতা রহিত বলা যায় না। সংস্কৃত গল্প সাহিত্যের গল্পে বাস্তবতা রহিত অলীক কাহিনীর উপস্থাপন সাহিত্যিক মূল্যকে খানিকটা ম্লান করেছে। রক্ত মাংসের মানুষের কথা আধুনিক সাহিত্যের অন্যতম উপজীব্য। স্থান-কালোচিত্য উপেক্ষা করে মহাকবি কালিদাস, মাঘ, বাণ, ভবভূতি, শঙ্কর, ময়ূর, মহিলাকবি সীতার মত কবিও প্রাজ্ঞজনদের রাজদরবারে হাজির করা হয়েছে মাত্র। এরা সবাই ইতিহাসখ্যাত স্বমহিমায় মহিমান্বিত।

ভোজ প্রবন্ধের গল্প গুলো মানবিক আবেদন থেকে দূরে নয়, বরং মাটির মানুষের কথা কাহিনী নিয়ে রচিত বলে গল্প গুলোর সাহিত্যিক মূল্য স্বীকার্য।

কাব্য সৌন্দর্য- বল্লাল বিরচিত 'ভোজ প্রবন্ধ' রস পিপাসু প্রাজ্ঞ পাঠক সমাজে পরিচিত। এর কাব্য সৌন্দর্য রস পিপাসুদের মন হয়তো হরণ করতে পারেনি; কিন্তু একথা ও বলা যায় না যে, কাব্য সৌন্দর্য বিচারে এটি নগণ্য। বরং এ প্রবন্ধে যে সব উপমা, উৎপ্রেক্ষা, অনুপ্রাস, ও অপ্রস্তুত প্রশংসা পরিলক্ষিত হয় তাতে কাব্য সৌন্দর্য ম্লান বলা যায় না।

রস- ভারতীয় নন্দনতত্ত্বের কেন্দ্রীভূত বিষয় এবং ধ্রুপদী সাহিত্যের অন্যতম অবলম্বন রস। রস নয় প্রকার। কারো কারো মতে রস আট প্রকার। চতুর্থ অধ্যায়ে ভোজ প্রবন্ধের রস প্রসঙ্গে আলোচনায় ও রসতত্ত্বের প্রাসঙ্গিক বিশ্লেষণে পঁচিশ প্রকার রসের উল্লেখ করা হয়েছে। নব রসের সঙ্গে অনেকে শ্রেয়, প্রেয়, বাৎসল্য, মৃগয়া অক্ষ, প্রভৃতি রসের কথা বলেছেন। রাজশেখর তাঁর কাব্য মীমাংসা গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন যে, প্রথমে নন্দিকেশ্বর সংস্কৃত অলঙ্কারশাস্ত্রের বেদীমূলে রস প্রদীপ প্রজ্জ্বলিত করেছেন।[৯] ভোজ প্রবন্ধে শৃঙ্গারাদি আট প্রকার রসই পরিবেশিত হয়েছে। কিন্তু সংস্কৃত সাহিত্যের প্রাণভূত সম্ভোগাখ্য 'শৃঙ্গার' বা 'আদিরস' এখানে দীপ্তিহীন। কেবল বীর রস (দান), ও অদ্ভুত রসই প্রাধান্য পেয়েছে।[১০]

Dhaka University Institutional Repository

সমাজচিত্র - সাহিত্য সমাজমনের ভাষাগত প্রকাশ। সাহিত্য আত্মেতর সচেতনতার বাস্তব প্রতিফলন। সাহিত্য সমাজ ও জীবন অধিগত। ভোজ প্রবন্ধ কল্পনা প্রসূত ও ধারাধিপতি ভোজের মহিমা কীর্তনই লেখকের মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল বিধায় সমাজসত্যের গভীরে প্রবেশ করে সমাজসত্যকে তুলে ধরার দিকটি এখানে মুখ্য হয়ে উঠেনি। তবুও কাহিনী বর্ণনার প্রাসঙ্গিকতায় যে সমাজচিত্র চিত্রিত হয়েছে তারই আলোকে চতুর্থ অধ্যায়ে ভোজ প্রবন্ধের সমাজ চিত্র উপস্থাপন করা হয়েছে। ভোজ প্রবন্ধের প্রবন্ধাবতারণা থেকে ৮৫তম অর্থাৎ শেষ গল্পটিপর্যন্ত পাঠে সে সময়ে মানুষের নীতিবোধ, ধর্মানুরাগ ও আধ্যাত্মিকচেতনার পরিচয় মেলে। জন্মান্তরবাদে বিশ্বাস ছিল। সমাজে মহানুভব ব্যক্তিদের যেমন দেখা যায়, স্বার্থান্বেষী মানুষের নিষ্ঠুরতাও দেখা যায়। সে সময়ে চৌর্যবৃত্তি ছিল। বেশ্যাবৃত্তির কথা একাধিক গল্পে বিধৃত। বিদ্বান ব্যক্তিদের যথাযথ সম্মান প্রদর্শন করা হতো। দরিদ্র হলেও বিদ্বান হলে তাকে সমাদর করা হতো। সমাজে ব্রাহ্মণদের সম্মান দেয়া হতো। পান্ডিত্য ও দারিদ্র্য দুটোই ছিল যুগপৎ ব্রাহ্মণদের ভূষণ। শিলালিপি পাঠের উল্লেখ আছে। মৃৎপাত্র তৈরি করা হতো। তন্তুবায়দের বস্ত্র তৈরির কথা জানা যায়।

গোপালন ও দুগ্ধমন্থনকৃত ঘোলের ব্যবসা প্রচলিত ছিল। "কোন এক কোমল ও মনোরম অঙ্গ বিশিষ্ট গোপকন্যা স্বেচ্ছায় ধারা নগরে ঘোল বিক্রয় করতে ইচ্ছা করে ঘোলের ভান্ড বহন করে এসে উপস্থিত হলো।" (ভোজ ও গোপকন্যার কাহিনী।) সে যুগে নৃত্যগীতাদি শিল্প কলার অনুশীলন ও সমাদর ছিল। বাদ্যযন্ত্রে (তারের যন্ত্র) বীণা বাদনের উল্লেখ আছে। সে যুগে স্ত্রী শিক্ষার প্রচলন ছিল। সীতা, বীণা, ভাবদেবী, বিকটনিতম্বা, প্রমুখ বিদুষী মহিয়সী নারীর নাম তারই সাক্ষ্য বহন করে। সে যুগের চিকিৎসা ব্যবস্থাকে আধুনিক চিকিৎসা ব্যবস্থার সঙ্গে তুলনা করার অবকাশ নেই সত্য; কিন্তু বাগভট্ট প্রণীত আয়ুর্বেদশাস্ত্রানুসারে পেশাদার বৈদ্যদের রোগীর চিকিৎসা উল্লেখ করার মতো। সে সময়ে আধুনিক চিকিৎসা বিজ্ঞানের একটি উল্লেখযোগ্য বিষয় অজ্ঞান করার (Anaesthesia) প্রচলন ছিল এবং মস্তকে শৈল্য চিকিৎসা (Brain Surgery) করা হতো। (ভোজ ও স্বর্গ বৈদ্যের কাহিনী)। প্রাচীন যুগে এ ধরনের চিকিৎসা ব্যবস্থা বর্তমান চিন্তার ক্ষেত্রে নতুন মাত্রা যোগ করে।

ঐতিহাসিক মূল্য ঃ সংস্কৃত সাহিত্যের আলোচনা ও বিশ্লেষণে দেখা যায়, যথার্থ ইতিহাস রচনার উপযুক্ত ঐতিহ্য (Tradition) প্রাচীন ভারতে ছিলনা। সংস্কৃত সাহিত্যের বিভিন্ন বিভাগে অসাধারণ অনুশীলন ও সমৃদ্ধি অন্যান্য প্রাচীন সভ্যতার সাহিত্যের সঙ্গে ভারতীয় সাহিত্যকে সমান মর্যাদার দাবিদার করে তুললেও

Dhaka University Institutional Repository

ঐতিহাসিক রচনায় সংস্কৃতের অবদান যথেষ্ট নয়। প্রাচীন ভারতের ইতিহাস রচনা সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে আধুনিক ঐতিহাসিক পন্ডিতগণ স্পষ্টই বলেছেন,

> "ভারতের সভ্যতা এবং ইতিহাস প্রাচীনত্বের গৌরবে বিভূষিত। ইতিহাস রচনার ক্ষেত্রে সে গৌরব হইতে আমরা বঞ্চিত। প্রাচীন ভারতে ধর্ম, দর্শন, বিজ্ঞান, শিল্পকলা, ইত্যাদি ভারতীয় সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করিয়াছে। কিন্তু সে যুগে ইতিহাস রচনার পরিধি ছিল সীমাবদ্ধ"।[১১]

রাজতন্ত্র পরিচালিত সমাজ ব্যবস্থায় সামাজিক রাজনীতিক ও অর্থনীতি সম্পর্কিত ইতিহাসের উপাদান এবং রাজন্য মন্ডলী ও তাঁদের আশ্রিত কবি সাহিত্যিকদের জীবন যাত্রা বিষয়ে প্রামাণ্য গ্রন্থের অভাবে প্রাচীন ভারতের ইতিহাসের বহু মূল্যবান তথ্যজ্ঞাত হবার ক্ষেত্রে অন্যতম অন্তরায় বলা যেতে পারে। ঐতিহাসিক পটভূমিকায় ইতিহাস লেখার সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা নিয়ে দ্বাদশ শতকের কাশ্মীরী কবি কল্‌হণই একটি মাত্র কাব্য লিখেছেন- 'রাজতরঙ্গিণী', (ভোজ প্রবন্ধের ঐতিহাসিক মূল্য প্রসঙ্গে চতুর্থ অধ্যায়ে উল্লিখিত) ভোজ প্রবন্ধে ইতিহাস তুলে ধরার কোন পরিকল্পনার ছাপ পরিলক্ষিত হয়নি। যদিও কাহিনীর বৃত্তগঠিত হয়েছে যে ভোজকে কেন্দ্র করে, তিনি ঐতিহাসিক ব্যক্তিত্ব। কল্পনা প্রসূত কতগুলো বিচ্ছিন্ন গল্পের অবতারণায় ভোজ প্রবন্ধের ঐতিহাসিক মূল্য নগণ্য।

ভোজ প্রবন্ধে সুভাষিত অংশে- ভোজ প্রবন্ধের প্রবন্ধাবতারণা থেকে শেষ গল্পটি পর্যন্ত গল্পের প্রাসঙ্গিকতায় বহুনীতি কথা বা উপদেশ মূলক বক্তব্য উপস্থাপিত হয়েছে - যে গুলো শুধু শ্রুতিমধুর ও সাবলীলই নয় অত্যন্ত অর্থবহ। এগুলো নৈতিক মূল্যবোধের উদ্বোধনে সফল ভূমিকা পালন করে। 'সুভাষিত' অভিধায় ভোজ প্রবন্ধ থেকে কয়েকটি শ্লোক উদ্ধৃত করা হয়েছে - সাহিত্যিক ও দার্শনিকতত্ত্ব বিচারে ভারতীয় দর্শনের সার 'শ্রীমদ্ভগবদ্ গীতা', চাণক্য শ্লোক, মহাভারতে যুধিষ্ঠিরের উক্তি, বৃহদারণ্যকে 'মৈত্রেয়ীযাজ্ঞবল্ক্য সংবাদে' ব্রহ্মবাদিনী মৈত্রেয়ীর উক্তি, সংস্কৃত সাহিত্যে অর্থগৌরবের কবি ভারবির 'কিরাতার্জুনীয়ম্' এর সাথে তুলনা মূলক বিশ্লেষণে প্রতীয়মান হয় বল্লাল রচিত সুভাষণ গুলো তাঁর অসাধারণ কবিত্ব শক্তির পরিচায়ক ও ভোজ প্রবন্ধে এক ঋদ্ধ সংযোজন।

"সংস্কৃত প্রবন্ধ সাহিত্য" শিরোনামে গবেষণা - অভিসন্দর্ভটি উল্লিখিত চারটি অধ্যায়ে বিভক্ত করে গবেষণা কর্মটি সম্পন্ন করা হলো। এ গবেষণা কর্মে বিষয়গত যথাযথ তথ্য, উপাত্ত সংস্থাপনে সচেতনতা ও আন্তরিকতার অভাব ছিলনা। এতদ্‌সঙ্গে প্রয়োজনীয় তথ্য নির্দেশ, ঋণের স্বীকৃতিসহ মনীষীদের উক্তি, গ্রন্থকারদের গ্রন্থপঞ্জি উল্লেখ করা হয়েছে। সংস্কৃত বা বাংলায় বিশেষ কোন উদ্ধৃতি, শ্লোক, গ্রন্থের নাম,

Dhaka University Institutional Repository

গ্রন্থকারের নামের ক্ষেত্র ছাড়া মূলবক্তব্য উপস্থাপনায় প্রমিত বাংলা বানান রীতি (বাংলা একাডেমী প্রবর্তিত) অনুসরণ করা হয়েছে। অনেকটা ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা তথ্য, তত্ত্ব উপাত্ত কে Research Methodology অনুযায়ী ধারাবাহিকতা ও প্রাসঙ্গিকতা বজায় রেখে অভিসন্দর্ভটি প্রস্তুত হয়েছে। সহৃদয়হৃদয়সম্বাদী প্রাজ্ঞজনদের স্বীকৃতি একটি গবেষণা কর্মের সার্থকতা জেনেও, এ প্রত্যাশায় না থেকে- গবেষকের দায়িত্ব সত্য উদ্‌ঘাটন, সেই সত্যকে সামনে রেখেই গবেষণা কর্মটি সম্পন্ন হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

।।তথ্য নির্দেশ।।

১. ড. অধীর দে,"আধুনিক বাংলা প্রবন্ধ সাহিত্যের ধারা", উজ্জ্বল সাহিত্য মন্দির, কলিকাতা, ১৯৮৮ইং পৃঃ৫ও৬৪।

২. ড. গৌরীনাথ শাস্ত্রী, প্রধান উপদেষ্টা ও অন্যান্য, 'সম্পাদিত', "সংস্কৃত সাহিত্য সম্ভার", (১৭তম খণ্ড) প্রথম প্রকাশ, কলিকাতা, ১৯৮৪ ইং, পৃঃ ২০৬ ও ২৫৮।

৩. ঐ, প্রাগুক্ত; পৃঃ ১২৯।

৪. মণীন্দ্র সমাজদার, "সংস্কৃত-প্রাকৃত-অবহট্‌ঠ সাহিত্যের ইতিবৃত্ত", প্রথম প্রকাশ- বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৮৭ ইং পৃঃ ১৮৬, ১৮৭।

৫. ড. বিমানচন্দ্র ভট্টাচার্য, "সংস্কৃত সাহিত্যের রূপরেখা", ষষ্ঠ সংস্করণ, কলিকাতা, ১৯৮০ ইং পৃঃ ১৩৯।

৬. ঐ, প্রাগুক্ত; পৃঃ ১৩৯।

৭. ঐ, প্রাগুক্ত; পৃঃ ১৩৯।

৮. কমল কুমার সান্যাল, "মৃচ্ছকটিক ও মুদ্রারাক্ষস" -এর মূল্যায়ন, প্রথম প্রকাশ, কলিকাতা, ১৯৭৬ ইং, পৃঃ ২।

৯. ড. দিলীপ কুমার ভট্টাচার্য্য, "সংস্কৃত অলংকারশাস্ত্রে রস সংখ্যা ও রূপ বৈচিত্র্য" সাহিত্য পত্রিকা, ৩৭ বর্ষ; তৃতীয় সংখ্যা, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশিত, আষাঢ় ১৪০১ বাং, পৃঃ ৮৪।

১০. ড. গৌরীনাথ শাস্ত্রী, প্রাগুক্ত; পৃঃ ১২৬।

১১. ড. ধীরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, "সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাস", পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, কলিকাতা, প্রথম সংস্করণ, ১৯৮৮ ইং, পৃঃ ৪৫৬।

ঢাকা
বিশ্ববিদ্যালয়
গ্রন্থাগার

382716

Dhaka University Institutional Repository

।।সহায়ক গ্রন্থাবলী।।

ড. অধীর দে, 'আধুনিক বাংলা প্রবন্ধ সাহিত্যের ধারা', উজ্জ্বল সাহিত্য মন্দির কলিকাতা, ১৯৮৮

অপীত মজুমদার, সম্পাদিত, 'শ্রীশ্রী গীত গোবিন্দম্' কেন্দুলী বীরভূম, ১৩৯৫

ড. অসিত কুমার বন্দ্যোপধ্যায়, 'বাংলা সাহিত্যের সম্পূর্ণ ইতিবৃত্ত', নতুন পরিবর্ধিত সংস্করণ - কলিকাতা, ১৯৯৫

মুহম্মদ এনামুল হক, প্রধান সম্পাদক ও শিবপ্রসন্ন লাহিড়ী, সম্পাদক 'ব্যবহারিক বাংলা অভিধান' (ব্যঞ্জন বর্ণ অংশ) বাংলা একাডেমী, ঢাকা,দ্বিতীয় সংস্করণ ১৯৯২

কমলকুমার সান্যাল, সম্পাদিত, 'মৃচ্ছকটিক ও মুদ্রারাক্ষস', এর মূল্যায়ন, বিধান সরণী, কলিকাতা, ১৯৭৬

গোপাল হালদার, 'বাংলা সাহিত্যের রূপরেখা' (১ম ও ২য় খণ্ড) কলিকাতা ১৩৬৫

গৌরীনাথ শাস্ত্রী, 'সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাস' , কলিকাতা ১৩৭৬

ড. গৌরীনাথ শাস্ত্রী , প্রধান উপদেষ্টা ও অন্যান্য সম্পাদিত 'সংস্কৃত সাহিত্য সম্ভার', (১৭তম খণ্ড), নবপত্র প্রকাশন, প্রথম প্রকাশ, কলিকাতা, ১৯৮৪

শ্রী জ্ঞানেন্দ্র মোহন দাস, বাঙ্গালা ভাষার অভিধান, দ্বিতীয় সংস্করণ, কলিকাতা, ১৯৩৭

শ্রী যোগেন্দ্রনাথ, কাব্য-ব্যাকরণ, স্মৃতিতীর্থ, সম্পাদিত, 'ছোটদের চাণক্য শ্লোক, কলিকাতা, ১৩৪১

ড. দীনেশ চন্দ্রসেন, 'বঙ্গ-সাহিত্য পরিচয়', (১ম খণ্ড), কলিকাতা, ১৯১৪

ড. ধীরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, 'সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাস', পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ. কলিকাতা, ১৯৮৮

নরেন বিশ্বাস, 'অলঙ্কার অন্বেষা', প্রথম পুনশ্চ সংস্করণ, কলিকাতা, ১৯৯৬

ড. নারায়ণ চন্দ্র বিশ্বাস ও ড. দিলীপ কুমার ভট্টাচার্য্য, 'সংস্কৃত ছন্দ পরিচিতি', ঢাকা, ১৯৯১

প্রণব বাহুবলীন্দ্র, সম্পাদিত, 'জয়দেবের গীত গোবিন্দ, ময়না প্রকাশনী, কলিকাতা, ১৩৯১

প্রণয় কৃষ্ণ গোস্বামী, সম্পাদনা ও অনুবাদ, শ্রীমদ্ভগবদ্ গীতা, (গদ্যে), নবপত্র প্রকাশন, কলিকাতা, ১৯৯০

প্রহলাদ কুমার প্রামাণিক সম্পাদিত 'সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের পালামৌ', সুবর্ণ জয়ন্তী প্রকাশনা, কলিকাতা, ১৯৯৩

শ্রী প্রাণকুমার ভট্টাচার্য, এম, এ সম্পাদিত, 'শ্রীমদ্ভগবদ্ গীতা', (বাংলা গদ্যে), প্রথম প্রকাশ, ঢাকা, ১৯৭৮

পণ্ডিত শ্রীবিশ্বনাথ কবিরাজ, 'সাহিত্য দর্পণং' শ্রীযুক্তরামচরণ তর্কবাগীশ ভট্টাচার্যকৃত টীকয়া,

শ্রী চণ্ডীচরণ স্মৃতিভূষণকৃত সংক্ষিপ্ত টীকয়া চ সমেতং, কলিকাতা, ১৩১৮।

ড. বিমানচন্দ্র ভট্টাচার্য, 'সংস্কৃত সাহিত্যের রূপরেখা', ষষ্ঠ সংস্করণ, কলিকাতা, ১৯৮০।

শ্রী বৈষ্ণব দাস, সংকলিত, 'শ্রী কৃষ্ণতত্ত্বরসামৃত জ্ঞানমঞ্জরী', রাজেন্দ্র লাইব্রেরী, কলিকাতা, (সংস্করণ/সন অনুল্লিখিত)।

শ্রী ভূদেব চৌধুরী, 'বাংলা সাহিত্যের ইতিকথা', (১ম পর্যায়), কলিকাতা, ১৯৯৫।

মণীন্দ্র সমাজদার, 'সংস্কৃত-প্রাকৃত-অবহট্ঠ সাহিত্যের ইতিবৃত্ত', বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৮৭

শ্রীশচন্দ্র দাস, 'সাহিত্য-সন্দর্শন', সুচয়নী পাবলিশার্স, কলিকাতা, ১৯৯৭

ড. সুকুমার সেন, 'বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস', কলিকাতা, ১৩৬৮

ড. সুকুমার সেন, ' ভারতীয় সাহিত্যের ইতিহাস, কলিকাতা, ১৩৬২

ড. সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায়, 'ভাষা-প্রকাশ বাঙ্গালা ব্যাকরণ' , প্রথম রূপা সংস্করণ, ১৯৮৮

সুবলচন্দ্র মিত্র সংকলিত, 'সরল বাঙ্গালা অভিধান', অষ্টম সংস্করণ, (নিউবেঙ্গল প্রেস), কলিকাতা, ১৯৯৫

সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ও নারায়ণ চন্দ্র ভট্টাচার্য, 'সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাস', কলিকাতা, ১৯৯৭

Dhaka University Institutional Repository

সুশান্ত সরকার, 'উইলিয়াম কেরী ঃ জীবন ও সাধনা, প্রথম সংস্করণ, ঢাকা, ১৯৯৩

সুশান্ত সরকার, 'কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার', প্রথম সংস্করণ, বাংলা একাডেমী, ঢাকা-১৯৮৯।

A. B. Keith.- A History of Sanskrit Literature, London 1928

C. Kun Han Raja - Survey of Sanskrit Literature, Bombay 1962

Friedrick Max Muller - A History of Ancient Sanskrit Literature, Allahabad 1926

H. Gowen - A History of Indian Literature, Herbat 1975

Hooper A. G. - An Introduction to the study of Language and Literature, London 1961

Hudson William Henry - An Introduction to the study of Literature, London 1958

K. Krishnamacharian - History of Classical Sanskrit Literature, Madras 1937

M. Winternits - Some problems of Indian Literature? (Tr.by Shilavatiketkar) Calcutta, 1927-1933

P. K. Acharya - Elements of Hindu Culture and Sanskrit Civilization, Lahore 1939.

P. K. Gode - Studies in Indian Literary History, (Vol.-II), Bombay 1953-1954.

S. N. Dasgupta and S. K De - A History of Sanskrit Literature, Calcutta, 1947

V. Varada Chari - History of Sanskrit Literature, Allahbad, 1952

প্রাচ্যবিদ্যা পত্রিকা, সম্পাদক ড. পরেশ চন্দ্র মণ্ডল, সংস্কৃত ও পালি বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রথমবর্ষ ঃ প্রথম সংখ্যা, জুলাই ঃ ১৯৯৯ শ্রাবণ ঃ ১৪০৬

বাংলা সাময়িক পত্র-পত্রিকা।

অমৃতবাজার পত্রিকা	(সাপ্তাহিক),	১৮৬৮, শিশির কুমার ঘোষ (সম্পাদক)
আর্য্য দর্শন	(মাসিক),	১৮৭৪, যোগেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ (সম্পাদক)
জন্মভূমি	(মাসিক),	১৮৯০, পণ্ডিত পঞ্চানন তর্করত্ন (সম্পাদক)
জ্ঞানাঙ্কুর	(মাসিক),	১৮৭২, শ্রীকৃষ্ণ দাস (সম্পাদক)
জ্ঞানান্বেষণ	(সাপ্তাহিক),	১৮৩১, দক্ষিণানন্দন (পরে দক্ষিণারঞ্জন) মুখোপাধ্যায় (সম্পাদক)
তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা	(মাসিক)	১৮৪৩ অক্ষয়কুমার দত্ত, (সম্পাদক)

Dhaka University Institutional Repository

দিগ্‌দর্শন (মাসিক), ১৮১৮, জন ক্লার্ক মার্শম্যান (সম্পাদক)

পশ্চিমবঙ্গ বর্ষ ২৮: সংখ্যা ৪০-৪৫, ১৪০২ বাং ১৯৯৫ ইং তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার

সাহিত্য পত্রিকা সাইত্রিশ বর্ষ ঃ তৃতীয় সংখ্যা।। আষাঢ় ১৪৩১, অধ্যাপক ওয়াকিল আহমদ, সভাপতি, সম্পাদনা পরিষদ (উপ-উপাচার্য, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়) ও অন্যান্য।

প্রবন্ধ

ড. দিলীপ কুমার ভট্টাচার্য্য, 'সংস্কৃত অলংকার শাস্ত্রে রস ও রূপ বৈচিত্র্য' সাহিত্য পত্রিকা, বর্ষ ৩৭: সংখ্যা ৩ অধ্যাপক ওয়াকিল আহমদ, সভাপতি, সম্পাদনা পরিষদ (উপ-উপাচার্য, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়) ও অন্যান্য।

ড. পরেশ চন্দ্র মণ্ডল, 'মুদ্রারাক্ষস ও প্রাচীন ভারতীয় রাষ্ট্রনীতি' সাহিত্য পত্রিকা, বর্ষ ৩৭ঃ সংখ্যা ৩, অধ্যাপক ওয়াকিল আহমদ, সভাপতি, সম্পাদনা পরিষদ (উপ-উপাচার্য, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়) ও অন্যান্য।